CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীবংশী-শিক্ষা

শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র
বিরচিত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা

শ্রীপ্রেমদাস মিশ্র
বিরচিত

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রী [illegible]

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা

(শ্রীশ্রীরসরাজোপাসনা ।)

মহানুভব শ্রীপ্রেমদাস মিশ্রেণ বিরচিতা ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রকাশক :—
শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীবাসঙ্গণস্থিত
শ্রীমধুসূদন শীলার সেবাইত
শ্রীনিমাই চাঁদ গোস্বামী

প্রাপ্তিস্থান :—
(ক) শ্রীবাসঙ্গণ মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ
জিলা : নদীয়া
(পঃ বঙ্গ)
(খ) সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির
৫৮, বেনেটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৫
ফোন নং—৫৫-৩৬১৭

বিখ্যাত ধর্ম্মের বই বিক্রেতার কাছে পাবেন।

ভিক্ষা ২·৫০
(দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা)

মুদ্রাকর
শ্রীসনৎ কুমার ব্যানার্জী
স্বস্তিক মুদ্রণালয়
২৭/১বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা

বিষয় সূচি

প্রথমোল্লাস ঃ।

	পৃষ্ঠা সংখ্যা
গ্রন্থকারের নমস্কার এবং মঙ্গলাচরণ	১
শ্রীবংশীবদন প্রভুর জন্মাদি বর্ণনা	৫
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্যাস গ্রহণের পূর্বে এতত সম্বন্ধে বংশীবদনের প্রশ্ন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর	৭
মানব জাতির নিস্তারের উপায় সম্বন্ধে বংশীবদনের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা এবং প্রভুর উত্তর	৮
রসরাজ উপাসনা এবং গোপী-তত্ব বর্ণনা	৯
নন্দাদির গূঢ় অর্থ	২৩
বৃন্দাবনের প্রাকৃত অর্থ	২৪

দ্বিতীয়োল্লাস ঃ।

গ্রন্থকারের নমস্কার এবং মঙ্গলাচরণ	৩২
শ্রীবংশীবদনের পূর্ব্ব-জন্ম-কথা	৩৩
পুরুষ-প্রকাশ-তত্ব এবং গুরু-তত্ব নিরুপণ	৩৫
প্রকৃতি-প্রকাশ-তত্ব এবং রাধা-তত্ব বর্ণনা	৪৪

তৃতীয়োল্লাস ঃ

গ্রন্থকারের নমস্কার এবং মঙ্গলাচরণ	৬৩
শ্রীবংশীবদনের প্রশ্ন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উত্তর	৬৭
ভক্তি-তত্ব বর্ণনা	৬৯
রস-তত্ব বর্ণনা	৯৪
রসরাজ উপাসনা, মহাগোকুল এবং বৃন্দাবন তত্ব নিরূপণ	৯৮

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চতুর্থোল্লাস ঃ।

গ্রন্থকারের নমস্কার এবং মঙ্গলাচরণ	১১০
সখী এবং মঞ্জরী বিবরণ	১১১
কামস্বরূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি	১১৩
কাম পরাজয় মন্ত্র	১১৪
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাম পরাজয় মন্ত্র	১১৬
কামের পঞ্চ পুষ্প-শর	১১৭
অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত কামের কার্য	১১৮
গুরু প্রসাদ দ্বারা মন্মথ মথন	১১৯
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মন্মথ মন্মথত্ব	১২০
গোপীভাব	১২০
বংশীবদনের নানারকম প্রশ্ন এবং প্রভুর উত্তর	১২২
সদাচার লক্ষণ	১২৬
শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর কড়চার উদ্ধরণ	১৩১
প্রভুর স্বরূপের উপর বংশীবদনের সংশয়াত্মক প্রশ্ন	১৩২
প্রভুর উত্তর	১৩৩
বংশীবদনের দ্বারা প্রভুর এবং প্রভুর পার্ষদের তত্ত্ব প্রকাশ	১৩৩
বংশীবদনের দ্বারা রসরাজের রূপ দর্শন এবং স্তুতি নমস্কার	১৪০
দিব্য রসের খনিজ রসের সহিত তুলনা	১৪৫
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত বংশীবদনের নিকট বিদায় গ্রহণের প্রস্তুতি এবং বংশীবদনকে আশীর্বাদ-বরদান	১৪৫
বিদায় সময়ের করুণা	১৫০
মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ	১৫২
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রাভঙ্গ	১৫৩
শচীমাতাকে জাগান	১৫৪
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ-ক্রন্দন	১৫৫
শচীমা এবং ভক্তের দ্বারা অন্বেষণ	১৫৬
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বংশীবদনের বিষাদ	১৫৭

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শচীমা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার্থে বংশীবদন এবং ঈশানের নিযুক্তি ১৫৯
সন্যাসোত্তর লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৫৯
শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ এবং তাঁহার দারুমূর্তির স্থাপনা ১৬১
শ্রীযাদবাচার্যের সেবায় নিযুক্তি ১৬৩
শ্রীবংশীবদনের দক্ষিণ ভ্রমণ, স্বশাখা প্রকাশ
এবং গৌরলীলা পদাবলী রচনা ১৬৩
শ্রীবংশীবদনের লীলা সম্বরণ ১৬৪
শ্রীবংশীবদনের পাঁচ নাম এবং বংশীই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া তাহার প্রমাণ ১৬৬
শ্রীবংশীবদনের পৌত্ররূপে পুনরাবির্ভাব হইবার উপাখ্যান ১৬৭
শ্রীবংশীধরের রামচন্দ্ররূপে পুনরাবির্ভাব হইবার পর তাঁহাকে দেখিবার
জন্য জাহ্নবা বসুধা গোস্বামিনী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতির আগমন ১৭০
পুনরাবির্ভাব রূপের নামকরণ এবং পূর্বলীলা রূপ বর্ণনা ১৭২
রামচন্দ্রের বাল্যলীলা এবং কণিষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম বিবরণ ১৭৩
জাহ্নবা গোস্বামিনীর রামচন্দ্রকে লইয়া যাইবার উপাখ্যান ১৭৪
অচ্যুতানন্দ এবং রামচন্দ্রের মিলন ১৮০
বীরচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের মিলন ১৮১
শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী এবং রামচন্দ্রের কুলিয়াতে পুনরাগমন এবং
রামচন্দ্রের অনুজ শচীনন্দনকে দীক্ষা দান ১৮৪
বীরচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের বাদ-বিবাদ ১৮৫
রামচন্দ্রের রাঢ় দেশ এবং পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ ১৮৫
রামচন্দ্রের নীলাচল গমন, খড়দেহে প্রত্যাগমন
এবং ব্রজ যাত্রার নিমিত্ত প্রস্থান ১৮৬
শ্রীজাহ্নবা দেবীর অন্তর্ধানের পর রামচন্দ্রের শোক ১৮৭
রামচন্দ্রের ব্রজ হইতে প্রত্যাগমন ১৮৮
রামচন্দ্র প্রভুর ব্যাঘ্রের উপর দয়া এবং শ্রীপাট
বাঘনাপাড়ার স্থাপনা ১৯০
বীরচন্দ্র প্রভুর বাঘনাপাড়ার মহিমা শুনিয়া নাড়াগণকে তথায় প্রেরণ ১৯২
নাড়াগণের রামচন্দ্র প্রভুর চমৎকার দর্শন লাভ ১৯৪
বীরচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের বাঘনাপাড়ায় মিলন ১৯৬

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীরাধা রেবতী বিগ্রহের বাঘনাপাড়ায় আগমন এবং উহার প্রতিষ্ঠা	১৯৮
শচীনন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রামচন্দ্রের নিকট আগমন	২০০
শচীনন্দনের পুত্রদের দ্বারা গ্রন্থ রচনা বর্ণনা	২০১
শিষ্য শাখা বর্ণনা	২০২
রামচন্দ্র প্রভুর তিরোভাব	২০৩
গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার পরিচয়	২০৬
চৈতন্য চন্দ্রোদয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত গ্রন্থকার প্রেমদাসের আত্মপরিচয়	২০৯

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীশ্রীরসরাজেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা।

(শ্রীশ্রীরসরাজোপাসনা।)

গ্রন্থারম্ভঃ।

[প্রথমোল্লাসঃ]

গ্রন্থকৃতা নমস্কারাঃ।

সর্ব্বানন্দপ্রদং শুদ্ধং মাধুর্য্যাকৃষ্টমানসম্।
বন্দে তং সচ্চিদানন্দং তাপত্রয়হরং গুরুম্॥
অভিন্নরসরাজায় শ্রীশচীনন্দনায় চ।
গুরবে ভক্তরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥
শৃঙ্গাররসসংমগ্নং শৃঙ্গাররূপকং পরম্।
সুখদং শুভদং দেবং রসরাজং নমাম্যহম্॥
রসরাজপ্রিয়ং শুদ্ধং বিদগ্ধানাং শিখামণিম্।
শ্রীবংশীবদনং বন্দে ত্রিলোকাকর্ষণং প্রভুম্॥
জাহ্নব্যা সহিতং নিত্যং সর্ব্বলোকানুরঞ্জনম্।
শ্রীমদ্রামমহং বন্দে বীরভদ্রানুজং প্রভুম্॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্ব্বসুখময় বন্দ শ্রীগুরু-চরণ।
যাঁহার আশ্রয়ে পাই নিগূঢ় ভজন॥
রসরাজাভিন্ন বন্দ্য চৈতন্য গোসাঁই।
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই॥
কলিপাপ তাপাচ্ছন্ন দেখি জীবগণে।
উদয় হইয়া প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥
বহিরঙ্গ ভাবে হরে কৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগমাঝে গৌরগুণধাম॥
অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥
এমন দয়াল গৌরাঙ্গের পদাশ্রয়।
বিনা প্রেমভক্তি কভু লভ্য নাহি হয়॥
নিত্যানন্দ প্রভু বন্দ্য নিত্যানন্দময়।
শ্রীচৈতন্যাভিন্ন তনু জানি যে নিশ্চয়॥
নিত্যানন্দ প্রভু সম অধম-তারণ।
ত্রিযুগ মাঝেতে নাহি হয় দরশন॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু বন্দ্য যুড়ি কর।
যে আনিলা গৌড়দেশে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
গদাধর প্রভু বন্দ্য পণ্ডিত খেয়াতি।
গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে যেঁহ রহে সদা মাতি॥
শ্রীবংশীবদন বন্দ্য বংশী অবতার।
রসরাজ তত্ত্বগুরু যে প্রভু সবার॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র সহ প্রভু রামে।
ভূমিতে পড়িয়া করি সাষ্টাঙ্গ প্রণামে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র।
যাঁহা হৈতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
ঊর্দ্ধবাহু হঞা বন্দ্য শ্রীহরি গোসাঁই।
গুরুপাদপদ্মনিষ্ঠ যাঁর সম নাই॥
স্বরূপ গোসাঞি বন্দ্য দন্তে তৃণ ধরি।
যাঁর বাক্য গুরু করি মানে গৌরহরি॥
প্রভু সনাতন বন্দ্য মনের উল্লাসে।
ভক্তি স্মৃতি আদি যেঁহ করিলা প্রকাশে॥
শ্রীরূপ গোসাঞি বন্দ্য করুণা-সাগর।
কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ যেঁহ বর্ণিল বিস্তর॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দ্য মনের আহ্লাদে।
যাঁর খেদ সদা কৃষ্ণ বিরহ বিষাদে॥
শ্রীজীব গোসাঁঞি বন্দ্য জীবের জীবন।
সন্দর্ভ প্রভৃতি যাঁর অপূর্ব্ব বর্ণন॥
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু বন্দ্য সাবধানে।
শ্রীব্রহ্মসন্দর্ভ আদি আগে যে বাখানে॥
শ্রীদাস গোসাঞি বন্দ অতি গুণী মানী।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা যাঁহা হৈতে জানি॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি ভক্তের চরণ।
ভূমিতে পড়িয়া মুই করি যে বন্দন।
রামানন্দ রায় বন্দ্য রসিক-ভূষণ।
নিভৃতে করিলা যেঁহ নিগূঢ় ভজন॥
অন্তরঙ্গ ভক্তে করি বিশেষ প্রণতি।
গ্রন্থারম্ভ করি এবে যথা বুদ্ধিশক্তি॥
গ্রন্থ লিখিবার শক্তি কিছু মোর নাই।
আমারে লিখায় গ্রন্থ শ্রীগুরু গোসাঁই॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীগুরু গোসাঞিঃ কৃপা করেন যাহারে।
আকাশের চাঁদ সেহ ধরিবারে পারে॥
এহ ত সামান্য কথা গুরুর কৃপায়।
অনায়াসে জীবগণ নিত্যধামে যায়॥
গুরুবাক্যে যে জনার একান্ত বিশ্বাস।
সেই সে পরম সুখী সব তাঁর দাস॥
এ হেন গুরুর পদ করিয়া শরণ।
অবহেলে এই গ্রন্থ করিব বর্ণন॥

গ্রন্থকৃতা শ্রীগুরুস্মরণম্।

যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ মোহধ্বান্তং বিনশ্যতি।
গুরুংস্তান্মনসি ধ্যাত্বা বংশীশিক্ষা বিরচ্যতে॥

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি রূপা সরলা বংশিকা।
যোগমায়া স্বরূপিণী সর্ব্বরসালিকা॥
কৃষ্ণপ্রিয় সখী মধ্যে প্রধানা সবার।
কৃষ্ণাধরামৃত তেঁই পান অনিবার॥
গোপীকার গুরুরূপা ত্রিলোকাকর্ষিণী।
রসরাজাকৃষ্টচিত্তা রসপ্রদায়িনী॥
জীবে রসারাজাকৃষ্টচিত্ত করিবারে।
একা বংশিকার সাধ্য শাস্ত্রেতে ফুকারে॥
কৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তি বংশী কেহ কয়।
কেহ কহে আনন্দদায়িনী শক্তি হয়॥
বহু শাস্ত্র বহু ভাব করিলে বিচার।
কাহার বাক্যেতে নাহি দেখি ব্যাভিচার॥
কৃষ্ণ প্রিয়া সেই বংশী গোরা অবতারে।
রসরাজ উপাসনা স্রোত রাখিবারে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোরার আহ্বানে আসি কুলীয়া নগরে।
জনম লভিলা অতি সানন্দ অন্তরে॥

পুণ্যে রম্যে নবদ্বীপে গৌড়ে ভাগীরথীতটে।
কুলীয়ায়াং শুভে শাকে রসেন্দুবেদচন্দ্রমে ॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽভূদ্দ্বিজালয়ে।
সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধুপূর্ণিমাম্ ॥

চৌদ্দশত যোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায়॥

যথা রাগঃ।

নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলীয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণীকুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভ ক্ষণে হৈলা অধিষ্ঠান॥
দশ মাস দশ দিনে, রাকাচন্দ্র লগ্নমীনে,
চৈত্রমাস সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥
হুলুধ্বনি শঙ্খ রব, করেন রমণী সব,
গোরাচাঁদ আনন্দে নাচয়।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন,
নানামত বাজনা বাজয়॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়, সরলা বংশী উদয়,
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম গান, প্রেমদাস অগেয়ান,
ভক্ত মুখে শুনিয়া গাইল॥

মহাভাগবত মহা কুলীন ব্রাহ্মণ।
শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবন॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলীয়ায়।
বাস করিলেন আসি গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়॥
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজন।
বংশীর জন্মাদি এই করিনু কীর্ত্তন॥
শ্রীবংশীর অধিকার গোবিন্দ বয়ান।
শ্রীবংশীবদন নাম তেঁই হয় তান॥
সেই বংশী গোরা সঙ্গে নদীয়া নগরে।
বহুরূপ লীলা করে সানন্দ অন্তরে॥
গৌরাঙ্গের চেষ্টা কিছু না পারি বুঝিতে।
সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা হৈল তাঁর চিতে॥
এই কথা নবদ্বীপে হইল প্রকাশ।
শুনিয়া ভকতগণ হয়েন হতাশ॥
সন্ন্যাসী প্রভৃতি সবে করিতে উদ্ধার।
সন্ন্যাসী হইয়া যাবে শচীর কুমার॥
লোকমুখে এ বারতা করিয়া শ্রবণ।
কুলীয়া হইতে প্রভু শ্রীবংশীবদন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভুর পাশেতে যাঁঞা কহেন কাঁদিয়া।
কি শুনিনু কহ প্রভু প্রকাশ করিয়া॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি ছাড়ি মো সবায়।
কোথায় যাইবে প্রভু কহ ত আমায়॥
তোমা না দেখিয়া শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
কেমনে রবেন গৃহে কহ বিবরিয়া॥
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর আদি ভক্তগণ।
তোমার বিরহে সবে ছাড়িবে জীবন॥
বংশীর কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিল প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥

গ্রন্থকারস্য বাক্যম্।

তং তথা কৃপয়া বিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ গৌরসুন্দরঃ॥

ওহে বংশী কেন তুমি করিছ রোদন।
তুয়া কাছে কিছু মোর নাহিক গোপন॥
যে কার্য্য লাগিয়া এথা লইনু জনম।
সকলিত জান তুমি শ্রীবংশীবদন॥
সন্ন্যাসী হইয়া আমি দেশে দেশে যাব।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনেতে গাব॥
তাহাতে কলির পাপ আদি হবে নাশ॥
আর এক গুহ্য কথা কহি তুয়া পাশ॥
রসরাজ উপাসনামৃত আস্বাদিতে।
মিলিব মু অন্তরঙ্গ ভকত সহিতে॥
শ্রীনামকীর্ত্তন রসরাজ উপাসন।
গৃহে রহি এই দুই না হবে কখন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বহু বিঘ্ন পরিপূর্ণ সংসার-কান্তারে।
রহি মায়াবদ্ধ জীব কি করিতে পারে॥
তবে রসরাজরূপী গুরুর কৃপায়।
যেই জীব মায়াবদ্ধ হইতে এড়ায়॥
সেই জীব গৃহারণ্যে রহি শ্রীবদন।
শ্রীনাম কীর্ত্তন রসরাজ উপাসন॥
এই দুই কার্য্য অনায়াসেতে সাধয়।
মোর ভাগ্যে নাহি তাহা কহিনু নিশ্চয়॥
গৌরাঙ্গের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করযোড় হঞা বংশী করে নিবেদন॥
ওহে গোরাচাঁদ তুমি এ নদীয়া ছাড়ি।
নিতান্ত যাইবা যদি হইঞা ভিখারী॥
তবে মানবের যাতে হইবে নিস্তার।
তাহা প্রকাশিয়া কহ শচীর কুমার॥
উপাসনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ উপাসনা।
কহ প্রভু শুনিবারে হঞাছে বাসনা॥
বংশীর বচন শুনি গৌর ভগবান।
কহিতে লাগিলা কথা অমৃত-সমান॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥
(গীতা ৯।১

ওহে প্রিয় বংশী তুমি সকল জানহ।
তবে কি লাগিয়া মোরে জিজ্ঞাসা করহ॥
শব্দব্রহ্মময় তুমি সাক্ষাত প্রণব।
আনন্দচিচ্ছক্তি রূপা হরিমুখোদ্ভব॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ত্রয়ী মূর্ত্তিময়ী গতি আশ্রয় স্বরূপ।
সর্ব্বাশ্রয় গুরু তুমি সর্ব্ব রস ভূপ॥

তুয়া দ্বারে আদি গুরু হরি ভগবান।
ব্রহ্মারে গায়ত্রী মন্ত্র করেন প্রদান॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে॥ (৫।৩৪)

অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥ (৫।৩৫)
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামাগমত্ততঃ॥ (৫।৩৬)

(আনন্দ আশ্রম সংস্করণ)

ত্রিলোকাকর্ষিণী শক্তি শ্রীকৃষ্ণের তুমি।
তব সন্নিধানে আর কি বলিব আমি॥

অতি গুহ্য রসরাজ উপাসনাতত্ত্ব।
তোমার নিকটে কহি সহিত মহত্ত্ব॥

এই উপাসনা তত্ত্ব চারি যুগ মাঝে।
সরব প্রধান বলি বেদ বিধি গাজে॥

সর্ব্বকাল এই তত্ত্বে তুয়া অধিকার।
অতএব কহি শুন করিয়া বিস্তার॥

আনন্দ চিন্ময় রসে যাঁর নিত্য শোভা।
সেই রসরাজ সর্ব্বজন-মনলোভা॥

পর-দার সহ তাঁর দুই ত লীলায়।
নিত্য সুবিহার এই কহিনু তোমায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি স্বরূপা সবারে
পর দার বলি সর্ব্ব শাস্ত্রেতে ফুকারে॥
সেই পর-দার গণ সখ্যাদি স্বরূপে।
সর্ব্ব ধর্ম ছাড়ি নিত্য সেবে রসভূপে॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভুতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(আনন্দ আশ্রম সংস্করণ ৫।৪৬)

পরশব্দে শ্রেষ্ঠ কহি দারার্থে প্রকৃতি।
সেই সে প্রকৃতি গোপী শাস্ত্রেতে বিবৃতি॥
অতএব যেই গোপী সেই পর-দার।
তুয়া কাছে নিগূঢ়ার্থ করিনু প্রচার॥
এই হেতু রসরাজ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
পর-দারে রতিক্রীড়া বিজ্ঞে নাহি ভণে॥
যিনি আত্মারাম তাঁর পর দারে রতি।
কভু নাহি হয় এই জানিহ সুমতি॥
অপরের দারা কভু নহে গোপীগণ।
তাহার বারতা এবে করহ শ্রবণ॥
হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি রূপা হন যাঁরা।
গোপীকা শব্দের বাচ্যা হয়েন তাঁহারা॥
সেই গোপী শব্দে জানি প্রকতিনিচয়।
রসরাজ লাগি সর্ব্ব ধরম ছাড়য়॥
গোপিকার মুখ্যা একা শ্রীমতী রাধিকা।
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাস রসিকা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্রে।

গোপীন্তু প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ।
অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তত্রাংশমণ্ডলঃ ॥

শ্রীমচ্ছকড়িদেবেনোক্তঞ্চ।

সর্ব্বগোপীষু মুখ্যা সা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
মহাভাবস্বরূপা চ শ্রীরতিমঞ্জরী পরা ॥

গোপিকা শব্দের অর্থ আর হয় যাহা।
তব কাছে প্রকাশিয়া কহি শুন তাহা ॥
সর্ব্বরক্ষয়িত্রী সর্ব্বগোপনকারিণী।
ব্যাকুলতা-শূন্যা আর স্বভাসধারিণী ॥
হেন প্রকৃতিরে গোপী বলিয়া জানহ।
তন্ত্রাদি প্রমাণ ইথে আছয়ে শুনহ ॥
সর্ব্বজনমান্য তন্ত্র আদির ভিতরে।
গোপী শব্দে এই অর্থ কহে বিজ্ঞবরে ॥

তথাহি ক্রমদীপিকায়াং

গোপায়তি সকলমিদং গোপায়তি
পরমপুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ ॥

শ্রীগন্ধলাযুধকৃত কবি রহস্যে।

ধীরো ন গুপ্যতি মহত্যপি কার্য্যজাত ॥ ইত্যাদি

হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা।
যাঁর বৃত্তিরূপা হয় সকল গোপিকা ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সুখময় রসরাজ আরাধনা কর্ম্ম।
নিরন্তর করে যেঁহ ছাড়ি সব ধর্ম্ম॥
তাঁহাকেই রাধা কহে কহিনু বিস্তারি।
সেই রাধা হয় বৃষভানুর ঝিয়ারি॥
হরি সঙ্গে মহারঙ্গে নিভৃতে যাঁহার।
মন্মথ প্রভৃতি ক্রীড়া হয় অনিবার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অনয়াঽঽরাধিতো নূনং ভগবান্ হরীরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃপ্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

তাঁর সঙ্গে সদা রঙ্গে রহে রসরাজ।
এ কথা বুঝয়ে মাত্র রসিক সমাজ॥

তথাহি ঋক্‌পরিশিষ্টে।

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা!
বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিব॥ ইত্যাদি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে যিনি সদা দীপ্যমান।
বৃষভানু বলি তাঁর হয় ত আখ্যান॥
ভক্তি আদি শ্রেষ্ঠ গুণে যাঁহার নগর।
সুপ্রকাশমান হইতেছে নিরন্তর॥
সেই নগরের নাম বৃষভানুপুর।
ইহার সন্ধান জানে ভাবুক চতুর॥
সেই বৃষভানুপুরে বৃষভানু ঘরে।
জনম লয়েন রাধা শ্রীকৃষ্ণের তরে॥
পুনর্ব্বার কহি শুন রসরাজাখ্যান।
যাহার শ্রবণে জীব পায় পরিত্রাণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শৃঙ্গার বৎসল শান্ত প্রীত প্রেয় হাস্য।
রৌদ্র বীর ভয়ানক অদ্ভুত বীভৎস॥
করুণ প্রভৃতি এই যত রস হয়।
তাহে যিনি শোভে তাঁরে রসরাজ কয়॥
কংসের সভায় দেখ শ্রীনন্দ-নন্দনে।
শৃঙ্গারাদি মূর্ত্তিমান দেখে সর্ব্বজনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবৎ ১০।৪৩।১৭)

সর্ব্বরস কদম্ব মূরতি রসরাজ।
এ কথা জানেন যত পণ্ডিত সমাজ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিপাদেনোক্তং।

শৃঙ্গারাদি-সর্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তির্ভগবান্॥

(শ্রীমদ্ভাগবৎ ১০।৪৩।১৭ টীকায়াম্)

শৃঙ্গার শব্দেতে কহি সুরত ব্যাপার।
অপ্রাকৃত রূপে যাহা ব্রজে পরচার॥
প্রকৃতি পুরুষ দুয়ে সুরত কারণ।
সংযোগ বাঞ্ছয়ে হৃদে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
শৃঙ্গার বলিয়া তার হয় ত আখ্যান।
ভরতাদি মুনিগণ ইহাতে প্রমাণ॥
শৃঙ্গার শব্দের অর্থ করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণে জানি প্রেম কিবা ধন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি অলঙ্কারশাস্ত্রে।

পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদি কারণম্ ॥

(অমরকোষ ১।৮ টীকায়াম্ ভরত ভরতনাট্যঃ কাশী ২৪।৯২)

সর্ব্বজীবে সর্ব্বকাল সম স্নেহ যাঁর।
বৎসল বলিয়া খ্যাতি জানিহ তাঁহার॥
দুঃখ সুখ চিন্তা দ্বেষ রাগাদি রহিত।
যেই হয় সেই শান্ত কহিনু নিশ্চিত॥

তথাহি তত্রৈব।

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সম প্রমানঃ॥

(সাহিত্য দর্পণ ৩।২১২)

প্রীত শব্দে সর্ব্বজীবে সদা প্রীতিযুক্ত।
প্রেয়ার্থে প্রণয়ী শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে এই উক্ত॥
বাক্য বেশ চেষ্টা আদি করিয়া বিকৃতি।
হাসিয়া হাসায় অতি হইয়া কৌতুকী॥
রত্যাদি বিলাসে সুপণ্ডিত সুনিশ্চয়।
অনায়াসে মুগ্ধ করে সকল হৃদয়॥
হাস্যরস বীর সেই কহিনু তোমায়।
রসজ্ঞ জনের বাক্য প্রমাণ ইহায়॥

তথাহি তত্রৈব।

বিকৃতাকারবাগ্বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ ভবেৎ।
হাসোহাস্যস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতঃ॥

(সাহিত্য দর্পণ ৩।২০০)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রৌদ্র শব্দে ক্রোধ আদি শাস্ত্রের লিখন।
বীর শব্দে অতি বলী উৎসাহ বর্দ্ধন॥
ভয়ানক শব্দে অতি ভয়ঙ্কর কয়।
তাড়ন ভর্ৎসন আদি যাহাতে আছয়॥

তথাহি রাগঃ।

বল ছল করি ধরিয়া নাগরী
যবহুঁ রসিকরাজ।
নয়ন চালন, তাড়ন ভর্ৎসন,
করিয়া সাধয়ে কাজ॥
সেই ভয়ঙ্কর, করম নেহারী,
নাগরী কাঁপয়ে ভয়ে।
চণ্ডীদাস কয়, এত ভয় নয়,
অন্তরে সুখ যে হয়ে॥

অদ্ভুত শব্দের অর্থ কহয়ে বিস্ময়।
বিকৃতি প্রভৃতি আর বীভৎসার্থে হয়॥

ইষ্টনাশ আদি স্বীয় অনিষ্ট ঘটনে
করুণাখ্য রস হয় বিজ্ঞজন ভণে॥

করুণার্থে কৃপা কেহ করিলা লিখন।
সংক্ষেপে দ্বাদশ রস করিনু বর্ণন॥

এই বার রসে যেঁহ গোপ্যাদির মন।
রঞ্জে আর রাগ ময় করে সর্ব্বক্ষণ॥

তেঁহ রসরাজবর নাগর সুঠাম।
তাঁহার চরণযুগে অনন্ত প্রণাম॥

রঞ্জনাদিকারী জনে শ্রীরাজা কহয়।
বেণুপুত্র পৃথু ইতে প্রমাণ আছয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে

মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্।
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ ।।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ।
অনুরাগাত্ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত ।। ইত্যাদি

আত্মরস শৃঙ্গারের বত্রিশ লক্ষণ।
আর যে বত্রিশ বিপ্রলম্ভের গণন ।।
চমৎকার রস এই চৌষট্টি প্রকার।
আশ্রয় বিষয় হয় রসরাজ যার ।।
নানা ভকতের রস নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতে আশ্রয় বিষয় ।।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন।
গোপিকাগণের প্রাণ শ্রীব্রজ-মোহন ।।
অতএব কৃষ্ণচন্দ্রে পণ্ডিত সকলে।
শৃঙ্গারাদি রসরাজময় মূর্ত্তি বলে ।।
মন্মথ-বিজয়ী অভিনব মনোভব।
গোপীসহ নিত্য যাঁর অনঙ্গ উৎসব ।।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দ।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈরুপনয়নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।
(গীতগোবিন্দ ১।১০)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কৃষ্ণরাধা গোপী তত্ত্ব তুয়া সন্নিধানে।
সংক্ষেপে কহিনু আমি শাস্ত্র পরমাণে॥
প্রভুবাক্য শুনি কহে শ্রীবংশীবদন।
পুনহি প্রকৃতি তত্ত্ব করুন বর্ণন॥
প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি অনন্তা।
তহি মধ্যে শ্রেষ্ঠা তিন অতি গুণবন্তা॥
চিন্ময়া প্রকৃতি জীব প্রকৃতি নিশ্চয়।
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহয়॥
স্বরূপা প্রকৃতি অন্তরঙ্গা সর্ব্বপরা।
মাধুর্য্যাদি গুণশ্রেষ্ঠা সর্ব্বমনোহরা॥
পুরাণ বচন ইথে আছয়ে প্রমাণ।
তুয়া সন্নিধানে কহি কর অবধান॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
স্বরূপা প্রকৃতি তেঁহ হয় তিন রূপ॥
সদংশে সন্ধিনী আর চিদংশে সম্বিত।
আনন্দাংশে আহ্লাদিনী কহিনু নিশ্চিত॥

তথাহি তত্রৈব।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৮)

রসরাজমূর্ত্তি কৃষ্ণে আহ্লাদে সতত।
তেঁই আহ্লাদিনী নাম শাস্ত্রেতে বেকত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আহ্লাদিনী প্রকৃতির দ্বারে রসরাজ।
সদা সুখ আস্বাদয়ে এই তাঁর কাজ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব হয়।
সেই মহাভাব রূপা রাধিকা নিশ্চয়॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধোদ্বর্ত্তন।
তাহাতে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় সিনান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় সিনান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
এ তিন স্নানের অর্থ কর অবধান॥
বয়ঃসন্ধি কালে বাল্য চাপল্য বিনাশে।
করুণতাগুণ হৃদে সতত প্রকাশে॥
সেই যে করুণামৃতে প্রথম সিনান।
কারুণ্য মৃতের এই অর্থ সমাধান॥
তারুণ্যামৃতার্থে কয় যৌবন অমৃত।
তাহার ধারায় স্নান মধ্যম বিহিত॥
লাবণ্যামৃতার্থে কান্তি রূপামৃত হয়।
তাহার ধারায় স্নান তদুপরি কয়॥
এই ত্রিধারায় স্নান করি ত্রিসবন।
শ্রীরাধা রমারে লাজ দেন অনুক্ষণ॥
লজ্জারূপ শ্যামপট্ট শাটী পরিধান।
তাতে অঙ্গ ঢাকা সব জানিহ সন্ধান॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রিয়ানুরাগে দ্বিতীয় অরুণ বসন।
শ্যাম শাটী অভ্যন্তরে করেন ধারণ॥
অনুরাগ হয় জানি হিঙ্গুল বরণ।
অতএব রাই ধরে অরুণ বসন॥
প্রণয় মানাদিরূপ কঞ্চুলিকা দিয়া।
কুচযুক্ত বক্ষঃস্থল রাখেন ঢাকিয়া॥
বক্ষঃস্থলাচ্ছাদনের শুনহ কারণ।
যে কথা শ্রবণে সুখ হয় সর্ব্বক্ষণ॥
পরম আনন্দদাতা ভজনীয় ধনে।
প্রেমিক রাখয়ে হৃদে অত্যন্ত যতনে॥
বহিরঙ্গ ভয়ে সাধ্বী স্বরূপা কাঁচুলী।
সতত ধরেন হৃদে হইয়া ব্যাকুলী॥
সৌন্দর্য্য ঘুসৃণ আর প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি সুকর্পূর অঙ্গেতে লেপন॥
শৃঙ্গার উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
পরছন্ন মান বাম্য চিকুর বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক রূপ অঙ্গে পট্টবাস॥
কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ অস্ফুট বচন।
উন্মাদ বৈবর্ণ্য স্বেদ জড়তা গণন॥
এই নয় অলঙ্কার অঙ্গেতে ধারণ।
আর যত আছে তাহা কে করে বর্ণন॥
শোণবর্ণ রাগ রূপ তাম্বূলে অধর।
বিশেষ রূপেতে শোভা পায় নিরন্তর॥
অন্ধ বক্র প্রেমাঞ্জন যুগল নয়নে।
বিংশতি ভাবের হার ধরেন যতনে॥
গুণরূপ পুষ্পমালা অঙ্গেতে ধারণ।
তদুপরি মধুলোভে ধায় অলিগণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে ধরয়।
বিপ্রলম্ভ রূপ মণি হারমধ্যে রয়॥
যৌবন স্বরূপ সখী স্কন্ধে সর্ব্বক্ষণ।
লীলা রূপ নিজ কর কমল অর্পণ॥
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি রূপা সখীসঙ্গে।
সদা অবস্থান জানি অতিশয় রঙ্গে॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গরব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি চিন্তে সদা রসরাজ সঙ্গ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ সর্ব্বদা শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যত প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রসমধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে তাঁর সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণকলেবর॥
যাঁর সদ্গুণের কৃষ্ণ নাহি পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবেক কিসে জীব ছার॥
বংশী কহে জানিলাম কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব।
এবে যে শুনিতে চাহি বিলাস মহত্ত্ব॥
প্রভু কহে রসরাজ সুধীর ললিত।
নিরন্তর রতিক্রীড়া যাঁহার চরিত॥
সম্ভোগের পদ কহি করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে স্নিগ্ধ হয় তনু মন॥

পদং।

তনু তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকতে বেঢ়ল যৈছন হেম॥
কনক লতাবলী তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরি রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তুহুঁ অধরামৃত তুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস তুহুঁক রসগান॥

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তাহিঁ অনুপাম॥
তুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু।
তুহুঁ অধরামৃত তুহুঁ মুখ ভরু॥
তুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর॥
তুহুঁ কেলি পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস রভস রসে কেহু নহে কম॥
সুরত মূরত তুহুঁ করু পরকাশ।
রতিপতি হৃদয়েতে লাগল তরাস॥
অদভূত পরিরম্ভনে ধনি লাজ।
নূপুর রুণু ঝুনু কিঙ্কিণী বাজ॥
একতনু একমন একহি পরাণ।
তুহুঁতনু একভেল বিধি নিরমাণ॥
শ্রমজলে ভিজল তুহুঁ জন গায়।
তুহুঁ রতি সায়রে ওর না পায়॥
তুহুঁ দোঁহা চুম্বি সমাধল কেলি।
তুহুঁ জন সেবনে বিদ্যাপতি গেলি॥

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল,
চাঁদে বেড়ল ঘন মালা।
মণিময় কুণ্ডল, শ্রবণে দোলিত ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সুন্দরী তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত সময়ে যদি রাখবি,
কি করব হরি হরধাতা॥ ধ্রু॥
কিঙ্কিণী কিণি কিণি কঙ্কণ কণ কণ
কল কল নূপুর রাজে।
নিজমদে মদন, পরাভব মানল,
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়াব সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি, ও রস গাহক,
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥

প্রকৃতি পুরুষ দুহুঁ তনুর মিলনে।
প্রেম উপজয় ইহা জানি মনে মনে॥
যুগল মিলন বিনা কভু প্রেম ধন।
নাহি উপজয় এই ঋষির বচন॥
যুগল মিলনে সদা যে জনার আশ।
তাঁর যেন হই মুই জন্মে জন্মে দাস॥
প্রভুবাক্য শুনি বংশী কর্ণে হাত দিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি বিনয় করিয়া॥
ওহে প্রভু মোর কাছে দাস কথা আর।
নাহি কহ এই মুই কহিলাম সার॥
যাঁর কাছে দাসখত দিয়াছ লিখিয়া।
দাস কথা বল প্রভু তাঁর কাছে গিয়া॥
বংশীর বচন শুনি প্রভু হাসি কন।
আর কি কহিব বল শ্রীবংশীবদন॥
বংশী কহে কহ শুনি নন্দাদির অর্থ।
যেরূপ বুঝিতে আমি হইব সমর্থ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভু কন নন্দাদির গূঢ় অর্থ যাহা।
তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা॥
নন্দার্থে আনন্দ কহে শাব্দিক সকলে।
নন্দন শব্দের অর্থ আনন্দকে বলে॥
অতএব আনন্দের আনন্দকারীরে।
নন্দের নন্দন বলি গায় যত ধীরে॥
আনন্দ স্বরূপ ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁহার নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্ব রসাশ্রয়॥
মাধুর্য্যাদি গুণে যিনি প্রকৃতির মন।
আকর্ষিয়া স্বচ্ছন্দেতে করেন রমণ॥
তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলি জানহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ শবদের অর্থ নানাবিধ হয়॥
শ্রীশ্যামাসুন্দর আর যশোদা-নন্দন।
কৃষ্ণার্থে মানি যে তার শুনহ কারণ॥
শ্যামার্থে শৃঙ্গার এই কহিনু নিশ্চয়।
সুন্দর শব্দের অর্থ স্বরূপ কহয়॥
অতএব শৃঙ্গার স্বরূপ মূর্ত্তি যাঁর।
শ্রীশ্যামসুন্দর হয় অভিধা তাঁহার॥
যশোদার্থে ভক্তি আদি যশপ্রদায়িনী।
তাঁহার আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণ বাখানি॥
অতএব কৃষ্ণ হন যশোদা-নন্দন।
নিগূঢ়ার্থ তুয়া কাছে করিনু বর্ণন॥
ব্রজ শব্দে পথ কহি সর্ব্বপথসার।
যে পথে যাইলে জন্ম নাহি হয় আর॥
তাপত্রয় ষড়্দুঃখ প্রভৃতি বর্জ্জিত।
সেই পথ হয় এই কহিনু নিশ্চিত॥
সেই নিত্যানন্দময় ব্রজধাম মাঝে।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সতত বিরাজে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যেই কৃষ্ণ সেই রসরাজ এই জান।
ইহার অর্থাদি অগ্রে করেছি প্রমাণ॥
ব্রজে রসরাজকৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন।
ব্রজবর আদিরূপে নিত্য পূজ্য হন॥
বৃন্দাবন মাঝে সেই শৃঙ্গার বিগ্রহ।
রসরাজ কৃষ্ণোপাস্য নিশ্চয় জানহ॥
রসরাজ কৃষ্ণ বসুদেবসুত নয়।
নন্দের আত্মজ বলি ভাগবতে কয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫।১)

প্রভু বাক্য শুনি কহে শ্রীবংশীবদন।
বৃন্দাবন অর্থ তবে করহ বর্ণন॥

প্রভু কহে ব্রজ বৃন্দাবন একঠাঁই।
রসাধিক্য লাগি বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ গাই॥
শ্রীবৃন্দাবনের অর্থ করিলে শ্রবণ।
অবশ্য জানিবে তুমি শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন॥
রসরাজ কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা বৃন্দার্থেতে।
তাঁর সুখময় গোপ্য ক্রীড়ার স্থানেতে॥
স্বচ্ছন্দেতে রসরাজ নিবাস করয়।
অতএব সেই স্থানে বৃন্দাবন কয়॥
কিম্বা বৃন্দা শব্দে বংশী রাধিকা কহয়।
তাঁর প্রিয় ক্রীড়াস্থানে বৃন্দাবন কয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ।

বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী।
বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড পুর্ব্বার্দ্ধ ১৭।২২

রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড পুর্ব্বার্দ্ধ ১৭।২১৪

অতএব গুহ্যতম হয় বৃন্দাবন।
সর্ব্ব তৃপ্তিকর নিত্য আনন্দ কারণ॥
পরম রহস্যপর পরম মোহন।
পরম দুর্ল্লভ সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ॥
সরব শকতিময় অত্যন্ত গোপিত।
কৃষ্ণের বড়ই প্রিয় সর্ব্বোপরিস্থিত॥
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান তেঁই ভক্তপ্রিয় হয়।
তব সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥

তথাহি পাদ্মে।

গুহ্যদ্‌গুহ্যতরং হৃদ্যং পরমানন্দকারণম্।
অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং পরম্॥
দুর্ল্লভানাংচ পরমং দুর্ল্লভং মোহনং পরম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি সর্ব্বস্থানেষু গোপিতং॥
সাত্বতাং স্থানমূর্দ্ধন্যং বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্।
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্॥

(পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে ৬৯।৬।৭।৮)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বৃন্দা শব্দে আনন্দাংশোদ্ভবা শ্রীরাধিকা।
মহাভাবময়ী যিনি সর্ব্বরসালিকা॥
বনার্থে কহয় শুদ্ধ রম্য গোপ্য স্থান।
যে স্থানে রসরাজের হয় অধিষ্ঠান॥
রাধাপ্রকৃতির সেই রম্য গোপ্যস্থানে।
বৃন্দাবন বলি ভক্ত রসিকে বাখানে॥
অক্ষর আনন্দময় সেই স্থান হয়।
জরা মৃত্যু শোক আদি তথা না আছয়॥

তথাহি তত্রৈব।

রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যা রম্যবনং গোপ্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্॥

কৃষ্ণদেহাভিন্ন পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়।
অতি রমণীয় পূর্ণানন্দ রসময়॥
চিন্তামণি ভূমি শ্যামরসে পরিপূর্ণ।
তথামৃতরূপ বারি বৃন্দাবন ধন্য॥

তথাহি তত্রৈব।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্॥

(পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড ৬৯।৬০)

শীতল সৌরভাক্রান্ত জগন্মুগ্ধকর।
নিত্য বৃন্দাবন নিত্য নির্গুণ গোচর॥
তথা সর্ব্বক্ষণ পবনের মন্দগতি।
সর্ব্বদা বিরাজমান যথা ঋতুপতি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিত্য পূর্ণ নিশাকর তথায় উদয়।
রবির মন্দাংশু যথা জানিহ নিশ্চয়॥
দুঃখ সুখ জরা মৃত্যু বিচ্ছেদাহঙ্কার।
ক্রোধ মৎসরতা আদি যতেক প্রচার॥
নিত্য বৃন্দাবনধামে নাহিক আছয়।
পূর্ণানন্দামৃতরস পূর্ণসুখময়॥
গুণাতীত পরধাম পূর্ণ প্রেমরূপ।
এই হয় নিত্য বৃন্দাবনের স্বরূপ॥

তথাহি পদ্ম পুরাণে, পাতাল খণ্ডে

সুস্নিগ্ধ সৌরভাক্রান্ত-মুগ্ধীকৃত-জগত্রয়ম্।
মন্দমারুত-সংসিক্ত-বসন্ত-ঋতু-সেবিতম্॥
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্।
অদুঃখং-দুঃখ-বিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতম্॥ (৬৯।৬৬)
অক্রোধং গতমাৎসর্য্যমভিন্নমনহঙ্কৃতম্।
পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেমসুখার্ণবম্॥ (৬৯।৬৭)
গুণাতীতং মহদ্ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকং॥ (৬৯।৬৮)

বৃন্দাবন বিহারেতে কৃষ্ণ-রসরাজ।
কৈশোররূপেতে সদা করেন বিরাজ॥
অন্য বন বিহারেতে বাল্যাদি রূপেতে।
সর্ব্বদা বিরাজমান জানিহ মনেতে॥

তথাহি পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড

বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোরবিগ্রহম্।
অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বাল্যপৌগণ্ডযৌবনম্॥ (৬৯।৭৩)

নিত্য বৃন্দাবন-নীর অত্যাশ্চর্যময়।
তাহার তরঙ্গ অতি মনোহর হয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই নীর স্পর্শে গঙ্গা পরশ হইতে।
বহুফল লাভ হয় কহিনু নিশ্চিতে॥
তাহার কারণ বলি কর অবধান।
সেই নীরে রসরাজ কৃষ্ণ করে স্নান॥
শ্যামপ্রিয় শ্যামরূপ নীর মনোহর।
কর্ম্মী-জ্ঞানী-বৈধিভক্ত বেদ অগোচর॥

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে

শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাতিমনোহরং ॥ (৬৯।৭৬)
গঙ্গাকোটিগুণপ্রোক্তো যত্র স্পর্শোবিরাটকঃ ॥ (৬৯।৭৭)
কর্ণিকায়াং কোটিগুণো যত্র ক্রীড়ারতো হরিঃ ॥ (৬৯।৭৮)

যমুনার নীর সেই মনেতে জানহ।
তার পর কহি যাহা শ্রবণ করহ॥
রাগময় হয় সেই নিত্য বৃন্দাবন।
সেই সে কারণে জানি জাবক বরণ॥
গুণত্রয়াতীত সর্ব্বাকর স্নিগ্ধ আর।
সে তেঁই কমলাকার রূপেতে প্রচার॥
তাহার মধ্যেতে গুহ্য মহাপীঠ সাজে।
তদুপরি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে॥

তথাহি তত্রৈব।

তস্মিন্ দলে মহাপীঠং নিগমাগমদুর্গমম্।
যোগীন্দ্রৈরপি দুষ্প্রাপ্যং সর্ব্বাত্মা যচ্চ গোকুলং॥

(পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৬৯।৮২)

সে পদ্মের ধার সব অদ্ভুত কৌশলে।
নির্ম্মল হেমেতে বাঁধা পুরাণেতে বলে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সে সব ধারেতে রম্য-বন-উপবন ॥
অধঃশিরে শোভা পায় সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে

তস্যোভয়তটী রম্যা শুদ্ধকাঞ্চননির্ম্মিতা।
মহাবনং মহাশ্রেষ্ঠং দ্বয়ং কাম্যবনং শুভম্ ॥
কোকিলাখ্যং তৃতীয়ঞ্চ তুর্য্যং তালবনং তথা।
পঞ্চমং কুমুদাখ্যঞ্চ ষষ্ঠং ভাণ্ডীরসংজ্ঞকম্ ॥
নাম্না চৈত্রবনং শ্রেষ্ঠং সপ্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
অষ্টমং খদিরং প্রোক্তং নবমং লোহজং বনম্ ॥
নাম্না ভদ্রবনং শ্রেষ্ঠং দশমং বহুপুণ্যদম্।
একাদশং সমাখ্যাতং বহুলবনসংজ্ঞকম্।
নাম্না বিল্ববনং শ্রেষ্ঠং দ্বাদশং কামনাপ্রদম্ ॥ ইত্যাদি।

সেই মনোহর নিত্য বৃন্দাবন মাঝে।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বিরাজে ॥
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতেই ভয়।
পাছে অরসিকে শুনে অন্যার্থ করয় ॥
অতএব আর নাহি করিব বিস্তার।
দিক দরশনে বুঝ করিয়া বিচার ॥
অতঃপর কহি যাহা করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে হয় প্রফুল্লিত মন ॥
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধা প্রকৃতি।
দুয়ে হন বৃন্দাবনেশ্বর জান নিতি ॥
প্রকৃতি বিকৃতি বিনা বৃন্দাবনেশ্বর।
এ কথা তোমার কিছু নাহি অগোচর ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চাদ্যৌ রাধাবৃন্দাবনেশ্বরৌ।
প্রকৃতির্বিকৃতিঃ সর্ব্বং বিনা বৃন্দাবনেশ্বরং॥

রাধাপ্রিয় বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মিলন।
অত্যন্ত রহস্য এই শ্রীবংশী বদন॥

অপ্রকটে রাধাপ্রিয় বৃন্দাবন মাঝে।
নবীন মদন কৃষ্ণ সতত বিরাজে॥

নিত্য গোপ-গোপিকার কাম পূর্ণ-তরে।
নন্দের নন্দন নাম কৃষ্ণচন্দ্র ধরে॥

নিত্যাগণ সহ রাস বিলাস কারণ॥
ব্রজেতে বিরাজে সদা শ্রীরাধারমণ॥

তথাহি তত্রৈব।

গোপীনাং কামপূর্ণায় নিত্যানাং রমণায় চ।
গোপালানাং বিনোদায় স্বয়ং নন্দসুতোঽভবৎ॥

পরিহরি হরি রাধা প্রিয় বৃন্দাবন।
অন্যস্থানে এক পদ না করে গমন॥

তথাহি যামলে।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

রসরাজ তত্ত্ব রাধা প্রকৃতির তত্ত্ব।
গোপী ভানুতত্ত্ব আদি সহিত মহত্ত্ব॥
শ্রীনন্দ যশোদা কৃষ্ণ ব্রজবৃন্দাবন।
এ সবের তত্ত্ব আর মাহাত্ম্য বর্ণন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তুয়া কাছে সংক্ষেপেতে করিনু প্রকাশ।
আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী অরসিক যেই দুরাচার।
তার কাছে এই তত্ত্ব না কর প্রচার ॥
রসিক ভকত স্থানে এই তত্ত্বকথা।
কহিলে পাইবে সুখ না পাইবে ব্যথা ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ বর্ণে প্রেমদাস ॥

ইতি শ্রীমদ্বংশী-শিক্ষায়াং শ্রীশ্রীরসরাজ-তত্ত্বাদি শিক্ষণং নাম প্রথমোল্লাসঃ ॥১॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

গ্রন্থকৃতা নমস্কারাঃ।

শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সংসারতাপনাশনম্।
গোবিন্দভক্তিদং দেবং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপকম্॥
শ্রীচৈতন্যমহং বন্দে পঞ্চতত্ত্বাত্মকং প্রভুম্।
যন্নামগ্রহণাৎ সদ্যঃ প্রেমভক্তিঃ প্রলভ্যতে॥
শ্রীরামং রেবতীকান্তং সর্ব্বচিত্তানুরঞ্জকম্।
নানারূপধরং দেবং নৌমিকৃষ্ণাগ্রজং পরম্॥
শ্রীরামারাধিকাং রামাং তন্বঙ্গীং মৃগলোচনাম্।
নমামি রেবতীং দেবীং তপ্তস্বর্ণোজ্জ্বলপ্রভাম্॥
শ্রীবংশীবদনং বন্দে শব্দব্রহ্মময়ং প্রভুম্।
যৎপাদাশ্রয়মাত্রেণ গোবিন্দে জায়তে রতিঃ॥

সর্ব্ব সুখময় বন্দ শ্রীগুরু গোঁসাই।
যাঁর কৃপা কটাক্ষেতে তত্ত্ববস্তু পাই॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ভক্ত অগ্রগণ্য॥
জয় গদাধর জয় শ্রীবংশীবদন।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রীচৈতন্য দাস জয় নিত্যানন্দ।
চৈতন্য-কীর্ত্তন রসপানে সদানন্দ।
জয় রামচন্দ্র প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীবল্লভ প্রভু জয় পতিত-পাবন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীরাজবল্লভ জয় রসিক-ভূষণ।
জয় শ্রীকেশবানন্দ অধম-তারণ॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র শ্রীমুকুন্দানন্দ।
জয় শ্যামদাস জয় শ্রীজগদানন্দ॥
জয় গঙ্গাদাস জয় শ্রীগোবিন্দরাম।
শ্রীরাধাচরণ জয় সর্ব্ব গুণধাম॥
ত্রিকালের ভক্তপদ করিয়া বন্দন।
তারপর কহি যাহা করহ শ্রবণ॥
রসরাজ তত্ত্ব আদি করিয়া শ্রবণ।
মধুর বাক্যেতে কন শ্রীবংশী-বদন॥
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের আর শ্রীরাধার।
প্রকাশ বর্ণন কর শচীর কুমার॥
দুর্গম প্রকাশ-তত্ত্ব বুঝা নাহি যায়।
তবে যে বুঝয়ে সেহ তোমার কৃপায়॥
ঠাকুর বংশীর বাক্য করি অবধান।
হাসিয়া কহেন কিছু গৌর ভগবান॥

ওহে প্রিয় বংশী তুমি জান কত ছল।
মোরে জিজ্ঞাসহ কেন জানিয়া সকল॥
মোর কাছে কেন তুয়া এত ভারিভুরি।
আমি ত সকল জানি তোমার চাতুরী॥
গোপের উচ্ছিষ্ট খাঞা হঞাছ ব্রাহ্মণ।
তেঁহ প্রকাশিছ এত পাণ্ডিত্য লক্ষণ॥
বংশী কহে গোপোচ্ছিষ্ট আমি নাহি খাই।
প্রভু কন ছাড় বংশী ওসব বড়াই॥
দ্বিজ কূলে জন্ম তুয়া যেই লাগি হয়।
সেই কথা কহি শুন শাস্ত্রে যাহা কয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সমান।
দেবব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তান॥
অবৈষ্ণব জন মধ্যে করিতেন বাস।
সেই লাগি কৃষ্ণে তাঁর নহিল বিশ্বাস॥
কোন দিন দেবব্রতে কোন কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ দেন হইয়া উল্লাস॥
ভক্তদত্ত কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সেই সে ব্রাহ্মণ।
অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক হাসি করিল গ্রহণ॥
সেই অপরাধে তাঁর অত্যন্ত দারুণ।
বেণু জন্ম হয় এই কহিনু কারণ
সেই বেণূ জন্ম তাঁর অন্যত্র নহিল।
কৃষ্ণের বংশীতে গিয়া সাযুজ্য লভিল॥
বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক সত্যবাদী শান্ত মন।
জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতে সমান দর্শন॥
এমন ব্রাহ্মণ হন বেদের সমান।
ভৃগু পদাঘাত তার আছয়ে প্রমাণ॥
অতএব দেবব্রতে কৃষ্ণ ভগবান।
আপন বংশীতে গতি করিলেন দান॥
গোপকৃষ্ণাধরামৃতভোজী বংশী হয়।
দ্বিজের সংযোগে দ্বিজগুণাদি লভয়॥
তেঁই কৃষ্ণ প্রিয়বংশী দ্বাপরাবসানে।
কলির আরম্ভে জানি কোনহ কারণে॥
গৌড়ে আসি হরিভক্ত ব্রাহ্মণকুলেতে।
জনম লভিল ইহা জানিহ মনেতে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বেণুর্যঃ শৃণু তং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা ॥
দ্বিজ আসীচ্ছান্তমনাঃ কৃতশান্তপনাদিভিঃ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নাম্না দেবব্রতো দান্তঃ কর্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবজনব্রাতমধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াপরঃ।
মদ্ভক্তঃ কোঽপি পূজাং মে তুলসীদলবারিণা।
কৃতবাংস্তু গৃহে কিঞ্চিৎ ফলমূলং ন্যবেদয়ৎ;
স্নানবারিফলং কিঞ্চিৎ তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ সুধীঃ।
অশ্রদ্ধয়া স্মিতং কৃত্বা সোঽপ্যগৃহ্নাদ্দ্বিজন্মনঃ।
তেন পাপেন সংজাতং বেণুত্বমতিদারুণম্।
যুগান্তে তু বিষ্ণুপরো ভূত্বা ব্রহ্মত্বমাপ্স্যতি॥

কৃষ্ণপ্রিয় বংশী কলিযুগেতে নিশ্চয়।
শ্রীবংশী-বদনরূপে হইলা উদয়॥

তথাহি ক্বচিদুপপুরাণে।

কৃষ্ণকরে স্থিতা যা সা দূতিকা বংশিকা তথা।
শ্রীবংশীবদনো নাম ভবিষ্যতি কলৌযুগে॥

প্রভুবাক্য শুনি বংশী শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া।
কাণে হাত দিয়া কন বিনয় করিয়া॥
ওহে প্রভু বাউলামী করিয়া বর্জ্জন।
শুনাও প্রকাশ তত্ত্ব করি কৃপেক্ষণ॥
বংশীর বচন শুনি শচীর নন্দন।
হাসিয়া প্রকাশ তত্ত্ব করেন বর্ণন॥
ওহে বংশী একমাত্রাদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানে।
তত্ত্ব বলি তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বাখানে॥
সেই তত্ত্ব হয় কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
তিহুঁ পঞ্চরূপে পরকাশ সর্ব্বক্ষণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভক্তের লাগিয়া কৃপাসিন্ধু ভগবান্।
পঞ্চরূপ ধরে তার শুনহ প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীরামানুজ দর্শনে—

স এব করুণাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান গুরু ভক্ত আর।
এই পঞ্চরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
(শ্রীমদ্ভা ঃ ১।২।১১)

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(শ্রীমদ্ভা॰ ১১।১৭।২৭)

নেবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
নাচর্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

(শ্রীমদ্ভা॰ ১১।২৯।৬)

পুরাণান্তরেঽপি চ।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

ব্রহ্মরূপে রন কৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপিয়া।
আত্মারূপে হৃদে রন নির্লিপ্ত হইয়া॥
ভগবান্ রূপে সদা করেন বিহার।
গুরুরূপে জীবগণে করেন নিস্তার॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভক্তরূপে জীবে শিক্ষা করেন প্রদান।
গুরুরূপে দুই কার্য্য সাধে ভগবান্॥
অতএব গুরু হন ভক্ত ভগবান্।
"আচার্য্যং মাং" শ্লোক আদি তাহাতে প্রমাণ॥
যেই কৃষ্ণ সেই গুরু নিশ্চয় জানিবে।
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান কভু না করিবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তবু নরজ্ঞানে তাঁর না কর নিন্দন॥
যৈছে রসরাজ কৃষ্ণ তৈছে গুরু হয়।
অতএব বিক্রিয়াদি তাঁর না ঘটয়॥
যৈছে রসরাজ কৃষ্ণ সর্ব্ব দেবময়।
তৈছে গুরুদেব এই কহিনু নিশ্চয়॥
জীব সকলের বাহ্যাভ্যন্তরের যত।
অশুভ নাশিয়া গুরু করেন ভকত॥
হেন গুরু প্রতি নরবুদ্ধি হয় যার।
কৃষ্ণ-কৃপা রহু দূরে সব যায় তার॥
জীবের লাগিয়া প্রভু শ্রীনন্দ-নন্দন।
গুরুরূপে সংসারেতে করেন ভ্রমণ॥
অথবা ভক্তের সুখ সাধন লাগিয়া।
প্রপঞ্চে বিরাজে কৃষ্ণ মানুষ হইয়া॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনুগ্রহায় ভুতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

(শ্রীমদ্ভা০ ১০।৩৩।৩৭)

যথা পদং।

মানুষ মানুষ সকলেতে বলে, কেমন লক্ষণ তার।
কোথায় হইতে, এথায় আইল, কেবা অনুগত কার॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কোন বা লক্ষণে, তাহারে চিনিব, শুধাব কাহার ঠাঁই।
যাহারে শুধাব, সে কেন বলিবে, আমারে দেখিয়া ভাই॥
শুন শুন বলি যেমন তাহার রূপ।

ভিতর বাহিরে, সতত তাহারি, নেহারি রসের কূপ॥ ধ্রু
তিলকি পলকি, দু-নয়নে তার, সদাই গলিত নীর।
সেহত সতত, রাধাগুণ গায়, বচন মধুর ধীর॥
বৃন্দাবন হৈতে, এথায় আইল, রাই অনুগত হয়ে।
ঘরে ঘরে ফিরে, আপন বলিয়ে, সে যাবে অনেক লয়ে॥
সবা অগোচর, তিনটী আঁখর, স্বরূপ করিয়া জান।
স্বরূপ করিয়া, জানিয়া শুনিয়া, তাহে দিও মন প্রাণ॥
হেন মানুষের, সঙ্গ সে হইলে, তবে সে হইবে জানা।
কহে চণ্ডীদাস, চেন চেন কেন, নয়ন থাকিতে কাণা॥
এ হেন গুরুর তত্ত্ব জানা নাই যার।
তপ জপ ব্রত আদি সব মিথ্যা তার॥

তথাহি তন্ত্রে।

যজ্ঞ-ব্রত-তপোদানজপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিস্ফলং নাত্র সংশয়ঃ॥

পিতা মাতা হৈতে হয় শরীর প্রকাশ।
শ্রীগুরু করেন ঘোর অজ্ঞান বিনাশ॥
অতএব পিতা মাতা হইতে প্রধান।
গুরুদেব হন এই কহিনু সন্ধান॥

তথাহি তত্রৈব।

শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গুরু পিতা গুরু মাতা গুরুদেব গতি।
হরি রুষ্টে গুরু ত্রাতা জানিহ সুমতি॥
গুরু রুষ্ট হৈলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।
শিবের বচন এই কহিনু তোমারে॥

তথাহি তত্রৈব—

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ।
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥
(তন্ত্রসার জ্ঞানার্ণব ১।৩৩)

ত্রিভুবন মাঝে একমাত্র গুরু সত্য।
গুরু ভিন্ন সব মিথ্যা কহিলাম তথ্য॥
অতএব গুরুমূর্ত্তি সদা কর ধ্যান।
গুরু এই নাম জপ কর অবিরাম॥
গুরুর আদেশ নিত্য করিবে পালন।
অন্যথা করিলে হয় নরকে গমন॥
গুরু বিনা আর কিছু নাহিক ভুবনে।
সত্য সত্য সত্য এই জান বরাননে॥

তথাহি তত্রৈব—

দুর্ল্লভং ত্রিষু লোকেষু ত্বং শৃণুষ্ব বদাম্যহম্।
কিঞ্চিদ্‌গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েত॥

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরু পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ জান নিরন্তর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি তত্রৈব—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
(নারদ পুরাণ ৬৫।৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরু॥
(শ্রীমদ্ভা০ ১১।১৭।২৭)

গুরুরূপে ভগবান কৃষ্ণ রসরাজ।
সংসারের মাঝে সদা করেন বিরাজ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

হরিগুরুচরণারবিন্দমধুকরানুপদবীমবরুন্ধে॥
(শ্রীমদ্ভা০ ৫।১৪।১)

অতএব গুরুরূপ শ্রীহরি-চরণ।
উপাসনা-রূপ অস্ত্র করিয়া ধারণ॥
অপ্রমত্ত মন-রাজে করহ বিনাশ।
তবে ত হইবে হৃদে প্রেম পরকাশ॥

তথাহি তত্রৈব

ভ্রাতৃব্যমেনংতদ্‌দৃমদভ্রবীর্য্য
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্॥
(শ্রীমদ্ভা০ ৫।১১।১৭)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই সংসারের মাঝে অর্থাদি লোলুপ।
মিথ্যা গুরু আছে বহু জানিহ স্বরূপ॥
যে গুরু হইতে হয় সন্তাপ-মোচন।
কায়মনোবাক্যে ভজ তাঁহার চরণ॥

তথাহি বিশ্বসারতন্ত্রে—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

শঠ কামী অর্থ আদি লোভপরায়ণ।
সে গুরু করিতে নারে সন্তাপ-হরণ॥
সেই লাগি বুদ্ধিমান মানব-নিচয়।
সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় একান্তে করয়॥
সদ্‌গুরু চরণসেবা তীর্থাদির সার।
তাহাতে বঞ্চিত যেই ত্রাণ নাহি তার॥

তথহি তত্রৈব—

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সাগুরোশ্চরণাম্বুজম্॥

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞ রসিক।
তিঁহত সদগুরু আর সরব অলীক॥

তথাহি তত্রৈব

স এব সদ্‌গুরু স স্যাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিত্তমঃ॥

গুরু পিতা মাতা স্বামী দেবতা স্বজন।
এ সবার কার্য্য বলি করহ শ্রবণ॥
সংসারী জীবেরে ভক্তি করি উপদেশ।
মুক্ত করিবেন এই কহিনু বিশেষ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তাহাতে অক্ষম হৈলে করিবে বর্জ্জন।
তাহার দৃষ্টান্ত কহি শুন শ্রীবদন॥
বলিরাজ নিজ গুরু শ্রীশুক্রাচার্য্যেরে।
অবিজ্ঞ জানিয়া যজ্ঞকালে পরিহরে॥
বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণে ছাড়িল।
হিরণ্যকশিপু পিতা প্রহ্লাদ বর্জ্জিল॥
ভরত কৈকয়ী মাতা করেন বর্জ্জনে।
খট্বাঙ্গ রাজর্ষি ত্যাগ কৈল দেবগণে॥
রসরাজ কৃষ্ণ লাগি বিপ্রপত্নীগণ।
আপন আপন স্বামী করেন বর্জ্জন॥
সংসার-মোচন আর সন্তাপ-হরণ।
করিতে ক্ষমতা যাঁর নাহিক কখন॥
তিঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন।
তাঁরে ত্যাগ করি কর সদ্গুরু গ্রহণ॥
কাল হৈতে মুক্ত যেই করিতে না পারে।
তার সংগে কি সম্বন্ধ আছয়ে সংসারে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥
(শ্রীমদ্ভা০ ৫।৫।১৮)

সদর্থেতে নিত্য এই বেদের লিখন।
তেঁই সে সদ্গুরু কৃষ্ণ জানিহ কারণ॥
সেই সে পরম বস্তু বিশেষ রূপেতে।
জানিতে যখন লোভ হইবে মনেতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই কালে কৃষ্ণরূপী সদ্গুরু-চরণে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি লইবে শরণে॥
সর্ব্বস্ব অর্পণ অর্থে শুদ্ধ অর্থ নয়।
প্রাণমন আদি এই বেদাগমে কয়॥

তথাহি শ্রুতৌ বিষ্ণুযামলে চ—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেদিত্যাদি—
(মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।১২)

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ॥

পিতা মাতা পতি পুত্র দেবতা স্বজন।
ইহলোকে সুখপ্রদ দুঃখনিবারণ॥
দুই লোকে সুখদাতা শ্রীগুরু নিশ্চয়।
শাস্ত্রবাক্য কার সাধ্য অন্যথা করয়॥
অতএব সর্ব্বভাবে শ্রীগুরুচরণ।
কায়মনোবাক্যে সদা করহ সেবন॥
সর্ব্বভাবে গুরুদেবে সেবা যেই করে।
বস্তু লাভ হয় তার জানিহ অন্তরে॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুশ্রুতৌ—

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

যৈছে কৃষ্ণ পূর্ণকাম তৈছে গুরু হয়।
তত্রাপি ভকতরূপে ধর্ম্ম আচরয়॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান।
ভাগবত-বাক্য ইথে আছে পরমাণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥
(শ্রীমদ্ভা০ ১০।৩৩।৩৭)

গুরু-কৃষ্ণ-পদে ভক্তি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়।
ভাগবত শাস্ত্র ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥
(শ্রীমদ্ভা০ ১।২।৬)

পুরুষ কৃষ্ণের পরকাশ তত্ত্ব যাহা।
তুয়া কাছে সার মাত্র কহিলাম তাহা ॥
প্রকৃতি প্রকাশ তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
যাহাতে আনন্দোদয় হয় অনুক্ষণ ॥
প্রকৃতির সার অর্থ হ্লাদিনী রাধিকা।
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-উন্মাদিকা ॥
প্রেমরূপা প্রাণাধিকা সুক্রীড়া কারিণী।
কিরণ স্বরূপা পঞ্চ প্রাণ-স্বরূপিণী ॥
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পরমা সুন্দরী।
মানিনী সৌভাগ্যযুক্তা শ্রীরতি-মঞ্জরী ॥
কৃষ্ণবামার্দ্ধাঙ্গরূপা গৌরব অন্বিতা ॥
গুণাদিতে কান্তসমা সরব পূজিতা ॥
পরাবরা সারভূতা আদ্যা সনাতনী।
পরম আনন্দরূপা আয়ান-ঘরণী ॥
ধন্যা মান্যা রাসক্রীড়ারতা বিনোদিনী।
রাসেশ্বরী সুরসিকা শ্যাম-স্বরূপিণী ॥
রাস-বাস-নিবাসিনী গোকুলবাসিনী।
শ্রীরাসমণ্ডলেশ্বরী শ্যাম-বিমোহিনী ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোপীবেশ-বিধায়িকা নারী-শিরোমণি।
নির্গুণা নিরীহ রমা সুহাস্যবদনী॥
সুবেশা সুন্দরীবরা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিদা॥
কৃষ্ণ-বক্ষস্থলস্থিতা শ্রীরাস-রতিদা॥
গরিমা-বিহীনা ভক্তানুগ্রহরূপিণী।
কোটিচন্দ্র-প্রভাযুক্তা শ্রীরাস-রঙ্গিণী॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

প্রেমপ্রাণাধিকা দেবী যা পঞ্চপ্রাণরূপিণী।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাভ্যঃ সুন্দরীবরা॥
সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তা মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গস্বরূপা হি গুণেন তেজসা সমা॥
পরাবরা সারভূতা পরমাদ্যা সনাতনী।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডল সংভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ গুণাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
দৃষ্টিদৃষ্টালসদ্বেশা সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
কোটিচন্দ্র প্রভাজুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্তবিগ্রহা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদা সৈব দাত্রী চ সর্ব্বসম্পদাম্॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

স্ত্রীরত্নসারসংভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলা।
যথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুনে॥

হ্লাদিনী প্রকৃতি এই রাধা বিনোদিনী॥
গোপী আদি প্রকৃতির হয়েন অংশিনী॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরা॥

তন্ময়ের হেতু শৃঙ্গারাদি ক্রীড়া হয়।
তাহাতে নিপুনা প্রকৃতিরে দেবী কয়॥
কৃষ্ণময়ী কহি যার বাহির অন্তরে।
মনাস্ত কর্ষক প্রিয় সতত বিহরে॥
মনাস্ত কর্ষক প্রিয় পূরুষারাধন।
নিরন্তর করে যিহুঁ হঞা একমন॥
তাঁহাকেই রাধা কহে প্রকৃতির গণ।
ভাগবত মধ্যে এই ব্যাসের লিখন॥
পরদেবতার্থে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া বিস্তারিণী।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী অর্থে সর্ব্বশ্রীধারিণী॥
সর্ব্বকান্তি অর্থে সর্ব্ব দীপ্তিসংধারিণী।
সকলের শ্রেষ্ঠা রসরাজানুরঞ্জিনী॥
এহেন প্রকৃতি রাধা কৃষ্ণ সুখতরে।
ইচ্ছাময়ী নিজেচ্ছায় বহু রূপ ধরে॥
যৈছে রসরাজ কৃষ্ণ লীলার কারণ।
নানারূপে নানাস্থানে পরকাশ হন॥
দেব দেব জগৎস্বামী প্রভু শ্রীনিবাস।
যবে যৈছে অবতার করেন প্রকাশ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তৈছে তাঁর সহায়িনী প্রকৃতি উল্লাসে।
যথাযোগ্য অবতার করেন প্রকাসে॥

যবে কৃষ্ণাদিত্য মূর্ত্তি ধারণ করিলা।
তখন প্রকৃতি পদ্ম হইতে উঠিলা॥

যবে রসরাজ কৃষ্ণ ভার্গব রূপেতে।
প্রকাশ হয়েন এই অবনী মাঝেতে॥

তখন প্রকৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া ধরণী।
উদয় হয়েন এই জানি দ্বিজমণি॥

যবে কৃষ্ণ রাম রূপে হয়েন উদয়।
তখন প্রকৃতি তাঁর সীতা রূপ হয়॥

যবে কৃষ্ণ পৃথিভার করিতে বিনাশ।
বাসুদেব মূরতিতে হয়েন প্রকাশ॥

তখন প্রকৃতি তাঁর রুক্মিণী রূপেতে।
প্রকাশ হয়েন জানি ভীষ্মক গৃহেতে॥

যবে কৃষ্ণ দেব রূপ করেন ধারণ।
তখন প্রকৃতি তাঁর দেবী রূপা হন॥

যখন মানুষ রূপে নন্দের নন্দন।
স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চধামে অবতীর্ণ হন॥

তখন প্রকৃতি তাঁর মানবী রূপেতে।
উদয় হয়েন এই প্রপঞ্চ ধামেতে॥

যখন যে রূপ কৃষ্ণ করেন ধারণ।
তখন প্রকৃতি তাঁর আহ্লাদ কারণ॥

স্বীয় মূর্তি পরানন্দে করেন প্রকাশ।
এই ত নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু নির্য্যাস॥

কৃষ্ণদেহ অনুরূপ আপনার দেহ।
ধরিয়া প্রকৃতি তাঁর বাড়ায়েন লেহ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥
পুনশ্চ পদ্মাদুৎপন্না আদিত্যোঽভূদ্‌যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।৯।১৪২-১৪৩)

রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।৯।১৪৪)

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।৯।১৪৫)

যৈছে শ্রীকৃষ্ণের হয় অনেক প্রকাশ।
তৈছে তাঁর প্রকৃতির জানিহ নির্য্যাস॥
মহিষী বিবাহ আর ব্রজে মহারাস।
ইথে জানি উভয়ের অনেক প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

(শ্রীমদ্ভা০ ১০।৬৯।২)

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

(শ্রীমদ্ভা০ ১০।৩৩।২-৩)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নাগর টেড়ে টেড়ে হেরই রাই বয়ান॥ ধ্রু॥
যূথে যূথে গোপী লঞা যশোদানন্দন।
মহারাস বৃন্দাবনে কৈলা আরম্ভন॥
হস্তক বন্ধনে গোপী করিঞা মণ্ডলী।
মধ্যে মধ্যে রসরাজ কৃষ্ণ বনমালী॥
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর।
উভ নাগরী মধ্যে এক এক নাগর॥
গোপিকার কান্ধে ৰাহু হেলি কুতূহলে।
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে॥
যূথে যূথে রমণী বিহরে বনমালী।
রাস রস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী॥
হেমমণি অভরণ যত রূপবতী।
মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যদুপতি॥
কিবা সে মণ্ডলি-শোভা গোপিনী গোপাল।
মরকত গাঁথা জনু হেমমণি মাল॥
কোন গোপী নাচে গায় কেহ ধরে তাল।
মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে নাটুয়া গোপাল॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে।
রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারি।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় উচ্চৈঃস্বরে।
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করয়ে সাদরে॥
অঙ্গভঙ্গ মন্দ হাস্য বঙ্ক বিলোকনে।
নৃত্য গীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে॥
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা।
নব জলধরে জনু বিদ্যুতের ছটা॥

* * * *

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বাজত ডম্ফ, রবাব পাখোয়াজ,
করতল তাল ভরল একু মেলি।
চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতী,
করে করে নয়ানে নয়ানে করু কেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জে জনু, তড়িত লতাবলী,
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন হিলোল, লোলমণি কুণ্ডল,
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত, ললিত কুচ কঞ্চুক,
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ॥
তুহুঁ তুহুঁ সরস, পরস রস লালসে,
আলসে রহত লুকাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ মুরতি মনোভব,
কত যুবতি রতি আরতি বাঢ়াই।

* * * *

বলয়া নূপুর মণি বাজয়ে কিঙ্কিণী।
রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি॥
করয়ে নর্ত্তক রাস হরিষে মুরারি।
গোবিন্দ সহিত নাচে গোপের সুন্দরী॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে।
সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটবরে॥
কোন গোপী রাস রসে শ্রমযুতা হৈঞা।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে মুরছিঞা॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
বদনে বদন-শশী করেন চুম্বন॥
রাস হাটে গোপীদের পশরা যৌবন।
তাহাতে গাহক ভেল মদন-মোহন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রাস হাট উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিলা কোটাল হঞা জাগায় কামেরে॥
বলয়া নূপুরমণি কিঙ্কিণীর রোল।
তাহে অতি সুমধুর মুরলীর বোল॥
যূথে যূথে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী।
নটবর তাহাতে আপনে যদুমণি॥
কোন গোপিকারে লঞা নন্দের কুমার।
অধরে অধর দিয়া চুম্বন বিথার॥
রতি রণে পণ্ডিতা যতেক গোপনারী।
বঙ্ক বিলোকনে সবে ভুষিলা শ্রীহরি॥
চণ্ডীদাস রসরাজ কৃষ্ণরসে ভাসে।
গোবিন্দ সহিত গোপী মত্ত মহারাসে॥

* * * *

মহিষী বিবাহ আর ব্রজে মহারাস।
প্রকৃতি পুরুষের এই মুখ্য প্রকাশ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ এ তিন প্রকৃতি।
সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণে সদা করে অবস্থিতি॥
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা প্রকৃতি যে হয়।
নির্গুণ কৃষ্ণেতে কভু নাহিক আছয়॥
সত্ত্বরজঃ তমোগুণে প্রাকৃত কহয়।
এ লাগি ঐ তিন গুণ কৃষ্ণে নাহি রয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।১২।৬৮)

হ্লাদিন্যর্থে হ্লাদকরী শ্রীস্বামী কহয়।
সন্ধিনী শব্দের অর্থ সত্তাকরী কয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সম্বিৎ শব্দে বিদ্যারূপা প্রকৃতিরে জানি।
একার্থে স্বরূপভূতা প্রকৃতিরে মানি॥
ব্যভিচারহীনা মুখ্যা স্বরূপা প্রকৃতি।
যাহা হৈতে সকলের হয় পূর্ণ স্থিতি॥
সকলের অধিষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
তাঁহাতে স্বরূপভূতা প্রকৃতি আছয়॥
জীবেতে স্বরূপ ভূতা প্রকৃতির বাস।
নাহি হয় এই কথা শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
জীবেতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি আছয়।
রসরাজ কৃষ্ণে তাহা নাহিক নিশ্চয়॥
হ্লাদকরী হৈল মনঃ প্রসন্ন হইতে।
এ হেতু সাত্বিকী বলি জানহ মনেতে॥
তাপকরী বিষয়াদি বিয়োগজনিত।
তাপ দান করে এই কহিনু নিশ্চিত॥
অতএব তাপকরী তামসী যে হয়।
মিশ্রার বৃত্তান্ত কহি শুন সদাশয়॥
মিশ্রা সত্ত্বতমোগুণ সংমিশ্রিতা জানি।
বিষয় হইতে জন্ম রাজসী বাখানি॥
সত্ত্ব আদিগুণহীন শ্রীনন্দ-নন্দনে।
এ সব প্রকৃতি নাহি করে অবস্থানে॥
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর শ্রীনন্দ-নন্দন।
আহ্লাদিনী সম্বিৎ দুই শক্তিযুক্ত হন॥
জীব যিনি তিনি নিজ অবিদ্যা আবৃত।
সর্ব্বক্লেশাকর রূপ কহিনু নিশ্চিত॥
অবিদ্যা হইতে হয় কর্ম্মাদি উদয়।
তাহাতে জীবের ক্লেশ অনুভব হয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ—

হ্লাদিন্যা সংবিদাঽঽশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

আহ্লাদস্বরূপ হঞা হ্লাদিনী রমণ।
যাঁহার কর্ত্তৃক সদা আহ্লাদিত হন।
আর আহ্লাদিত সবে করেন সতত।
হ্লাদিনী প্রকৃতি সেই জানহ নিরত।
বিদ্যমানরূপ হঞা যশোদানন্দন।
যাঁর দ্বারা বিদ্যমানে করেন ধারণ॥
আর বিদ্যমানতাকে ধারণ করান।
সন্ধিনী প্রকৃতি সেই কহিনু সন্ধান॥
জ্ঞানরূপ হঞা কৃষ্ণ যাঁহার কর্ত্তৃক।
জীবান্তর আদি করি হয়েন বিদিত॥
আর যে বিদিত সর্ব্ব করান সবারে।
সম্বিৎ প্রকৃতি সেই জানি শাস্ত্র-দ্বারে॥
গুণের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারে।
হ্লাদিন্যাদি প্রকৃতির ক্রম যে বিস্তারে॥
সম্বিৎ প্রকৃতি মায়া স্পর্শ বিরহিতা।
এ হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্ব হয়েন নিশ্চিতা॥
সেই যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব সন্ধিনী শক্তির।
শ্রেষ্ঠাংশে আধার শক্তি কহিলাম ধীর॥
সম্বিদাংশ প্রধানেতে আত্মবিদ্যা জানি।
আত্মবিদ্যা অর্থে আত্মজ্ঞান যে বাখানি॥
হ্লাদিনী সারাংশশ্রেষ্ঠা গুহ্যবিদ্যা হয়।
অত্যন্ত রহস্য ইহা কহিনু নিশ্চয়॥

আধার প্রকৃতি আত্ম গুহ্যবিদ্যা আর।
শুনিয়া এ তিন কথা ছকড়ি কুমার॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীবংশীবদন প্রভু বিনয় বচনে।
করযোড় হঞা এই করে নিবেদনে॥
আধার প্রকৃতি আত্ম গুহ্যবিদ্যা-কথা।
কহ মহাপ্রভু মোরে শাস্ত্র উক্ত যথা॥
শ্রীবংশীবদন গোস্বামির বাক্য শুনি।
কহিতে লাগিলা তবে গোরা গুণমণি॥
আধার প্রকৃতি দ্বারে জানিহ সন্ধানে।
সন্ধিনীর বৃত্তিরূপ উপাসকগণে॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধাম পরকাশ হয় জানি।
যেখানে অভয় আত্ম সুখ সদা মানি॥
যথায় যাইলে জীবগণ পুনর্ব্বার।
সংসারের মুখ কভু নাহি দেখে আর॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

যৎসাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং।
লোকো যতোঽভয়মুতাত্ম সুখং ন চান্যত্।
(১২।৮।৪৬)

তৈছে জ্ঞান আর তৎপ্রবর্ত্তক লক্ষণ।
বৃত্তিদ্বয় রূপ আত্মবিদ্যা মহাধন॥
সেই আত্মবিদ্যা দ্বারা সম্বিদ্বৃত্তিরূপ।
উপাসক সকলের আশ্রয় স্বরূপ॥
যেহ জ্ঞান তাহা হৃদে প্রকাশিত হয়।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥
জ্ঞান শব্দে কহি রসরাজ কৃষ্ণজ্ঞান।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে প্রধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(২।৯।৩০)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভক্তি আর ভক্তি-পরবর্ত্তক লক্ষণ।
এই বৃত্তিদ্বয়রূপা আহ্লাদিনী হন॥
সেই হ্লাদিনীর সার-অংশরূপা যাহা।
রসরাজ প্রীতিকরী গুহ্য বিদ্যা তাহা॥
সেই সে বিদ্যার বৃত্তি স্বরূপ হইতে।
প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি উপজয় ভক্তচিতে॥
প্রীত্যাত্মিকা ভকতির শুন চারি পদ।
যাহার শ্রবণে তুচ্ছ হয় মোক্ষপদ॥

পদম্

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর।
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলি যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

* * * *

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বহুদিন বিধি, ভাবিতে ভাবিতে,
তাহে উপজিল পি।
সুখের সাগর, মথন করিয়া,
তাহে উপজিল রী॥
অমিয়া ছানিয়া, যে রস রহিল,
তাহে উপজিল তি।
এ হেন পিরীতি, লভিল যে জন,
তার অবশেষ কি॥
যাহার অন্তরে, প্রবেশ করিল,
এ তিন আখর সার।
করম ধরম, ভরম সরম,
সে কিছু না মানে আর॥
ঐছন পিরীতি, জানিব কি রীতি,
পরিণামে সুখ হয়।
এমন পিরিতী, স্বরূপ যেজন,
সে যেন হিয়ায় রয়॥

* * * *

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টল মল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়সী জিয়ল মাছে।
কূল পানি ফল, কাঁটায়ে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট্ কুট্ করে,
সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥

* * * *

যাবত জনমে, কি হৈল করমে,
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল॥
সই বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে॥ ধ্রু॥
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথার ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
যে বলু এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥

* * * *

একমাত্র কৃষ্ণদেব ইহ লোকে জানি।
তাঁহার প্রকৃতি লক্ষ্মীদেবী এই মানি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কমলা প্রকৃতি আর পুরুষ কেশব
শাস্ত্রদৃষ্টে এইমাত্র হয় অনুভব॥
কৃষ্ণ ছাড়া লক্ষ্মী নাহি করে অবস্থান॥
সেইরূপ কৃষ্ণ এই কহিনু সন্ধান॥
কৃষ্ণকান্তা লক্ষ্মী যেহ তিঁহ শ্রীরাধিকা।
সর্ব্ব লক্ষ্মীর অংশিনী সরব অধিকা॥

তথাহি শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ পোক্তা কেশবঃ পুরুশঃ স্মৃতঃ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিং পদ্মজাং বিনা॥

নিত্যরূপা জগন্মাতা লক্ষ্মী বিনোদিনী।
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যনপায়িনী॥
যৈছে কৃষ্ণ সর্ব্বগত তৈছে লক্ষ্মী হয়।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইথে প্রমাণ আছয়॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥

(১।৮।১৭)

যতরূপে রসরাজ কৃষ্ণের প্রকাশ।
ততরূপে প্রকৃতির জানিহ নির্য্যাস॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই অভিন্ন না রয়।
লীলার লাগিয়া ভিন্নরূপে বিরাজয়॥
প্রকৃতি পুরুষ দুয়ে একাত্মা হইয়া।
পারকীয় লীলারসাস্বাদন লাগিয়া॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পরস্পর যেই মত করে নিবেদন।
দুই পদ কহি তার করহ শ্রবণ॥

পদম্

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবন মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥ ধ্রু॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইনু দাসী॥
ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে,
আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ-কূলে ও-কূলে, দু-কূলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও-দুটি কমল পায়॥
না ঠেল না ঠেল, অবলে অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কয়, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

* * * *

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রকৃতি রাধার এই রম্য নিবেদন।
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ পুরুষ রতন॥

পদম্—

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী হেরিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী, চারিদিগ হেরি,
যেমত চাতক পাখী॥
তব রূপগুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তুয়া প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডিদাসে কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়॥
এমন পিরিতি, না দেখি কখন,
ইহা না কহিলে নয়।

* * * *

মহাভাব স্বরূপিণী প্রকৃতি রাধিকা।
সর্ব্বগুণে বরীয়সী সবার অধিকা॥
রসরাজ মহাভাব এক মূর্ত্তি হয়।
ক্রীড়া লাগি দুঁহে করে বহুরূপাশ্রয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যথা রাগঃ—

নন্দের নন্দন যারে ভাগবতে কহে।
তেঁহ নিত্যধাম কর্তা, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবত্তা,
প্রকাশ কোনহ কালে নহে ॥ধ্রু॥
সৎচিৎ আনন্দ সেহ, মধুর মধুর দেহ,
দুঃখাদি কখন নাহি তার।
মধুর হৈতে মধুর, তাহা হৈতে সুমধুর
নিত্যধামে সদাই বিহার ॥
সে কারু নন্দন নহে, নন্দের নন্দন কহে,
বাল্য আদি না দেখি যাহার।
সুকৈশোর নটবর, পূর্ণকাম পরাৎপর,
ক্রীড়ার বিশ্রাম নাহি তার ॥
নির্গুণ গুণের সীমা, নাহিক তার উপমা,
আপন মাধুর্য্যে সদা আশ।
আপনে আপন প্রেম, সদা করে আস্বাদন,
আপনি আপনা হয় বশ ॥
তথাপি মানুষ হৈতে, অভিলাষ করে চিতে
শুন তার নিগূঢ় কারণ।
ঐশ্বর্য প্রেমেতে প্রীতি, নাহি তার কদাচিতি
তহি লাগি নন্দের নন্দন ॥
ঈশত্ব গোপন করি, নররূপ ধরি হরি,
গোকুলেতে হইয়া উদয়।
গোপীপ্রেমে মগ্ন হঞা, লীলা করে গোপী লঞা,
তবু বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয় ॥

* * * *

যতরূপে রসরাজ কৃষ্ণের প্রকাশ।
ততরূপে রাধিকার করিনু নির্য্যাস ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কৃষ্ণ হৈতে শ্রীদামাদি গোপের জনম।
হ্লাদিনী হইতে ললিতাদি গোপীগণ॥
পুরুষ প্রকৃতি পরকাশ তত্ত্ব যত।
বর্ণিতে আমার সাধ্য নাহি আছে তত॥
কর্ম্মী জ্ঞানী বহির্ম্মুখ জীবাধম যেই।
এ দুই প্রকাশ তত্ত্ব না বুঝিবে সেই॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ বর্ণে প্রেমদাস॥

ইতি শ্রীমদ্বংশী-শিক্ষায়াং প্রকৃতি-
পুরুষ-তত্ত্বাদি-শিক্ষণং নাম
দ্বিতীয়োল্লাসঃ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তৃতীয়োল্লাসঃ

গ্রন্থকৃতো নমস্কারাঃ।

শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সর্ব্বাশুভবিনাশনম্।
চিন্ময়ং শাশ্বতং শান্তং নৌমি চৈতন্যরূপকম্॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দাদ্বিতীয়কম্।
শ্রীহরেনামদাতারং তদ্ভক্তেশ্চ প্রদায়কম্॥
শ্রীরাধারমণং কৃষ্ণং শ্রীগোপীজনবল্লভম্।
রাসক্রীড়ারতং নিত্যং নৌমি শ্রীরসিকেশ্বরম্।
শ্রীকৃষ্ণারাধিকাং দেবীং হ্লাদিনী প্রকৃতিং পরাং।
শ্রীরাসরঙ্গিণীং শ্যামাং নমামি হরিবল্লভাম্॥
শ্রীবংশীবদনং বন্দেঽনন্তাংশসম্ভবং প্রভুম্।
শ্রীগৌরাঙ্গপদাম্ভোজসেবনোৎসুকমানসম্॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁরে গান,
দেবদেবি বন্দিত চরণ।
যোগী যতি সদা ধ্যায়, যাঁর তত্ত্ব নাহি পায়,
বন্দ সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্ব ভক্তি সংস্থাপন,
সাধু-রক্ষা পাষণ্ড-দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে,
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুষ্পগুঞ্জে গৌরবর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপধাম।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীপাদ-যুগলতল, জিনি রক্তপদ্মদল,
দশাঙ্গুলী শোভে অনুপাম ॥
শারদ শরীর-ঘটা, নিন্দি দশনখছটা,
তুঙ্গগুল্‌ফজঙ্ঘা মনোহর।
সুবর্ণ সম্পূটাকার, জনুযুগ্ম রূপাধর,
রম্ভারুচি উরু চারুতর ॥
প্রসর নিতম্ব স্থল, তাহে শোভে পট্টাম্বর,
কঙ্কালি কেশরী জিনি ক্ষীণ।
অশ্বত্থ পত্রের হেন, উদর নির্ম্মাণ যেন,
বক্ষঃদেশ তুঙ্গ অতি পীন ॥
জানুদেশ বিলম্বিত, হেমার্গল সুবলিত,
বাহুযুগ্ম অঙ্গদ ভূষিত।
করতল সুরাতুল, জিনিঞা জবার ফুল,
মাধুরীতে মদন মোহিত ॥
করদশ নখ আগে, মণিদরপণ ভাগে,
দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।
সিংহগ্রীব তিনরেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা,
অধর বান্ধুলি পুষ্পাকার ॥
সুবর্ণ দর্পণ জিতি, গণ্ডস্থল যুগ্মাকৃতি,
মুক্তাপাঁতি জিতি দন্তাবলী।
নাসা তিলফুল জনু, ভূরুযুগ্ম কামধনু,
সায়ক সুন্দরালিক স্থলী ॥
অমল কমল আঁখি, তারাযুগ্ম ভৃঙ্গ পাখি,
অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামান গুণ, শ্রুতিযুগ সুগঠন,
তাহে শোভে রতন কুণ্ডল ॥
স্নিগ্ধ সূক্ষ্মবক্র শ্যাম, কুন্তল লাবণ্যধাম,
নানাফুল মঞ্জুর সাজনি।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বদন কমল হাস, কোটি কলা নিধিভাস,
কুন্দবৃন্দ করিয়া নিছনি ॥
ভুবনমোহন অঙ্গ, তাহে নটবর ভঙ্গ,
নিত্যকৃত্য নিত্য গান কলা।
দু বাহু তুলিয়া যবে, ভাবভরে ফিরে তবে,
তাহে যেন অনন্ত চপলা ॥
এইরূপ দেখে যেই, ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে সেই,
পরবেশে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীবদেহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ি সেহ,
বিহরয়ে গৌরপদ দ্বন্দ্বে ॥

* * * *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত আদি জয় হরি-হরানন্দ ॥
শ্রীবংশীবদন জয় বংশী অবতার।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে কৃপায় যাঁহার ॥
জয় শ্রীজাহ্নবা জয় শ্রীপ্রভূ রামাঞি।
শ্রীহরি গোসাঞি জয় গৌরগুণ গাই ॥
শ্রীগুরু সুচারু কল্পতরু পদদ্বন্দ্ব।
সদানন্দ মহানন্দে ছাড়ি সর্ব্বছন্দ ॥
ভক্তবৃন্দ পদদ্বন্দ্ব স্মরণ সদায়।
কৃপাসার পেলে জীব প্রেমরত্ন পায় ॥
শ্রীঠাকুর অভিরাম বন্দ শ্রীশ্রীদাম।
খানাকুল গ্রামে যাঁর হইল বিশ্রাম ॥
শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ সুদাম আখ্যান।
হালদা মহেশপুরে যাঁর অবস্থান ॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দ বসুদাম খ্যাতি।
সপ্তগ্রামে রহে যিহ গোরাপ্রেমে মাতি ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্যবেণেগণ।
অধম জাতির মধ্যে হইল গণন॥

সেই বৈশ্যবেণেকুল উদ্ধার কারণ।
সেই কুলে বসুদাম লয়েন জনম॥

পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় বন্দ মহাবল।
ছাঁচড়া পাঁচড়া গ্রাম যে কৈল সফল॥

মহেশ পণ্ডিত বন্দ শ্রীসুবাহু নাম।
পালপাড়া গ্রামে যাঁর হইল বিশ্রাম॥

শ্রীপুরুষোত্তম বন্দ স্তোককৃষ্ণাখ্যান।
বোধখানা গ্রামে যাঁর হৈল অধিষ্ঠান॥

ঠাকুর শ্রীগৌরীদাস বন্দ শ্রীসুবল।
অম্বিকানগর যিঁহ করেন সফল॥

কালাকৃষ্ণদাস বন্দ অর্জ্জুন আখ্যান।
বড়গাছী গ্রামে যাঁর রমণীয় স্থান॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত বন্দ শ্রীমধুমঙ্গল।
আকাই হাটের যিঁহ তারিলা সকল॥

শ্রীকমলাকর বন্দ শ্রীকোকিলখ্যান।
আকনামহেশে যাঁর হয় বাসস্থান॥

শ্রীপরমেশ্বর দাস বন্দ শ্রীকিঙ্কিণী।
তড়াআটপুর গ্রামে বাস কৈলা যিনি॥

বন্দ রায় রামানন্দ রসিকাগ্রগণ্য।
বন্দ নরহরি যাঁর জীবন চৈতন্য॥

বন্দ সেন শিবানন্দ পুত্র কর্ণপুর।
গৌরলীলা বহুগ্রন্থ বর্ণিলা মধুর॥

শ্রীজগদানন্দ বন্দ মধুর চরিত
যিহ বরণিলা গ্রন্থ বংশী লীলামৃত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্যাম মনোহর আদি বংশী শাখাগণ।
করযোড় হঞা বন্দ সবার চরণ॥
প্রভু রামাঞের শাখা হন যত জন।
তাঁ সবার পাদপদ্ম আমার শরণ॥
ত্রিকালের গৌরভক্ত চরণে প্রণতি।
যাহা বিনু অভাগার আর নাহি গতি॥

পুরুষ প্রকৃতি পরকাশ কথা যত।
শ্রবণ করিয়া প্রেমে হইয়া উন্মত্ত॥
করযোড় করি বংশী করে নিবেদন।
প্রভু কর মোর প্রতি কৃপাবলোকন॥
ভক্তিপ্রেম রসিকাদি কাহারে কহয়।
রসরাজ উপাসনা কিবা রূপ হয়॥
এই সব তত্ত্বকথা শুনাহ আমারে।
তুয়া বিনা অধমেরে কে আর উদ্ধারে॥
জগদুদ্ধারিতে তুয়া এই অবতার।
অনুভাবে জানিয়াছি মুই দুরাচার॥
প্রভুর বচন শুনি বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরি।
হাসিয়া কহেন তবে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

মোরে অবতার তুমি কভু না বলিবা।
রসরাজ কৃষ্ণদাস আমারে জানিবা॥
কৃষ্ণের লাগিয়া মুই করিব সন্ন্যাস।
সেই কৃষ্ণ আমি তুমি না কর প্রকাশ॥
শ্যামাধরামৃত তুমি সদা কর পান।
তোমার সমান কেবা আছে ভাগ্যবান॥
গোপিকার ভোগ্য যেই শ্যাম সুধা হয়ে।
তাহা তুমি পান কর স্বাধীন হৃদয়ে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথাঽর্য্যাঃ ॥৬॥
(১০।২১।৯)

তোমারে আশ্রয়ী শ্যাম নন্দের নন্দন।
গোপীগণে বলে আনে করি আকর্ষণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥
(১০।২৯।৪)

শ্যামপ্রিয় সখা তুমি শ্যাম মুখোদ্ভব।
অতএব জান তুমি শ্যামতত্ত্ব সব॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগুণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৬৫ আনন্দাশ্রম সংস্করণ)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোবিন্দ প্রসাদে তুমি জান সর্ব্বতত্ত্ব।
তথাপি জিজ্ঞাস মোরে সে তুয়া মহত্ত্ব॥

ভক্তির স্বরূপ আদি করহ শ্রবণ।
যে কথা শ্রবণে হয় চিত্ত রসায়ন॥

রসরাজ কৃষ্ণ প্রতি পরমানুরক্তি।
সূত্রকারগণ মতে তার নাম ভক্তি॥

প্রথমে সূত্রাদিমতে ভক্তি বিচারিব।
তার পর পুরাণাদি মতেতে কহিব॥

তথাহি শ্রীশাণ্ডিল্যসূত্রম্

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥

(১।২)

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরু কৃষ্ণের সেবনে।
ভকতি বলিয়া বর্ণিলেন মুনিগণে॥

সে সেবনরূপ আনুকূল্যানুশীলন।
ভক্তি ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা না করে কখন॥

অতএব নিরমল সেই ভক্তি হয়।
ব্রহ্মজ্ঞান আর সর্ব্ব কর্ম্ম শূন্যময়॥

ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কৃষ্ণের সেবনে।
নিরমল আনুকূল্যা ভক্তি করি ভণে॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(শ্রীহরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১।১১)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্পৃহণীয় প্রবৃত্তিরে।
আনুকূল্য বলি ব্যাখ্যা করেন সুধীরে॥
রসরাজ কৃষ্ণগুণ শ্রবণ মাত্রেতে।
সাগরগামিনী গঙ্গা সলিলরূপেতে॥
অবিচ্ছিন্না কামনানুসন্ধান রহিতা।
ভেদ দরশন আদি সকল বর্জ্জিতা॥
মনের গতিরে কহে নির্গুণা ভকতি।
সেই ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জানিহ সুমতি॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য যে আর।
একত্ব করিয়া পঞ্চ মুক্তি এই সার॥
ইহাকে করিয়া তুচ্ছ ভক্ত যোগীগণ।
আনুকূল্যে কৃষ্ণসেবা করেণ গ্রহণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
(৩।২৯।১১)

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
(৩।২৯।১২)

সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(৩।২৯।১৩)

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥
(৩।২৯।১৪)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যৈছে গঙ্গা সুপবিত্রা সর্ব্ব পূজনীয়া।
তৈছে অহৈতুকী ভক্তি সর্ব্ব বরণীয়া।।

ভক্তির স্বরূপ পুনঃ কর অবধান।
রামানুজাদির মতে করিনু ব্যাখ্যান।।

যৈছে তৈল লালা ধারা হয় প্রবাহিত।
তৈছে কৃষ্ণপদে যাঁর মন অবিরত।।

বিচ্ছেদ রহিত হঞা করয়ে গমন।
ভক্তির স্বরূপ এই ঋষির বচন।।

চতুঃষষ্ঠি রূপ যাহা ভক্তির লক্ষণ।
বৈধি ভক্তিমধ্যে হয় তাহার গণন।।

রোচনার্থ ফলশ্রুতি তাহাতে আছয়।
অতএব সেই ভক্তি নির্গুণা না হয়।।

নির্গুণা বিশুদ্ধা ভক্তি হয় প্রেমরূপা।
সর্ব্বানন্দকরী পরা অমৃত স্বরূপা।।

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা। অমৃতরূপা চ।

(নারদ ভক্তি সূত্র ২-৩)

প্রেমামৃতরূপা ভক্তি হইলে উদয়।
ব্রহ্মপদ আদি সব অতি তুচ্ছ হয়।।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—

তৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পাদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো।।

প্রেমামৃতরূপা ভক্তি লাভ হৈলে পর।
তৃপ্তসিদ্ধ সদানন্দ পূর্ণ হয় নর।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

হরিভক্তির্মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

প্রেমভক্তি লাভ হৈলে শুভাশুভ কর্ম্ম।
সুখ শোকাকাঙ্ক্ষা দ্বেষ আর যত ধর্ম্ম॥
অতি তুচ্ছজ্ঞানে সব করিয়া বর্জ্জন।
আনুকূল্যে রসরাজে সেবে ভক্তগণ॥

তথাহি শ্রীভাগবদ্গীতায়াং

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

(গীতা ১২।১৭)

প্রতিকূল্য ত্যাগে আনুকূল্যের প্রকাশ।
প্রতিকূল্য অর্থে নিজ সুখাদিতে আশ॥
কুল, মান, লাজ, ভয়, আশ্রম-বর্ণ-ধর্ম্ম।
কায়িক বাচিক আদি তিনরূপ কর্ম্ম॥
নিজ সুখ দুঃখ আদি করিয়া বর্জ্জনে।
সামর্থাভাবেতে সদা কৃষ্ণানুশীলনে॥
আনুকূল্যা ভক্তি কহে মহাজনগণ।
কৃষ্ণসুখোদ্দেশ্যমাত্র যাহার লক্ষণ॥
সেবন শব্দের অর্থ জ্ঞানাদি রহিত।
আনুকূল্য আচরণ কহিনু নিশ্চিত॥
রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের কথাদি কীর্ত্তনে।
একান্তানুরাগে ভক্তি গর্গাচার্য্য ভণে॥

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

কথাদিষ্বিতি গর্গঃ॥

(নারদ ভক্তি সূত্র ১৭)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শাণ্ডিল্য ঋষির মতে আত্মরতি যেই।
ভক্তির স্বরূপ সেই কহিলাম এই॥

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

(নারদ ভক্তিসূত্র ১৮)

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ॥

নারদ বলেন কৃষ্ণে কর্ম্মাদি অর্পণ।
আর কৃষ্ণ বিস্মরণে ব্যাকুল হওন॥
ভক্তির স্বরূপ এই কহিনু নিশ্চয়।
ইহার পরেতে শুন আর যাহা হয়॥

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

নারদস্তু তদর্পিতাখিলচারতা
তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা। ইতি

(নারদ ভক্তিসূত্র ১৯)

সর্ব্বভাবে রসরাজ কৃষ্ণের সেবনে।
ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে সকল পুরাণে॥

* * *

তথাহি গারুড়ে—

ভজ ইত্যেষ ধাতুর্বৈ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তাঃ ভক্তি সাধনভূয়সী॥

(লিঙ্গ পুরাণ ৯।২৫)

ভজ এই ধাতুরর্থ শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
* গরুড় পুরাণে ব্যাস করিলা লিখন॥

---

* উপরোক্ত শ্লোকটি গরুড় পুরাণে পাওয়া যায় নাই। ইহা লিঙ্গ পুরাণে প্রাপ্তব্য। —প্রকাশক

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভকতি সাধন হয় বহুত প্রকার।
তার মধ্যে আনুকুল্যা ভক্তি সাধ্যসার॥
আনুকুল্যা ভক্তি বিনা গুরু-কৃষ্ণ প্রতি।
না হয় মনের কভু অবিচ্ছিন্না গতি॥
আনুকুল্যা ভক্তি প্রেমামৃতরূপা হয়।
চোদনা প্রতি চোদনা কভু না স্পর্শয়॥
ঐছে আনুকুল্যা ভক্তি শ্রীগুরু-প্রসাদে।
কোন ভাগ্যবান জীব লভয়ে অবাধে॥
কুম্ভশ্রেণী শিরে ধরি বাজীকরগণ।
রজ্জু দিয়া নেচে করে গমনাগমন॥
দৃষ্টি তার রহে পদে কুম্ভে রহে মন।
সে লাগি তাহার শির না নড়ে কখন॥
অতএব রজ্জু হৈতে কুম্ভের সহিত।
পতন তাহার নাহি হয় কদাচিত॥
তৈছে জীব মায়ারজ্জু পদেতে বাঁধিয়া।
বিষকুম্ভশ্রেণী শিরোপরেতে ধরিয়া॥
পদে দৃষ্টি রাখি আর কুম্ভে রাখি মন।
অভদ্র সংসারে সদা করিছে ভ্রমণ॥
অহি সম মায়ারজ্জু এ পদ বিপদ।
এ কুম্ভ কুকুম্ভ অতি জীবন হরদ॥
কভু না জানিতে পারে মায়ার প্রভাবে।
এ লাগি বঞ্চিত হয় আপন স্বভাবে॥
তার মধ্যে কোন জীব শ্রীগুরু-কৃপায়।
মায়ারজ্জু ছিণ্ডি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি পায়॥
তাহার লক্ষণ হয় অদ্ভুত প্রকার।
তার অনুভব বুঝে সাধ্য আছে কার॥
প্রেমরূপা ভক্তি সূত্রে রসের রাজারে।
বাঁধিয়া রাখিল সেহ হৃদয় মাঝারে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বোবা হঞা নানা কথা কহে সর্ব্বক্ষণ।
বধির হইয়া কথা করয়ে শ্রবণ॥
অন্ধ হঞা দেখে সেহ প্রপঞ্চের খেলা।
রহঃ স্থানে রহি করে জনসঙ্গে মেলা॥
খঞ্জ হঞা মায়া অহি রজ্জু পদে দিয়া।
আনন্দ অন্তরে সদা বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
মুখে হাস্যমাখা তার চক্ষে বহে নীর।
জাগিয়া ঘূমায় সেহ বচন সুধীর॥
পরম নির্ম্মল হঞা জল আদি দিয়া।
অঙ্গের মার্জ্জন করে হাসিয়া হাসিয়া॥
দিগম্বর হঞা সেহ পরয়ে বসন।
নির্ভূষণ হঞা করে ভূষণ ধারণ।
কিংবা বিংশালঙ্কারেতে হইয়া ভূষিত।
প্রাকৃতালঙ্কার পরে এই এক রীত॥
তিলক স্বরূপ হঞা ধরয়ে তিলক।
অকর্তা হইয়া হয় সবার পালক॥
প্রেমামৃত পানে সেই ক্ষুত্তৃষ্ণা রহিত।
তথাপি ভোজন পান করে যথারীত॥
পিতামাতা ভ্রাতা আদি বিহীন সে জন।
তথাপি তাদের সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥
অকুটুম্বী হঞা রহে কুটুম্বের সনে।
পুত্রাদি বিহীন করে পুত্রাদি পালনে॥
নিষ্কামী হইয়া সেহ করে কাম্যকর্ম্ম।
ধর্ম্মহীন হঞা সদা আচরয়ে ধর্ম্ম॥
কামশূন্য হঞা করে কামের করম।
সাপের মাথায় ভেকে করায় নর্ত্তন॥
কুলাদি রহিত হঞা কুলাদির মাঝে।
পরমানন্দেতে সেই সতত বিরাজে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হৃদয়ে রেখেছে সেহ রসের রাজারে।
মায়া অহি রজ্জু তার কি করিতে পারে॥
রসরাজ প্রতি যার অবিচ্ছিন্না মতি।
কার সাধ্য আছে বল বুঝে তার গতি॥
বহির্ম্মুখ ভয়ে করে প্রেম সংগোপন।
এক পদ কহি তার করহ শ্রবণ॥

পদম্

সুন্দরী ধরবি বচন হামার।
কানুকপ্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার॥ ধ্রু॥
ধৈরজ লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ।
আপনক মান, আপে পুন রাখবি,
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভূবনে,
কুলশীল গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর,
ধনজন গৌরব অন্ত॥
ভাব অন্তরে যব হোয়ত অঙ্কুর,
আন তহি দেয়বি চিত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন প্রেমনহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত॥

* * * *

যেমন নর্ত্তকী শিরে কলসী রাখিয়া।
সঙ্গীতের তালে নাচে কটি ঘুরাইয়া॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাপি শিরস্থ কুম্ভ তার না পড়য়।
তার হেতু কুম্ভে মন সে সদা রাখয়॥
সেইরূপে ধীরজন রহিয়া সংসারে।
বিষয়ালোচনা করে অনেক প্রকারে॥
তথাপি তাঁহারা সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।
লব নিমিষার্দ্ধে নাহি হন বিস্মরণ॥

তথাহি ক্বচিচ্ছাস্ত্রে—

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি,
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীত-তাললয়বাদ্য-বশংগতাপি,
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥

(বরাহ উপনিষদ্ ২।৮২)

আর দুই পদ কহি করহ শ্রবণ।
যাহার অর্থেতে জানি প্রেমভক্তি ধন॥

পদম্—

বন্ধু এই নিবেদন তোয়।
গমনে ভোজনে শয়নে স্বপনে
কভূ না ছোড়বি মোয়॥ ধ্রু॥

তোমার কারণে ধরমে করমে,
করেছি বিসরজন।
প্রাণমন ধনে, তোমার চরণে,
করিয়াছি অরপণ॥
মাতৃপিতৃকুলে, আর এ গোকুলে,
কেহ ত আমার নাই।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এ তিন ভুবনে, তুয়া বন্ধু বিনে,
দেখিতে আর না পাই ॥
তুয়া প্রেমনিধি, তাহে নিরবধি,
ডুবিয়া রঞাছি আমি ।
রসিক নাগর, আমার অন্তর,
সকলি জান ত তুমি ॥

* * * *

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী ।
হৃদিমন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা ।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
সম শৈল কুলমান দূর করি ।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী ।
তুমি জগজন-রঞ্জন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কি সৌভাগ্যহীনী ।
তুমি রস-পণ্ডিত রস-চূড়ামণি ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায় ।
তুয়া বিনা মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

* * * *

রসরাজ কৃষ্ণরূপী গুরুর কৃপায় ।
যেই ভাগ্যবান জীব প্রেমভক্তি পায় ॥
সেই জীব লোক বেদাচার নাহি মানে ।
আনুকুল্যে সদা করে কৃষ্ণানুশীলনে ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ।

(নারদ ভক্তি সূত্র ৮)

রসরাজ কৃষ্ণপদ একান্ত শরণে।
অনন্যতা প্রেমভক্তি বলে বুধগণে॥
সেই অনন্যতা হয় প্রেমের লক্ষণ।
যাতে কৃষ্ণ বিনা অন্য না করে স্মরণ॥
আর কৃষ্ণ বিনা নাহি করে অন্যাশ্রয়।
অনন্যতা প্রেমভক্তি ইহাকেই কয়॥

তথাহি তত্রৈব—

তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ।

(নারদ ভক্তি সূত্র ৯)

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা॥

(নারদ ভক্তি সূত্র ১০)

অন্যেতে মমতাশূন্য শ্রীকৃষ্ণে মমতা।
সেই সে নির্ম্মল প্রেম শাস্ত্রের বারতা॥
সেই প্রেমে ভীষ্মোদ্ধব আদি ভক্তগণ।
ভকতি বলিয়া সদা করেন কীর্ত্তন॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

সান্দ্রাত্ম প্রেমের হয় স্বরূপ লক্ষণ।
সান্দ্রাত্ম শব্দের অর্থ করহ শ্রবণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সান্দ্রার্থে ঘনতা যার বিস্তারাখ্যা হয়।
আত্ম শব্দে মন এই জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব কৃষ্ণ প্রতি সুবিস্তার মনে।
প্রেমার স্বরূপ কহে মহাজনগণে॥
কিংবা কৃষ্ণ প্রতি পূর্ণ স্নেহের প্রকাশে।
প্রেমার স্বরূপ বলি কবিগণ ভাষে॥

তথাহি—

আত্মদেহ মনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
স্নিগ্ধস্তু বৎসলো বৎসঃ স্নেহযুক্তজনে ভবেৎ॥

স্নেহ শব্দে প্রেম আত্ম শব্দে প্রিয় হয়।
সেই প্রিয় রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়॥
সেই লাগি উদ্ধবাদি ভাগবতগণ।
কৃষ্ণে প্রেম করিবারে বাঞ্ছে অনুক্ষণ॥
প্রেমের দৃষ্টান্তস্থল ব্রজ-গোপীগণ।
কৃষ্ণের লাগিয়া কৈল সকল বর্জ্জন॥
ঘোর নিশাকালে বংশী করিয়া শ্রবণে।
প্রাকৃত শ্রীপতি সবে রাখিয়া ভবনে॥
প্রাকৃত সতীত্ব-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া।
বনেতে কৃষ্ণের কাছে মিলেন আসিয়া॥
অপ্রাকৃত প্রেম কৃষ্ণে গোপিকার হয়।
সেই লাগি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না মানয়॥
স্বসুখ বাসনা কভু নাহি গোপিকার।
রসরাজ কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছা অনিবার॥
তবে যে গোপীর দেখ বেশাদি করণ।
সেই কৃষ্ণসুখ লাগি শ্রীবংশীবদন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

যথা ব্রজগোপিকানাম্।
নাস্ত্যেব তস্মিনৃস্তৎসুখসুখিত্বম্ ॥

(নাঃ ভঃ সুঃ ২১, ২৪)

অপ্রাকৃত পতি কৃষ্ণ সর্ব্ব আত্মারাম।
ভুবনের পতি বলি যাঁহার আখ্যান॥
এই হেতু বৃন্দাবনে গোপী সকলেতে।
প্রাকৃত সতীত্ব-ধর্ম্ম ছাড়িয়া নন্দেতে॥
কৃষ্ণ-সুখ লাগি সদা হইয়া তৎপর।
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণ ভজে নিরন্তর॥
নিজ সুখ প্রতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণ-সুখ প্রতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
যৈছে মলপূর্ণ লৌহ নির্ম্মল কাঞ্চন॥
প্রেমের বিচিত্র গতি না যায় কহনে।
যার হৃদে উপজিল জানে সেই জনে॥

পদম্—

শ্যামক কোরে, যতনে ধনি শুতলি,
মদন মদালসে ভোর॥

ভুজে ভুজবন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু কাঞ্চনমণি জোর॥

কোরহি শ্যাম, চমকি ধনি বোলত,
কবে মোহে মিলব কান।

হৃদয়ক তাপ, কবহুঁ মুঝ মিটব,
অমিয়া করব সিনান॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সো মুখ মাধুরী, বঙ্ক নেহারই,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস, পরশ যব পাওব,
তবহিঁ মনোরথ পুর॥
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশ্বাসই,
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই, শ্যামপর বোধই,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

* * * *

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মূরছিল নাগর মূরছিল রাই।
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত্র-পুতলী সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিতে চমকিত॥

* * * *

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ হুতাস॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ-জলধি কত পউরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধই তাই॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

* * * *

রাধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস, পরশরস পিবই,
কমলিনী মধুকর রাজ॥
সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর,
শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদগদ কহয়ে, রাইভেল অদরশ,
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সোধনি চাঁদ, বয়ন কিয়ে হেরব,
শুনব অমিয়ময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়ে, তাপ কিয়ে মিটব,
সই করব কিয়ে কোল॥
ঐছন কতহু, বিলপয়ে মাধব,
সহচরী দুরহিঁ হাস।
অপরূপ প্রেম, বিষাদিত অন্তর,
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

* * * *

পরশিতে রাই-তনু আপনে ভুলল কানু,
মুরছি পড়ল ধনি কোর।
শ্যামক হেরইতে, ধনি ভেল গদগদ,
ঢরকি ঢরকি বহে লোর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্যাম মুরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফেরি,
রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু, নিরখই রাই তনু,
হেরি সখি চমকিত ভেল॥
চিত্র-পুতলী যেন, বেঢ়ল সখিগণ,
নিরখই শ্যামমুখ চন্দ।
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশাখা আলী,
সব জনে নাগল ধন্দ॥
শ্যামর সুন্দর, বদন সুধাকর,
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস, কহই গোবিন্দদাস,
বিদগধ মাধবরাধে॥

* * * *

সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা এ তিন।
প্রেমের লক্ষণ শাস্ত্রে কহে ভিন ভিন॥
নিজ সুখ বাঞ্ছে যেই সেই সাধারণী।
উভয়ের সুখবাঞ্ছে সমঞ্জসা গণি॥
কান্তসুখ বাঞ্ছে মাত্র সামর্থা সকল।
এ হেতু সামর্থা হয় অত্যন্ত বিরল॥
আহ্লাদিনী আর তাঁর বৃত্তিরূপা যাঁরা।
সামর্থা পাত্রীর মধ্যে গণনীয় তাঁরা॥
ব্রজ বিনা সামর্থার নাহি দেখি বাস।
সামর্থার পাত্রী ব্রজ-গোপিকা নির্য্যাস॥
এই লাগি উদ্ধবাদি ভাগবতগণ।
ব্রজ-গোপিকার ভাগ্য করেন বর্ণন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবেনোক্তম্—

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥

ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা॥

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাত্বৃণীত যূয়ং য কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥

সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥

ক্কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজবল্লবীনাম্॥

(শ্রীমঃ ভাঃ ১০।৪৭।২৩, ২৫-২৭, ৫৮-৬০)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্চ্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥
যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
(শ্রীমঃ ভাঃ ১০।৪৭।৬১-৬৩)

বন্দে সেই নন্দব্রজ রমণীনিচয় ।
যাঁদের কৃষ্ণেতে প্রেম সহজ উদয় ॥
কৃষ্ণ আত্মারাম পরমেশ ভগবান ।
গোপিকাগণের নাহি দেখি এই জ্ঞান ॥
তাহা হইলে সাহজিক প্রেম কৃষ্ণ প্রতি ।
গোপিকার কভু নাহি হইত সুমতি ॥
বস্তুশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা না করে ।
এ হেতু পাপীর প্রেমে দোষ নাহি ধরে ॥
নারদ সূত্রের মতে ব্রজ-গোপীকার ।
কৃষ্ণের মাহাত্ম্যজ্ঞান ছিল অনিবার ॥
আত্মারাম আদি জ্ঞান বিনা যেই প্রেম ।
ব্যভিচারী প্রেম যেই বড়ই অক্ষেম ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীনারদসূত্রে—

তত্রাপি ন মহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ।
তদ্বিহীণংজারামিব ॥
(নাঃ ভঃ সূঃ ২২, ২৩)

নারদ সূত্রের এই মত যদি হৈল।
তবে ত গোপীর প্রেমে বজর পড়িল ॥
এ কথার সমাধান কর অবধান।
যাহার শ্রবণে স্নিগ্ধ হয় মনপ্রাণ ॥
মাহাত্ম্য শব্দের অর্থ উত্তম স্বভাব।
উদারাদি গুণ পূর্ণ জানি অনিবার ॥
এই হেতু নিজসূত্রে নারদ গোস্বামী।
গোপীর মাহাত্ম্য জ্ঞান বর্ণিলেন জানি ॥
অজ্ঞাত মাহাত্ম্য যাঁর তাঁর প্রতি প্রেম।
সেই ব্যভিচারী প্রেম অপবাদাক্ষেম ॥
সর্ব্বরসে শোভাযুক্ত শ্রীরাধাবল্লভ।
এই যে মাহাত্ম্য জানি ব্রজগোপী সব ॥
তাঁর প্রীতি লাগি তাঁর পদে কৈল প্রেম।
অপ্রাকৃত প্রেম সেই জাম্বুনদ হেম ॥
কিংবা বস্তুশক্তিগুণ করিলে বিচার।
গোপী-প্রেমে নাহি দেখি দোষের সঞ্চার ॥
কিংবা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী প্রকৃতির।
কলারূপা গোপীগণ জানিবে সুধীর ॥
এই হেতু কৃষ্ণ প্রতি গোপিনী সবার।
স্বতঃসিদ্ধ প্রেম এই কহিলাম সার ॥
অতএব গোপী-প্রেম ব্যভিচারী নয়।
কৃষ্ণবশঙ্কর হেতু শুদ্ধ সত্ত্বময় ॥
কর্ম্মি-জ্ঞানী-অপরাধী দুরাচারগণ।
গোপিকার প্রেমে করে দোষের কীর্ত্তন ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রসরাজরূপী গুরু কৃপা বিনা কেহ।
বুঝিতে না পারে ব্রজ-গোপিকার লেহ॥
প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব নাম ধরে।
যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব অল্প ব্যক্ত করে॥
ভাব শব্দে রতি কহে রতি শব্দে ভাব।
পুরাণাদি মতে এই একার্থতা লাভ॥
রতি গাঢ় হৈলে হয় প্রেমের উদয়।
যাহা মানবের মাত্র প্রয়োজন হয়॥
হেন প্রয়োজনে যেবা হইল বঞ্চিত।
এই দেহ রাখা তার না হয় উচিত॥
প্রেমের অপর নাম পিরীতি কহয়।
প্রীতির অর্থ একান্ত অনুরাগ হয়॥
বিবেকহীনের যৈছে বিষয়ের প্রতি।
অবিচ্ছিন্না মতি রহে জানিহ সুমতি॥
তৈছে গুরু কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্না মতি যেই।
পিরীতি আখ্যান তার কহিলাম এই॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
(বিঃ পুঃ ১।২০।১৯)

কামুকগণের যৈছে কামিনীর প্রতি।
সতত বিরাজমানা অবিচ্ছিন্না মতি॥
তৈছে রসরাজ কৃষ্ণপদে মতি যেই।
পিরীতি অবিধা তার কহিলাম এই॥
পি পিয় রি রিতে মন তি তিল না ভুলে।
সতত বাঞ্ছয়ে পিয় চরণ রাতুলে॥
তুয়া পিতৃদেব আছে ইহাতে প্রমাণ।
তাঁর কৃত শ্লোক এক কর অবধান॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীযচ্ছকড়িদেবচট্টোপাধ্যায়েণোক্তং—

যাদৃশী কামিনাং নাথ কামিন্যামনপায়িনী।
প্রসীদেতি মমপ্যাস্তাং প্রীতির্মে তাদৃশী ত্বয়ি॥

প্রীতির পণ্ডিত শ্রীঠাকুর চণ্ডিদাস।
যাঁহার পদেতে প্রীতি জানিয়ে নির্য্যাস॥

পদম্—

শুন সহচরী, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি, কানুর পিরীতি,
কোথায় তাহার ঘর॥

চলে কি বাহনে, রহে কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে, পরাভব করে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে।
পাইলে সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে ত্যজিব,
সোঘারি তাহার পা॥
সখী কহে সার, দেখি নিরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরি, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহির সে॥
মন যে বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে,
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে, বসতি করেছো,
পরেছো পিরীতি বাস॥

* * * *

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে কি যাইবে,
নাহি করিব বিধান॥

সই জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে,
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালয়ে উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে আগি দেখিবারে।
ধীবর সেকাল, হাতে লঞা জাল,
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে সেই জনে।
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চণ্ডিদাস মন, বাশুলী চরণ,
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিয়ে,
রহিবে একান্ত করি॥

* * * *

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, শুধাহ কাহাকে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মূরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক, জনমে জনমে,
সুভাগ্য করিয়াছিল॥
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে, না জীয়ে পরাণে,
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবোধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডিদাসে ভণে, মরুক সে জনে,
পরচরচার থাকে॥

* * * *

সই পিরীতি আঁখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন॥ ধ্রু॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বঁধূর পিরীতি, আপনা বেচিনু,
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সেরূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বহিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কি না দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডিদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দি যে দুয়ারে॥

* * *

পিরীতি বলিয়া, একটি কমল,
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমর জানয়ে, কমল মাধুরী,
তেঞি সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরি,
আনে কহে অপযশ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সই এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে কহিতে না কহে,
কেমনে ধরিবে দে॥
ধরম করম, লোকের মরম,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর, যাহার মরমে,
সেই সে বুঝিতে পারে॥
চণ্ডিদাস কহে, শুনলো সুন্দরী,
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

* * * *

ভক্তির অনেকাবস্থা শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
সার প্রেম প্রীতি ভক্তি কহিনু নির্য্যাস॥
গুহ্য সে বিদ্যার বৃত্তি স্বরূপ হইতে।
প্রেম প্রীতি ভক্তি উপজয় ভক্তচিতে॥
ইহার সিদ্ধান্ত যত দ্বিতীয় উল্লাসে।
তোমার কাছেতে আমি করেছি প্রকাশে॥
প্রেমভক্তি আত্ম্যুদয় সম্বন্ধ ব্যতীত।
কখন নাহিক হয় জানিহ নিশ্চিত॥
সেই সে সম্বন্ধ ব্রজে চতুর্ব্বিধ হয়।
প্রভু সখা পুত্র কান্ত মহাজনে কয়॥
কৃষ্ণ প্রতি এই চারি সম্বন্ধ উত্তম।
বিচার করিলে কিন্তু আছে তারতম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সম্বন্ধ উত্তম কান্ত সম্বন্ধ বাখানি।
যার অন্তর্ভূত সদা ত্রিসম্বন্ধ জানি॥
এই লাগি ভাগ্যবান জীব সমুদয়।
রসরাজ কৃষ্ণে কান্ত-ভাবেতে ভজয়॥
এ সব নিগূঢ় কথা বলা নাহি যায়।
সদ্‌গুরু আশ্রয় করি জীব সমুদায়॥
সম্বন্ধাদি তত্ত্ব সদা করিবে শিক্ষণ।
তাহার প্রমাণ কহি করহ শ্রবণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাঽঽত্মদো হরিঃ॥

(শ্রীমঃ ভাঃ ১১।৩।২২)

রসিকের কথা এবে কর অবধান।
যাঁহার আশ্রয়ে জীব হয় প্রেমবান॥
চিন্ময় আনন্দ আত্মা শ্রীনন্দ-নন্দন।
শৃঙ্গারাদির স্বরূপ বেদের লিখন॥
তাঁহারে জানয়ে যেই সেই সে রসিক।
তোমার নিকটে এই কৈনু প্রিয়াধিক॥
সেই রস না জানিয়া অরসিক গণ।
নিন্দনীয় ক্ষুদ্র রস করে আস্বাদন॥

তথাহি শ্রুতৌ—

রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধাঽঽনন্দী ভবতীতি॥

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭।১)

কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ লীলারসজ্ঞ জনায়।
রসিক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে গায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
(শ্রীমঃ ভাঃ ১।১।৩)

রাধাকৃষ্ণ লীলারসানন্দামৃত হয় ।
ব্রহ্মরসানন্দামৃত হৈতে শ্রেষ্ঠ কয় ॥

তথাহি দ্বাদশস্কন্ধে—

হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥

ব্রহ্মরসানন্দামৃতাস্বাদন ছাড়িয়া ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারসামৃত আস্বাদিয়া ॥
পরানন্দে এ সংসারে যে করে ভ্রমণ ।
সেই সে রসিকবর শ্রীবংশীবদন ॥
এ হেন রসিক দেখি শ্রীগুরু গোসাঞি ।
যাঁহা হৈতে শ্রীযুগল রসামৃত পাই ॥
রসিক না চিনে জীব কৃষ্ণ কৃপা বিনে ।
শাস্ত্র অনুসারে এই ভণয়ে প্রবীণে ॥

তথাহি শ্রীমচ্ছকড়িদেবচট্টোপাধ্যায়েনোক্তম্—

বিদগ্ধং ভরতোভক্তং জ্ঞাতুং শক্নোম্যহং যথা ।
স্বর্ণবণিগিব স্বর্ণং কুরু প্রসাদমিত্যপি ॥

বৈশ্যকুলোদ্ভব স্বর্ণবণিকের গণে ।
চিনিতে পারয়ে স্বর্ণ দাগের লক্ষণে ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেইরূপ রসরাজ কৃষ্ণ কৃপেক্ষণে।
লক্ষণে রসিক চিনে ভাগ্যবান জনে॥
কিংবা পূর্ব্ব জনমের সাধনানুসারে।
কেহ বা রসিক জনে চিনিবারে পারে॥
শ্রীযুগল রসামৃত পঞ্চ পুরুষার্থ।
সেই সে পরম প্রেম প্রীতি পরমার্থ।
আনন্দাহ্লাদিনী সদা এক আত্মা হয়।
সেই শ্রীযুগল এই জানিহ নিশ্চয়।
আনন্দার্থে কৃষ্ণ কহি হ্লাদিনী রাধিকা॥
গোপী শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ কান্তা কৃষ্ণ প্রাণাধিকা॥

তথাহি শ্রীমচ্ছকড়িদেবোনোক্তম্—

হ্লাদিনী প্রকৃতীরাধা শ্রীরাসরঙ্গিণী রমা।
সর্ব্ব গোপ্যংশিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণানন্দদায়িনী॥

গোবিন্দবল্লভা ভক্তি প্রেম প্রীত্যাত্মিকা।
কুলাদিনাশিনী মন প্রাণাত্মাকর্ষিকা॥
সকল নাশয়ে ভক্তি জীবে নাহি জানে।
নিরবধি আকর্ষয়ে তবু নাহি মানে॥
রসিক ব্যতীত ভক্তি অন্যে নাহি জানে।
সাধনে করয়ে পাক প্রেমলাভ জ্ঞানে॥
উছলিয়া প্রেম যবে সর্ব্বত্র বেড়াবে।
কামাদির বীজ যত দেহে জাড়া যাবে॥
রহস্য-বারতা এই কহিনু তোমারে।
আমার বাতুল চেষ্টা না কহ কাহারে॥
পুরুষ প্রকৃতি ইথে সবে অধিকারী।
সবার সাধন এই কহিনু বিচারি॥
ব্রজ অনুসারে হয় এ সাধন ক্রম।
তাহা ছাড়া যত হয় সেই সব ভ্রম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অতএব এই গুহ্য সাধনের ক্রম।
গুর্ব্বাশ্রয় করি কর সর্ব্বদা শিক্ষণ॥
তবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ হবে দরশন।
পুরাণ তন্ত্রেতে এই আছয়ে লিখন॥
স্নিগ্ধভাবে গুরুপদ যে করে আশ্রয়।
সেই সে রহস্য কথা জানিতে পারয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎ সর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥
(শ্রী মঃ ভাঃ ১।১।৮)

অত্যন্ত রহস্য রসরূপ বস্তু হয়।
নিত্য বৃন্দাবনে পদ্মোপরি বিরাজয়॥
শ্রীগুরুপ্রসাদ হৈলে রসের সাধন।
পদ্মোপরি সেই বস্তু হয় দরশন॥
রসের সাধকে শাস্ত্রে রসিক কহয়।
ইহা ছাড়া আর যত অরসিক হয়॥
রসিক লইয়া রস মশলা মিলায়ে।
ভিয়ান করয়ে রস বস্তু আরোপিয়ে॥
রস গাঢ় হেতু বস্তু বীজ সুনিশ্চয়।
বস্তু বীজ বিনা রস গাঢ় নাহি হয়।
মহাজন কৃত পদ করহ শ্রবণ।
চণ্ডিদাস করিলেন রসিক বর্ণন॥

পদম্—

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহ সে রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক হয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সখি হে রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়ে,
রসিক বলিয়ে তারে॥
রস পরিপাটী, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরয়ে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রসপান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পূরিয়া করে।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে,
উছলিয়া বহি পড়ে॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা সে, রসিক না প্যালে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ॥

* * * *

শ্রীরসিকেশ্বর কৃষ্ণ শ্রীরাধারমণ।
রাসোৎসবে মত্ত সদা লঞা গোপীগণ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোৎসবসমুৎসুকম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরম্॥

এবে শুন রসরাজ উপাসনা কথা।
যে কথা শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা॥
সহস্র পত্রক পদ্ম শ্রীমহাগোকুল।
তাহাতে বিরাজে গোপ গোপিকা গোকুল॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই পদ্ম কর্ণিকার মহাবৈকুণ্ঠেতে।
শ্রীবিষ্ণু বিরাজমান রমার সঙ্গেতে॥
অনন্তাংশ সম্ভব শ্রীরোহিণীনন্দন।
নিত্য অধিষ্ঠান ভূত তথা শ্রীবদন॥
অনন্তাংশ সম্ভবার্থে ব্রহ্মজ্যোতির্ভাগ।
যে ভাগে উৎপন্ন শ্রীগোকুল মহাভাগ॥
এই লাগি গোকুলের মহৎপদাখ্যান।
তার পর কহি যাহা কর অবধান॥

সহস্র পত্রকযুক্ত গোকুল পদ্মের।
কর্ণিকারোপরে ধাম আনন্দ কৃষ্ণের॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম্ তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

(আনন্দ আশ্রম সংস্করণে ৫।২)

গুণত্রয়াতীত সর্ব্বদুঃখ বিমোচন।
অমৃত স্বরূপ মন প্রাণ উন্মাদন॥
সর্ব্ব সুখময় ধাম মহাযন্ত্রাকার।
প্রকৃতি বলিয়া হয় আখ্যান যাহার॥
অনুরাগ বর্ণ তার ষট্‌কোণ বিশিষ্ট।
বজর কীলক তার কহে যত শিষ্ট॥
ষড়ঙ্গ বিশিষ্ট ষট্‌পদী সেই ধাম।
যেই সে ধামের হয় বৃন্দাবনাখ্যান॥
সেই বৃন্দাবনান্তেতে এক পদ্ম হয়।
অষ্টদল সেই পদ্ম কহিনু নিশ্চয়॥
অষ্টদলে অষ্টসখী করেন বিরাজ।
শুন তার মধ্যে যৈছে রহে রসরাজ॥
সে পদ্মের কর্ণিকার উপরে বেদিকা।
রত্ন বেদী বলি যার আছে আখ্যায়িকা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সে বেদিকোপরে গন্ধযুক্ত সুকোমল।
অতি মনোহরাসন করে ঝল মল॥
ত্রিধারে শোভিত তার উত্তমোপাধান।
সেই সে আসন মাঝে কৃষ্ণ ভগবান॥
হ্লাদিনী প্রকৃতি সহ করেন বিরাজ।
নিজ নিজ সেবা করে সখীর সমাজ॥
জ্যোতির্ম্ময় মহামন্ত্র কামবীজ সহ।
আনন্দাহ্লাদিনী তথা শোভে অহরহ॥
প্রেমানন্দ মহানন্দ রসের স্বরূপ।
আনন্দাহ্লাদিনী হয় জানি রসভুক॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ম্—

কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম॥

(আনন্দ আশ্রম সংস্করণে ৫।৩-৪)

শ্রীবারাহে চ—

ইদং পদ্মং মহাভাগ সর্ব্বেষাং মুক্তিকারকম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবী কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

সেই রসরাজ কৃষ্ণ সদা শক্তিমান্।
পরম পুরুষ রসরূপ ভগবান্।
সকলের আদি লিঙ্গরূপী মহেশ্বর॥
মহেশ্বর শব্দার্থেতে জানি সর্ব্বেশ্বর॥
সেই লিঙ্গে আবির্ভূত কমলার পতি।
মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা জানিহ সুমতি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শক্তি শব্দে যোনি লিঙ্গ শব্দে মহেশ্বর।
অতএব লিঙ্গ শক্তিমান সর্ব্বেশ্বর॥
সেই সর্ব্বেশ্বর হয় পুরুষ পরম।
পরমা প্রকৃতি যোনি কহিনু মরম॥
পরমা প্রকৃতি যুক্ত কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর।
অতএব কৃষ্ণ শক্তিমান নিরন্তর॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—

শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥

(আনন্দ আশ্রম সংস্করণে ৫।১৪)

পরমা প্রকৃতি সেই হ্লাদিনী প্রকৃতি।
পরম পুরুষ কৃষ্ণ হ্লাদিনীর পতি॥
হ্লাদিনী আনন্দ কাম বীজ মন্ত্র সহ।
সেই অষ্টদলে লীলা করে অহরহ॥
হ্লাদিনী আনন্দ হৈতে যে অমৃত ক্ষরে।
সে অমৃত ভাগ্যবান জীবে পান করে॥
শ্রীমন্মথ বীজযুক্ত রসন মন্ত্রেতে।
তাঁর উপাসনা হয় জানিহ মনেতে॥
সেই মন্ত্র আর যত উপাসনা ক্রম।
গুরুপাদপদ্ম সেবি করিবে শিক্ষণ॥
অষ্টদলাশ্রিত সেই প্রকৃতি আনন্দ।
যেরূপে পূজিত হন শুন সর্ব্ববন্দ্য॥
প্রাকৃত আসনে হৃদাসন করি জ্ঞান।
উপবেশনের লাগি করিবে প্রদান॥
প্রাকৃত পাদ্যেরে ভাবি পাদ্য ভাবামৃত।
শ্রীপদে অর্পিবে তাঁর হঞা সাবহিত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাকৃত অর্ঘ্যেরে মন অর্ঘ্য করি জ্ঞান।
রসরাজ-পদে দিবে হঞা সাবধান॥
প্রাকৃতাচমনীয়কে ভাবি ত্রিজীবন।
আচমন লাগি তাঁরে করিবে অর্পণ॥
প্রাকৃত জীবনে ত্রিজীবন করি জ্ঞানে।
প্রেমানন্দে স্নান করাইবে ভগবানে॥
প্রাকৃতাঙ্গ মঞ্জুনীরে বুদ্ধি জ্ঞান করি।
শ্রীঅঙ্গ মুছাবে তাঁর শ্রীশ্রীঅঙ্গ ধরি॥
প্রাকৃত পীত বসনে লজ্জা করি জ্ঞান।
পরাইবে রসরাজে হঞা সাবধান॥
প্রাকৃত চন্দনে ভাবি পিরীতি চন্দন।
রসরাজ পাদপদ্মে করিবে অর্পণ॥
প্রাকৃত পুষ্পকে মনঃ পুষ্প করি জ্ঞান।
চরণ পূজিবে তাঁর হঞা সাবধান॥
প্রাকৃত তুলসীপত্রে প্রকৃতি ভাবিয়া।
রসরাজে প্রদানিবে প্রফুল্ল হইয়া॥
প্রাকৃত ধূপকে প্রাণ ভাবনা করিয়া।
কৃষ্ণ অগ্রে দিবে কৃষ্ণ বিরহাগ্নি দিয়া॥
প্রকৃতিস্থ হঞা লিঙ্গ ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়।
জীবের অজ্ঞান অন্ধ তমো বিনাশয়॥
প্রাকৃত দীপেরে সেই স্বরূপ ভাবিয়া।
কৃষ্ণের পার্শ্বেতে দিবে ভকতি করিয়া॥
প্রাকৃত নৈবেদ্য মনোবৃত্তি উপচারে।
নির্ম্মিত জানিয়া দিবে নন্দের কুমারে॥
প্রাকৃত ঘণ্টাকে অনাহত জ্ঞান ধ্বনি।
জানিয়া বাজারে কৃষ্ণ অগ্রে দ্বিজমণি॥
প্রাকৃত জীবনে রস করিয়া ভাবন।
রসরাজে পান লাগি করিবে অর্পণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রাকৃত তাম্বুলে চতুঃষষ্টি রসজ্ঞানে।
অর্পণ করিবে রসরাজ ভগবানে ॥
আচমনী অনুসারে পুনরাচমনী।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণে দিবে দ্বিজমণি॥
প্রাকৃত মাল্যকে নানা ভাব মাল্যজ্ঞানে।
কৃষ্ণের গলায় দিবে পরানন্দ মনে॥
প্রাকৃত শায়ক দীপে উক্ত দীপ জ্ঞানে।
আরাত্রিক করিবেক কৃষ্ণ ভগবানে॥
প্রাকৃত পঞ্চম পুষ্পে ভক্তিপুষ্প জানি।
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি কৃষ্ণে দিবেক গেয়ানী॥

প্রাকৃত চামরে প্রাণবায়ূ করি জ্ঞান।
শ্রীঅঙ্গে বাতাস দিবে হেরি শ্রীবয়ান॥
প্রাকৃত শয্যারে হৃদিশয্যা করি মনে।
তদুপরি রসরাজে করাবে শয়নে॥
রসরাজ উপাসনা তত্ত্বকথা যাহা।
দিগদরশনরূপে কহিলাম তাহা॥
রসরাজাভিন্ন মূর্ত্তি গুরুসন্নিধানে।
যথাক্রমরূপে সব করিবে শিক্ষণে॥

সুখময় বৃন্দাবন বেদ অগোচর।
সুখদ পুরুষ শ্যাম সর্ব্বমনোহর॥
সুখদা প্রকৃতি রাধা শ্যাম-বিমোহিনী।
শ্যামপ্রেম-বিলাসিনী গোপীগণাংশিনী॥
সেই রাধাশ্যাম ব্রজে সদা কেলি করু।
তুহুঁক অধরামৃতে তুহুঁ মুখ ভরু॥
শ্রীরাধা-শ্যামের কেলি বিলাস-রভস।
শ্রবণাস্বাদনে জানি শ্রীমধুর রস॥
বিলাসের পদ কহি শুন সাবধানে।
যাহাতে জানিয়ে গূঢ় লীলার সন্ধানে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পদম্—

সুখময় বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তাহিঁ সুখ অনুপাম॥
দুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর॥
দুহুঁ কেলি পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস-রভস রসে কেহ নহে কম॥
সুরত মূরত দুহুঁ করু পরকাশ।
রতিপতি হৃদয়েতে লাগত তরাস॥
অদভূত পরিরম্ভনে ধনী লাজ।
নূপুর রুণু ঝুনু কিঙ্কিণী বাজ॥
এক তনু এক মন একহি পরাণ।
দুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
শ্রমজলে ভীগল দুহুঁজন গায়।
দুহুঁ রতি সায়রে ওর না পায়॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বি সমাধল কেলি।
দুহুঁক সেবনে এ গোবিন্দ গেলি॥

* * * *

বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখমণ্ডল,
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল, শ্রবণে দোলিত-ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরী তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি বিপরীত, সময়ে যদি রাখবি,
কি করব হরিহর ধাতা॥ ধ্রু॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিঙ্কিণী কিণি কিণি, কঙ্কণ কণ কণ,
কল কল নূপূর বাজে।
নিজ মদে মদন, পরাভব মানল,
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে একু জঘন, সঘন রব করইতে,
হোয়ব সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি, ওরস গাহক,
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥

* * * *

বিরমল রতি রণ, বৈঠল দুহুঁ জন,
মুছই দুহুঁ মুখচন্দ।
দুহু জন বদনে, তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি বলিয়া, বদন পুন চুম্বই,
দুহুঁ দুহুঁ তনু বিনু ঠাই॥ ধ্রু॥
নীল পীত বসনে, শোভিত ভেল তনু,
মণিময় অভরণ সাজ।
যৈছন রসিক, রমণী রস নাগরী,
তৈছন বিদগধ রাস॥
কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়ল,
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম, শোভিত নবপল্লব,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

* * *

অলস বিলাস কথা করহ শ্রবণ।
যাহা হৈতে সেবাতত্ত্ব জানি অনুক্ষণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পদম্—

রতি রস অবশ, অলস অতি ঘূর্ণিত,
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুলোভে ভ্রমর, ভ্রমরীগণ ঝঙ্করু,
বিকসিত ফল ফুলপুঞ্জে॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলী,
তুহুঁ রূপ অতি উজোর। ধ্রু॥
ভুজে ভুজে ছন্দ, বন্ধ করি সুন্দরী,
শ্যামর কোরে ঘুমায়।
রতি রসে আলিস, তুহুঁ তনু ঢ়র ঢ়র
প্রিয়সখী চামর ঢুলায়।
সুবাসিত বারি, ঝারি ভরি রাখত,
মন্দিরে তুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে, পদতলে শুতলি,
সহচরী গোবিন্দদাস॥

* * * *

রতি অবসানে, শ্যাম হিয়ায় শুতলি,
শরদ ইন্দুমুখী বালা।
মরকত মদনে, কোই জনু পূজল,
দেই নব চম্পকমালা॥
শ্যাম বয়ান'পর, বয়ান বিরাজই,
হিয়া'পর কুচগিরি সাজে।
কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল,
মদন মহোদধি মাঝে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যৌবন তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
অধরহি অধর মিশাল।
বেঢ়ল মৃণাল, হেম নীলমণি জনু,
বান্ধুলি যুগ রসাল॥
ঘন সৌদামিনী, দুকূলে দুকূলে জনু,
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়ি চারু, অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দদাস॥

* * * *

সখি হের দেখ'সিয়া রঙ্গ।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত,
নাগরী নাগর সঙ্গ॥ ধ্রু॥
শুতলি কিশোরা নাগরের কোরে,
আবেশে অবশ গা।
নিন্দালি সুন্দরি, আপনা পাশরি,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
দিয়া মুখে মুখ, ভুজলতা বেড়ি,
সুখে ঘুমায়ল দুহুঁ।
চরণ পরশে, আনন্দ আবেশে,
জাগল নাগর পহুঁ॥
হেরইতে মুখ, কত উঠে সুখ,
তরাসে হেলিছে গা।
পাছে নড়ে ধনী, চান্দর বদনী,
জাগিলে ঘুচাবে পা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ইহ রসভরে, নিমগণ পহু,
মনেতে ভাবিয়া বাধা।
চণ্ডিদাস বাণী, শুনলো রমণী,
যে গুণে ভজিল রাধা॥

* * * *

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
শুতলি পালঙ্ক উপর॥
কুসুমহি রচিত বিথান।
কুসুমহি চারু সিথান॥
কুসুম রচিত কত তায়।
সৌরভে অলিকুল ধায়॥
দুহুঁ ঘুমায়ল তাহে সুখে।
দুহুঁ আরোপিয়া দুহুঁ মুখে॥
তনু তনু জড়িত করিয়া।
আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥
নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে।
সখীগণে শুতলি পাছে॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি যত।
শুতলি কুঞ্জের চারিভিত॥
পশু পাখী নিশবদ ভেল।
রজনী অধিক বহি গেল॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস।
বিদ্যাপতি রসভাষ॥

* * * *

শুনহ রাধিকাপ্রিয় শ্রীবংশীবদন।
প্রকৃতি অতীত অতি ধবল বরণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সহস্র পত্রক পদ্মাকার অপরূপ।
শ্রীগোকুল ধাম নিত্য চিন্ময় স্বরূপ॥
শ্রীগোকুল বৃন্দাবন শ্রীব্রজমণ্ডল।
একই স্বরূপ হয় জানিবে সকল॥
তাহে ভক্তি যমুনার শ্রদ্ধারূপ তীরে।
প্রেম-কল্পবৃক্ষতলে শ্রীভাব-মন্দিরে॥
মন-সিংহাসনোপরি চিত্তাসন সাজে।
তদুপরি অত্যাশ্চর্য কমল বিরাজে॥
রসের কমল সেই রাগের বরণ।
তার কর্ণিকারে রহে পুরুষ রতন॥
সেই সে পুরুষরত্নে কহি রসভূপ।
হ্লাদিনী সহিত সদা একাত্ম স্বরূপ॥
তার মধ্যে অবিচিন্ত্য নিত্য বৃন্দাবন।
যাহার স্বরূপ আগে করেছি বর্ণন॥
হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা অষ্ট সখী যাঁরা।
অষ্টদলে রহি রসরাজে সেবে তাঁরা॥
হেন রসরাজে অপ্রাকৃত উপচারে।
পূজিবে শরণ লঞা কহিনু তোমারে॥
অপ্রাকৃত উপচার যেই রূপে হয়।
আগে কহিয়াছি আমি সেই সমুদয়॥
রসরাজরূপী গুরু করুণা ব্যতীত।
ঐছে পূজাক্রম নাহি মিলে কদাচিত॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষাগ্রন্থ বর্ণে প্রেমদাস॥

ইতিশ্রীমদ্বংশীশিক্ষায়াং প্রাকৃতপূজাদি-
তত্ত্বশিক্ষণং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥ ৩ ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চতুর্থোল্লাসঃ।

গ্রন্থাকৃতা নমস্কারাঃ।

স্বশক্ত্যালিঙ্গিতং দেবং চিদানন্দময়ং গুরুম্‌।
সদ্রূপং নির্গুণং বন্দে শিষ্যানুগ্রহতৎপরম্‌॥
বন্দে বৃন্দাবনাধীশৌ নবদ্বীপনিশাকরৌ।
সদ্ভক্তোপাসিতৌ দেবৌ শ্রীমৎগৌরগদাধরৌ॥
শ্রীমদ্রাসরসাসক্তৌ গোপিকানন্দবর্দ্ধনৌ।
নাগরীনাগরৌ বন্দে প্রকৃতিপরমেশ্বরৌ॥
শ্রীগদাধরবামস্থাং বংশিকাং রাধিকাপ্রিয়াং।
অনঙ্গমঞ্জরীরূপাং নমামি হরিবল্লভাম্‌॥
শ্রীবংশীবদনাভিন্নং রামকৃষ্ণপ্রিয়ং প্রভুম্‌।
শ্রীমদ্রামমহং বন্দে পতিতাধমতারণম্‌॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র পতিতের গতি॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা-রমণ।
জয় জয় বলরামচন্দ্র রেবতী-রঞ্জন॥
রসিক নাগর জয় রসিকের প্রাণ।
শ্রীপ্রাণবল্লভ জয় পূর্ণানন্দধাম॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর প্রাণধন।
জয় রামচন্দ্র প্রভু জাহ্নবানন্দন॥
জয় নিত্যানন্দপ্রিয়া বসুধা জাহ্নবা।
জয় গঙ্গা ঠাকুরাণী মাধব-বল্লভা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীহরি গোসাঞি জয় জয় শ্রীনিবাস।
জয় গৌর ভক্তগণ জয় কৃষ্ণদাস॥
রসরাজ উপাসনা করিয়া শ্রবণ।
করজোড় হঞা কন শ্রীবংশীবদন॥
অষ্টদলে অষ্টসখী বিরাজ করয়।
সেই সখীদের তত্ত্ব কহ কৃপাময়॥
বংশীর বচন শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
হাসিয়া কহেন শ্রীবংশীর কর ধরি॥
ওহে বংশী ব্রহ্ম যজ্ঞোদ্ভবাবংশী যেই।
তোমাকে সাযুজ্য তার জানি মুঞি এই॥
তুমি হও বলদেব অনন্তের অংশ।
মোর লাগি বিপ্রকূলে হৈলা অবতংস॥
অনঙ্গমঞ্জরী তুমি রাই সহোদরী।
অনঙ্গনাশিনী দেবী বরজ সুন্দরী॥
সর্ব্ব তত্ত্ব তব বেদ্য হয়ত নিশ্চয়।
তথাপি জিজ্ঞাস মোরে এ বড় বিস্ময়॥
অত্যন্ত রহস্য হয় সখীদের কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা॥
হ্লাদিনীর তীব্র বামা প্রিয় বৃত্তি যেই।
সেই বৃত্তিরূপা শ্রীললিতা জানি এই॥
সুবামতা মধ্যা আর ধ্যান নিষ্ঠা করি।
বৃত্তিরূপা হয় জানি বিশাখা সুন্দরী।
দক্ষিণা মৃদ্বীতা আর অত্যাশ্চর্য করি।
বৃত্তির স্বরূপা চিত্রা প্রেমের বল্লরী॥
বামতা তীক্ষ্ণতা মধ্যা বৃত্তি যেই হয়।
সেই বৃত্তিরূপা শ্রীচম্পকলতা কয়॥
দক্ষিণা প্রখরা বৃত্তি হ্লাদিনীর যেই।
সেই বৃত্তিরূপা তুঙ্গ বিদ্যা মানি এই॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রখরা অমৃতস্রাবী বামা বৃত্তি আর।
সেই বৃত্তিরূপা ইন্দুলেখা জানি সার॥
হ্লাদিনীর সুবামতা মধ্যা রঙ্গকরী।
বৃত্তিরূপা রঙ্গদেবী বয়স্যা সুন্দরী॥
প্রখরা দক্ষিণা বামা নানা ক্রীড়ারতা।
হ্লাদিনীর যেই বৃত্তি শাস্ত্রের বারতা॥
সেই বৃত্তিরূপা সুদেবিকা সখী হয়।
অষ্টসখী তত্ত্ব এই জানহ নিশ্চয়॥

মঞ্জরীর তত্ত্ব এবে কর অবধান।
সাধনের অঙ্গ মধ্যে যে তত্ত্ব প্রধান॥
হ্লাদিনীর রূপ রূপা শ্রীরূপমঞ্জরী।
রসের স্বরূপা রসমঞ্জরী নাগরী॥
হ্লাদিন্যঙ্গ গন্ধরূপা মঞ্জরী কস্তূরী।
গুণের স্বরূপা গুণমঞ্জরী চতুরী॥
লীলার স্বরূপা লীলামঞ্জরীরে জানি।
বাক্যামৃতরূপা মধুমঞ্জরী বাখানি॥
সুস্বর স্বরূপা ভৃঙ্গমঞ্জরী যে হয়।
প্রেমের স্বরূপা প্রেমমঞ্জরী নিশ্চয়॥
বিলাস স্বরূপা হয় বিলাসমঞ্জরী।
রতির স্বরূপা রতিমঞ্জরী সুন্দরী॥
ভাবের স্বরূপা ভাবমঞ্জরীরে মানি।
প্রীতির স্বরূপা প্রীতিমঞ্জরী বাখানি॥
কামের স্বরূপা কামমঞ্জরী কহয়।
অনঙ্গমঞ্জরী আর কেহ কেহ কয়॥
পদ্মগুণরূপা পদ্মমঞ্জরী নিশ্চিত।
সৌভাগ্যস্বরূপা ভানুমঞ্জরী বিদিত॥
রাগের স্বরূপা রাগমঞ্জরী সুন্দরী।
সুপ্রসিদ্ধ গন্ধরূপা কর্পূর মঞ্জরী॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সখীমঞ্জরীর তত্ত্ব অত্যন্ত বিস্তার।
দিগদরশন মাত্র করিলাম তার॥
মঞ্জরীর স্থিতি হয় যেই যেই স্থানে।
জানিবে সে সব তত্ত্ব গুরু সন্নিধানে॥
হ্লাদিন্যঙ্গরূপা আর হ্লাদিন্যঙ্গোদ্ভাবা।
শ্রীসখীমঞ্জরী এই নিশ্চয় জানিবা॥
চিত্তত্ত্বে দেখিয়ে যাহা লীলাতত্ত্বে তাই।
চিল্লীলা যুগল তত্ত্ব অভেদ সদাই॥
জড়মতি কর্ম্মী জীব ইহা না বুঝয়।
রসিক ভকতে মাত্র এ তত্ত্ব জানয়॥
চিল্লীলা যুগল তত্ত্বামৃত আস্বাদনে।
যে আনন্দ হয় তাহা না যায় বর্ণনে॥
মন্মথের মনমথে যেবামৃত ক্ষরে।
রসিক ভকতে তাহা নিত্য পান করে॥
মন্মথ মথনে মিলে মন্মথ মদন।
সর্ব্বশাস্ত্রে এই কথা গায় ঋষিগণ॥
ইহার নিগূঢ় অর্থ শ্রীগুরু-কৃপায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ জানিতে পারয়॥
চিল্লীলা যুগল-তত্ত্ব জ্ঞান যার হয়।
মন্মথ মথন সেই করিল নিশ্চয়॥
মন্মথার্থে কামদেব মনজ আখ্যান।
তাঁহার আশ্রয় স্থান কর অবধান॥
পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদে গুল্‌ফে দ্বিতীয়ায়।
উরুদেশে তৃতীয়ায় কহিনু তোমায়॥
চতুর্থীতে উৎপত্তির স্থানেতে জানিবে।
নাভিদেশে পঞ্চমীতে শাস্ত্রেতে দেখিবে।
দক্ষা ষষ্ঠী দিনে কুচে হৃদে সপ্তমীতে।
অষ্টমীতে কক্ষদেশে কহিনু নিশ্চিতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নবমীতে কণ্ঠদেশে ওষ্ঠে দশমীতে।
গণ্ডেতে বিরাজ করে গোবিন্দ-তিথিতে॥
দ্বাদশীর দিনে কাম রহয়ে নয়নে।
ত্রয়োদশীর দিনে কর্ণে কহে মুনিগণে॥
চতুর্দ্দশী দিনে রহে ললাট দেশেতে।
শিখামূলে পূর্ণিমায় জানিবে মনেতে॥
দক্ষে পুরুষের আর বামেতে নারীর।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষে বিপর্য্যয় স্থির॥
যেই দিনে যথা কাম অধিষ্ঠান হয়।
সেই দিনে তথা তাঁরে করিবে মথন॥

তথাহি স্মরদীপিকায়াং—

পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্‌ফকে।
ঊরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ॥
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যান্তু কুচমণ্ডলে।
সপ্তম্যাং হৃদয়ে চৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ
নবম্যাং কণ্ঠদেশে চ দশম্যাং চোষ্ঠদেশতঃ।
একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা॥
শ্রবণে চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে।
পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যমিতি চ ক্রমাৎ॥
যত্র যত্র বসেৎ কামস্তত্রৈবেত্যাদিষু ক্রমাৎ॥

মথনের মন্ত্র ক্রম গুরু সন্নিধানে।
অবশ্য পাইবে এই কহিনু সন্ধানে॥
মন্মথ মথন মন্ত্র ক্রম হয় যাহা।
রতি কবিদের হয় শিক্ষণীয় তাহা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি তত্রৈব—

মন্ত্রেণানেন কর্তব্যং জ্ঞাতব্যং রতিকোবিদৈঃ॥

রতি শব্দে রসরাজ কৃষ্ণাশক্তি হয়।
শব্দ শাস্ত্রে এই কথা ফুকারিয়া কয়॥
মন্মথের পঞ্চশর অত্যাশ্চর্য্যময়।
যাহার আঘাতে বংশী সর্ব্বস্ব হরয়॥
সম্মোহন সমুদ্বেগ বীজ সুনিশ্চয়।
স্তম্ভন কারণোন্মত্ত বীজ চারি হয়॥
চৈতন্যহারক আর জ্বালন কীর্ত্তন।
মন্মথের পঞ্চবাণ এই নিরূপণ॥
ভরতের মতে সম্মোহন উন্মাদন।
শোষণ তাপন আর স্তম্ভন পঞ্চম॥
ব্রজের নিগূঢ় রস শ্রীভরত জান।
অতএব তাঁর বাক্য সরব প্রধান॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং স্তম্ভনকারণম্।
উন্মত্তবীজং জ্বলনং শশ্বচ্চেতনহারকম্॥

শ্রীভরতোক্তৌ চ—

সম্মোহনোন্মদনৌ-চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কমল অশোক আর আম্রের মুকুল।
রকত উৎপল যার নাহি সমতুল॥
এই পঞ্চ পুষ্প পঞ্চবাণের সায়ক।
সম্মোহন প্রভৃতির হয় নিয়ামক॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি অলঙ্কারশাস্ত্রে—

অরবিন্দমশোকঞ্চ চুতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ॥১০

(অমরকোশ ১।২৬ এর রামাশ্রমী টীকা হইতে উদ্ধৃত)

পঞ্চ পুষ্প গুণবাণে মনজ মদন।
জীবের সকল বৃত্তি করয়ে হরণ॥
অতএব কামদেবে করিয়া মথন।
রসরাজ পাদপদ্ম করিবে ভজন॥
কাম মথনের ক্রম যেইরূপ হয়।
শাস্ত্রমতে কহি তাহা করিয়া নিশ্চয়॥
সবাজ গোবিন্দমন্ত্র আর তাঁর নামে।
মথন করিবে পাদাঙ্গুষ্ঠস্থিত কামে॥
সবীজ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে।
মথিবে গুল্‌ফস্থ কামে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে॥
সবীজ কেশব-মন্ত্র আর তাঁর নামে।
উরুস্থ মদনে মথ কহিনু সন্ধানে॥
সবীজ শ্রীহরি-মন্ত্র শ্রীহরিকীর্ত্তনে।
গুহ্যস্থানস্থিত কামে করিবে মথনে॥
সবীজ অচ্যুত-মন্ত্র আর তাঁর নামে।
মথন করিবে নাভিদেশস্থিত কামে॥
সবীজ মাধব-মন্ত্র মাধব গানেতে॥
মথিবে কূচস্থ কামে শাস্ত্রানুসারেতে॥
সবীজ গোপাল-মন্ত্র শ্রীগোপাল গানে।
মথন করিবে কক্ষদেশস্থিত কামে॥
সবীজ শ্রীশ্যামলাঙ্গ মন্ত্র নাম করি।
মথিবে কণ্ঠস্থ কাম গুরুবাক্য ধরি॥
সবীজ শ্রীগোপীনাথ-মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে ওষ্ঠ বিরাজিত কামে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সবীজ ব্রজ-বল্লভ-মন্ত্র নাম গানে।
মথিবে গণ্ডস্থকাম কহিনু সন্ধানে॥
বীজসহ রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র নাম ধরি।
আঁখিস্থিত কামে মথ মন দৃঢ় করি॥
সবীজ শ্রীহৃষিকেশ-মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে কর্ণ বিরাজিত কামে॥
সবীজ গরুড়ধ্বজ-মন্ত্র নামে আর।
মথিবে ললাটস্থিত কাম দুর্ণিবার॥
বীজসহ চক্রপাণি মন্ত্র আর নামে।
মথন করিবে শিখামূলস্থিত কামে॥
কিংবা স্বীয় মন্ত্র মন্ত্রদেব নাম গানে।
সর্ব্বস্থানস্থিত কামে মথ সুবিধানে॥
কেহ কেহ স্মরশাস্ত্র উক্ত মন্ত্র দ্বারা।
মথন করয়ে কাম হঞা দিশাহারা॥
পাদাঙ্গুষ্ঠ গুল্‌ফস্থিত মনজ মথনে।
তথা তথা মন্ত্র নাম না কর স্মরণে॥
নিন্দ্যাঙ্গেতে মন্ত্র নাম স্মরণ নিষেধ।
ভক্তিহীনে এ বাক্যের করে প্রতিষেধ॥
অরবিন্দ সায়কেতে সম্মোহন জানি।
অশোক সায়কে সমুদ্বেগোন্মাদ মানি॥
মুকুল সায়কে দেখি শোষণ স্তম্ভন।
নব মল্লিকার স্বরে তাপন জ্বালন॥
রকত উৎপল শরে চৈতন্যহরণ।
এই পঞ্চপুষ্প শর কামের ধারণ॥
এই পঞ্চশর কাম মায়িক জনার।
উপরে সজোরে দেখি হানে অনিবার॥
এ হেতু জীবের নিজ বৃত্তি সমুদায়।
কামের শরণাগত হইবারে ধায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হেনারি আত্মভূ যবে হইবে মথন।
তখন লভিবে জীব প্রেমরত্ন ধন॥
প্রেমরত্ন ধনে হৈল হৃদয় পূরণ।
অপ্রাকৃত মদনের হবে দরশন॥
প্রাকৃত কামের দেখি যৈছে ব্যবহার।
অপ্রাকৃত মদনের তৈছে সে আকার॥
দরশন প্রদানিয়া প্রাকৃত মদন।
সম্মোহন সমুদ্বেগ উন্মাদ শোষণ॥
স্তম্ভন তাপন আদি চৈতন্যহরণ।
স্বাপ্রাকৃত পঞ্চশরে করে সর্ব্বক্ষণ॥
বদনারবিন্দ শরে করে সম্মোহন।
অঙ্গ গন্ধাশোক শরে করে উন্মাদন॥
সমুদ্বেগ আদি সেই সায়কে করয়।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয়॥
স্ববাক্যাদি রসরূপ মুকুল বাণেতে।
শোষণ স্তম্ভন করে বহু প্রকারেতে॥
নিজাঙ্গাভারূপ নব-মল্লিকার শরে।
তাপন জ্বালন করে জানিহ অন্তরে॥
অনুরাগোৎপল শরে চৈতন্যহরণ।
অপ্রাকৃত মন্মথের এই ত লক্ষণ।
সম্মোহন গুণে গৃহ আদি বিস্মারয়।
সমুদ্বেগোন্মাদ গুণ শুন সদাশয়॥
সমুদ্বেগ গুণে তারে সঙ্গম কারণ।
স্পৃহান্বিত রসরাজ করে সর্ব্বক্ষণ॥
উন্মাদের গুণে কৃষ্ণ করে আত্মসাৎ।
কহিনু রহস্য কথা তোমার সাক্ষাৎ॥
শোষণের গুণে দেহস্থিত সর্ব্ব রস।
শুষিয়া করয়ে দেহ সর্ব্বদা অবশ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

স্তম্ভনের গুণে দেহ করয়ে জাড়ন।
তাপনাদি গুণে দেহ দগ্ধে অনুক্ষণ॥
চৈতন্যহরণ গুণে করেন অজ্ঞান।
সম্মোহনাদি গুণের এই ত সন্ধান॥
অত্যন্ত রহস্য-কথা কহিনু তোমায়।
বেদাতীত তত্ত্ব এই বিজ্ঞজনে গায়॥
ইহার বিশেষ তত্ত্ব শ্রীগুরু-প্রসাদে।
গুরুভক্তজনগণ পাইবে অবাধে॥

তথাহি শ্রীমচ্ছকড়িদেবেনোক্তং—

শ্রীমদ্‌গুরুপ্রসাদেন মন্মথোন্মথনং মনুম্।
লভন্তে মানবা নূনং শ্রুতিরেষা পুরাতনী॥

অগ্রেতে গুরুর পদে লইবে শরণ।
তার পর তদাজ্ঞায় ধরম বর্জ্জন॥
ধর্ম্মার্থে আশ্রমবর্ণ ধর্ম্ম এই হয়।
যাহার চরম ফল মোক্ষ বেদে কয়॥
তাহা ছাড়ি গুরু কৃষ্ণ যুগল চরণে।
মন প্রাণ আদি সব করিবে অর্পণে॥
তবে ত মন্মথ বংশী হইবে মথন।
তবে স্বানুকূল্যে হবে কৃষ্ণানুশীলন॥
তবে ত নির্ব্বিঘ্নে নন্দে যোড় ডঙ্কা মারি।
নিত্য বৃন্দাবনে পাবে শ্রীহরি ফুকারি॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই লঙ্ঘন না হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(শ্রী ম. ভ. গী ১৮।৬৬)

নিত্য বৃন্দাবনে নাই মন্মথ বিলাস।
প্রেমের বিলাস তথা জানিবে নির্য্যাস॥
মন্মথ মথন রসরাজ কৃষ্ণ হয়।
এ হেতু মন্মথ ক্রীড়া তাঁর কভু নয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ॥
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

(শ্রী ম. ভা. ১০।৩২।২)

কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীনা।
প্রেমের স্বরূপা কৃষ্ণ-সেবাতে প্রবীণা॥

তথাহি তন্ত্রে—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ॥

এই লাগি উদ্ধবাদি কৃষ্ণভক্তগণ।
গোপীদেহ লভিবারে করেন প্রার্থন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি তত্রৈব—

ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ।।

গোপীভাব বিনা কেহ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে।
রসরাজে নাহি পায় জানিবে মনেতে ।।
সর্ব্বভাব ছাড়ি গোপীভাবাশ্রয় করি।
গোপী অনুসারে ভজ রসরাজ হরি ।।
আমি রসরাজপদে পতিতা কিঙ্করী।
যাহা হয় করু মোর রসরাজ হরি ।।
আলিঙ্গনে করে করু আনন্দ প্রদান।
চরণ মর্দ্দনে পেষে পিষুক পরাণ ।।
অদর্শনে মর্ম্মাহত করে সে করুক।
কিছুতেই মোর নাহি হইবেক দুঃখ ।।
লম্পটের যাহা ইচ্ছা করুক সাধন।
মোর কিন্তু সেই মাত্র সরবস ধন ।।

শ্রীমুখবচনম্—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো-
মৎপ্রাণনাথস্তু.স এব নাপরঃ ।।

(শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টকং)

গোপী অনুসারে এই নৈষ্ঠিক ভজন।
তুয়া সন্নিধানে মুঞি করিনু কীর্ত্তন ।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোপী অনুসারে পরকীয়া ভাবে যেবা।
নিত্য বৃন্দাবনে রসরাজে করে সেবা॥
সেই ভাগ্যবান্ জীব রসের রাজারে।
প্রেমেতে বাঁধিয়া রাখে হৃদয় মাঝারে॥
অত্যন্ত রহস্য এই কহিনু তোমারে।
গোপনে রাখিবা ইহা না কহ কাহারে॥
পরম গোপন ইহা সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
গোপনে রাখিবে যেন মঞ্জুষা-মাঝার॥
কর্ম্মজ্ঞানশূন্য শুদ্ধ অন্তরঙ্গ জনে।
শিখাইবা এ রহস্য ভজন কারণে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী বহির্ম্মুখে করিলে শ্রবণ।
উপহাস করিবেক শ্রীবংশীবদন॥
তাহাতে অন্তরে বড় পাবে তুমি ব্যথা।
এ লাগি তাহার কাছে না কহ এ কথা॥
আমিহ বালক-মতি কিছুই না জানি।
লোভে মাত্র বস্তু লঞা করে টানাটানি॥

প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশী-বদন।
করযোড় হঞা পুনঃ করে নিবেদন॥
কহ প্রভু গৃহী মধ্যে কোন্ গৃহী মুক্ত।
রসরাজ কৃষ্ণোন্মুখ গৃহী শাস্ত্রে উক্ত॥

জীব মধ্যে কোন্ জীব নিত্য মুক্ত হয়।
কৃষ্ণ-ভক্ত জীব নিত্য মুক্ত সুনিশ্চয়॥

গৃহী উদাসীন মধ্যে কে হয় উত্তম।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রেমী যেই সেই সর্ব্বোত্তম॥

কবে জীব করিবেক গৃহ পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ প্রতি হবে যবে একান্তানুরাগ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গৃহস্থ বৈষ্ণব বলি আখ্যা হয় কার।
শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাদি ভক্তি আছয়ে যাহার॥
বেদাত্যুক্ত কর্ম্মে যার নাহি অধিকার।
গৃহস্থ বৈষ্ণব আখ্যা নাহি হয় তার॥
বেদাধুক্ত পত্নীহীন অন্য পত্নী-যুক্ত।
গৃহস্থ বৈষ্ণব মধ্যে নহে সেই উক্ত॥
গুরু-কৃষ্ণ-পদনিষ্ঠ গৃহস্থ যে জন।
গৃহস্থ বৈষ্ণব সেই মুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
গৃহ ছাড়ি করে যদি নারী সম্ভাষণ।
সে পাপীর মুখ নাহি দেখ কদাচন॥

কর্ম্ম মধ্যে কোন্ কর্ম্মে বন্ধন না হয়।
কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয়॥

জ্ঞান মধ্যে কোন্ জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জানিহ নিশ্চয়॥

ধন মধ্যে কোন্ ধন হয় সর্ব্বসার।
রসরাজ প্রেমধন শাস্ত্রেতে প্রচার॥

ত্যাগ মধ্যে কিবা ত্যাগ জীবের উচিত।
কামিনী কাঞ্চন আদি কহিনু নিশ্চিত॥

ভক্ষণের মধ্যে কিবা উত্তম ভক্ষণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত-ভুক্ত শ্রীবংশীবদন॥
বিশেষ জানিয়া ভক্ত ভুক্ত অবশেষ।
ভক্ষণ করিবে এই কহিনু বিশেষ॥

সঙ্গ মধ্যে কার সঙ্গ জীবের কর্ত্তব্য।
রসিক ভকত সঙ্গ কহে যত সভ্য॥

বস্তু মধ্যে কোন্ বস্তু স্মরণ উচিত।
রসরাজ কৃষ্ণ এই শাস্ত্রের বিহিত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কাহার শরণ প্রভু অকর্ত্তব্য হয়।
নীচ জাতি নীচ সেবি শাস্ত্রে এই কয়॥

কীর্ত্তনের মধ্যে কেবা কীর্ত্তনীয় হয়।
কৃষ্ণনাম গুণ আদি কহিনু নিশ্চয়॥

সেবনের মধ্যে কেবা সেবনীয় সার।
গুরু কৃষ্ণ ভাগবত শাস্ত্রেতে প্রচার॥

কিবা নিত্য কহ প্রভু করিব শ্রবণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণধাম শ্রীবদন॥

কিবা সত্য কহ প্রভু শচীর নন্দন।
গুরু কৃষ্ণ আদি এই বেদের লিখন॥

কহ প্রভু গুরুদেব কার মূর্ত্তি হয়।
রসরাজ কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাগবতে কয়॥

কহ প্রভু বেদাচার্য্য স্বরূপ কাহার।
ব্রহ্মের স্বরূপ এই শাস্ত্রের বিচার॥

কহ প্রভু পিতৃদেব কোন্ মূর্ত্তি হয়।
প্রজাপতি-মূর্ত্তি এই ভাগবতে কয়॥

কহ প্রভু মাতা হন মূরতি কাহার।
শ্রুতি কিংবা পৃথ্বীমূর্ত্তি এই জানি সার॥

কহ প্রভু সহোদর কাহার মূরতি।
মরুতপতির মূর্ত্তি জানিহ সুমতি॥

কহ প্রভু ভগ্নী হয় মূরতি কাহার।
দয়া বা স্মৃতির মূর্ত্তি এই জানি সার॥

কহ প্রভু অতিথিরা কাহার মূরতি।
ধর্ম্মের মূরতি এই জানিহ সুমতি॥

কহ প্রভু অভ্যাগত কার মূর্ত্তি হয়।
অগ্নির মূরতি এই ভাগবতে কয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কহ প্রভু জীবগণ মূরতি কাহার।
পরমেশ্বরের মূর্ত্তি কহিলাম সার॥
ইহার তাৎপর্য্য অর্থ শাস্ত্রে এই কয়।
সর্ব্ব জীবে আত্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥

কহ মহাপ্রভু পত্নী কার মূর্ত্তি হয়।
মায়ার মূরতি পত্নী অনেকে বলয়॥
স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের মতে বুদ্ধির স্বরূপা।
ভর্ত্তার্দ্ধাঙ্গরূপা শক্তি সাক্ষাৎ নিরূপা॥
প্রীতিরূপা ভার্য্যা হয় কাহার মতেতে।
সেই সে উত্তমা ভার্য্যা জানিবে মনেতে॥

কহ প্রভু পুত্র হয় মূরতি কাহার।
জ্ঞান বৈরাগ্যের মূর্ত্তি পাদ্মেতে প্রচার॥

কহ প্রভু কন্যা হয় কাহার স্বরূপা।
স্নেহের স্বরূপা কন্যা অত্যন্ত নিরূপা॥

কহ প্রভু এ দেহের কর্ত্তব্যতা কিবা।
রসরাজ গুরু কৃষ্ণপদে সমর্পিবা॥

কহ প্রভু কিসে হয় সার্থক জীবন।
নিষ্ঠাতে করিলে গুরু-কৃষ্ণের ভজন॥

কার উপদেশ প্রভু গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
স্ত্রী শূদ্র পতিত-ব্রাহ্মণের বেদে কয়॥

কহ প্রভু কোন্ জনে শূদ্র মধ্যে গণি।
গুরু কৃষ্ণে ভক্তিহীন শূদ্র দ্বিজমণি॥

স্ত্রীজাতির উপদেশে কিবানর্থ হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি ক্ষয়॥
তন্ত্রশাস্ত্রমতে দেখি সিদ্ধা নারীগণ।
কোন স্থলে উপদেশ দানে যোগ্য হন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ভক্তিশাস্ত্র মতে তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
তোমার কাছেতে এই কহিনু নিশ্চয়॥

কহ প্রভু কোন্ পথে কর্ত্তব্য গমন।
যে পথে গমন কৈল মহাজনগণ॥

মরিলে দেহের প্রভু কয়াবস্থা হয়।
কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম এই ত্রয়াবস্থা কয়॥

দেহের গৌরব তবে জীব কেন করে।
মায়ার প্রভাব সেই জানিবে অন্তরে॥

মায়া হৈতে কিসে ত্রাণ পায় জীবগণ।
গুরু-কৃষ্ণ-পাদপদ্মে লইলে শরণ
শ্রীমুখ-বচন ইথে আছয়ে প্রমাণ।
তুয়া কাছে কহি তাহা কর অবধান॥

তথাহি শ্রীভাগবগদীতায়া অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(শ্রীম. ভ. গী ৭।১৪)

প্রভুর বচন শুনি কহেন বদন।
কহ প্রভু সদাচার করিব শ্রবণ॥
প্রভু কহে অগ্রে গুরুদেবের শরণ।
তবে গুরু-শিষ্য উভয়ের পরীক্ষণ॥
তবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ-মন্ত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।
মন্ত্রাধিকারীর কথা সিদ্ধ্যাদি শোধন॥
মন্ত্রের সংস্কার তবে সুদীক্ষা গ্রহণ।
অরুণ উদয়কালে উত্থান নিয়ম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিত্য পবিত্রতা প্রাতঃস্মরণ কীর্ত্তন।
প্রণাম বিজ্ঞপ্তি স্তব পাঠাদি করণ॥
বাদ্যাদির দ্বারা করা কৃষ্ণকে চেতন।
নির্ম্মাল্যোত্তারণ সুমঙ্গল নীরাজন॥
তবে করিবেক নিজ মলাদি বর্জ্জন।
শৌচ আচমন আর দন্তের ধাবন॥
সিনান তান্ত্রিক পূজা জলেতে পূজন।
তবে কৃষ্ণ-মন্দিরাদি সংস্কারকরণ॥
স্বস্তিক নির্ম্মাণ ধ্বজ-পতাকা-রোপণ।
পীঠ পাত্র বস্ত্রাদির সংস্কার নিয়ম॥
তুলসী পুষ্পাদি যথাবিধি আহরণ।
গৃহস্নান উষ্ণোদক প্রভৃতি কথন॥
ধাত্রীস্নান স্নানশেষে বসন পিন্ধন।
আচমনাদির জন্য আসন গ্রহণ॥
তিলকধারণ গোপীচন্দনাদি যথা।
চক্র আদি মুদ্রা মালা গৃহ সন্ধ্যা কথা॥
তবে গুরুপূজা গুরুমহিমা কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণের দ্বার গৃহ উভয় অর্চ্চন॥
তবে কৃষ্ণপূজা লাগি আসন গ্রহণ।
অর্ঘ্য পূজা পাত্রাদির স্থাপন নিয়ম॥
বিঘ্ননিবারণ গুর্ব্বাদির নমস্কার।
ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম দুয়ের বিচার॥
মাতৃকাদিন্যাস মন্ত্র পঞ্চক কথন।
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান অন্তর্যাগ নিরূপণ॥
গোবিন্দপূজার স্থান সকল করণ।
শ্রীশ্রীমূর্ত্তি শালগ্রামশিলা তল্লক্ষণ॥
দ্বারকা উদ্ভব চক্র সকলের কথা।
শ্রীমূর্ত্তি ক্ষালন আদি ভূতশুদ্ধি যথা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পীঠ পূজা আবাহন প্রভৃতি কীর্ত্তন।
আবাহনাদির মুদ্রা যেমন যেমন॥
আসনাদি সমর্পণ স্নান নিরূপণ।
স্নানের নিমিত্ত শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদন॥
শ্রীসহস্র নাম আর পুরাণ পঠন।
বস্ত্র যজ্ঞসূত্র অলঙ্কার অরপণ॥
গন্ধ আর শ্রীতুলসী কাষ্ঠের চন্দন।
পুষ্প পত্র তুলসীতে বিষ্ণুর অর্চ্চন॥
অঙ্গোপাঙ্গ আবরণ সকল পূজন।
ষোড়শাঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য অর্পণ॥
পান হোম ভক্তগণে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট দান।
গণ্ডূষার্থ জলোত্তম তাম্বুল প্রদান॥
ছত্র পাখা চামরাদি রাজ উপচার।
গীত বাদ্য নৃত্য মহানীরাজন আর॥
শঙ্খাদি বাদন জলে শঙ্খ নীরাজন।
স্তুতি নতি প্রদক্ষিণ কর্ম্মাদি অর্পণ॥
জপন প্রার্থন অপরাধ ক্ষমাপন।
নানা অপরাধ কথা নির্ম্মাল্য ধারণ॥
নীরাজিত শঙ্খজল শ্রীচরণোদক।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃন্দা পূজা করণক॥
তুলসীমৃৎকাষ্ঠ ধাত্রীমাহাত্ম্য কথন।
স্নানের নিষিদ্ধ কাল আদি বিচারণ॥
জীবিকার্থ ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের সঞ্চয়।
মধ্যে বৈশ্বদেবাদির অর্চ্চন নিশ্চয়॥
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে শ্রাদ্ধানর্প্য দ্রব্য অগ্ররণ।
কৃষ্ণের পূজার অগ্রে না করা ভক্ষণ॥
কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বিনা দ্রব্য ভক্ষণেতে দোষ।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট গ্রাহমাত্র সর্ব্বদা সন্তোষ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অন্য দেব-নৈবেদ্যাদি না করা গ্রহণ।
কৃষ্ণকর্ম্মে কুশ আদি অবশ্য বর্জ্জন॥
ভকত-মাহাত্ম্য ভক্তসঙ্গ ফল কথা।
অভক্তজনের সঙ্গ ত্যাগ যথা তথা॥
অসতের গতি জ্ঞান ভক্তে উপহাস।
আর ভক্ত-নিন্দা-ফল আপনার নাশ॥
বিষ্ণুশাস্ত্র ভাগবত ভক্ত সম্মানন।
কৃষ্ণলীলা শ্রবণাদির করা অনুক্ষণ॥
কায়মনে ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সন্ধ্যা উপাসনা আদি যেমন বিধান॥
অধিকার কোন্ কোন্ করমে কাহার।
জানিবেক সেই সব করিয়া বিচার॥
ভকতের কর্ম্মপাত দোষ পরিহার।
ত্রিকাল পূজার বিধি বিশেষ বিস্তার॥
রাত্রিকৃত্য পূজাফল সিদ্ধির উপায়।
পূজাথবা শ্রীমূর্ত্তির দর্শন নিশ্চয়।
কৃষ্ণের প্রীতির তরে কপিলাদি দান।
পূজা লাগি নানা উপচার সমাধান॥
দ্রব্যের অভাবে কৃষ্ণপূজার বিচার।
নিজের শয়নবিধি যেরূপ প্রকার॥
শ্রীকৃষ্ণপূজার তথা নামের মহিমা।
কৃষ্ণনামে অর্থবাদ না করা কল্পনা॥
নাম অপরাধ করা দূরেতে বর্জ্জন।
জানিবে চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তির লক্ষণ॥
ভক্তির মাহাত্ম্য প্রেম সম্পত্তির কথা।
জানিবে গুরুর কাছে শাস্ত্র উক্ত যথা॥
শুক্লা কৃষ্ণা একাদশী গ্রহণাশ্রয়ণ।
অষ্ট মহাদ্বাদশীতে ব্রত আচরণ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দ্বাদশ মাসের কৃত্য সকল করণ।
করম সকলে সদা অনাসক্ত মন॥
পুরশ্চরণাদি মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ।
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিধি মূর্ত্তি সংস্করণ॥
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ।
জীর্ণ মন্দিরের যৈছে উদ্ধার বিধান॥
তুলসী বিবাহ শাস্ত্রে যেমন নিয়ম।
রাগানুগ ভকতের যতেক করম॥
এই সব সদাচার শাস্ত্রেতে কহয়।
সকলের মুখ্যফল প্রেম সুনিশ্চয়॥
প্রেম বিনা সদাচারে কেবা কৃষ্ণ পায়।
একমাত্র প্রেম কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়॥
অতএব প্রেমোপরি রাখি আঁখি মন।
অনুকূল সদাচার করিবে গ্রহণ॥
প্রেমানুকূল্যেতে রসরাজানুশীলন।
সকলের মুখ্য জানি শ্রীবংশীবদন॥
কেবল বিধির ভার যারা সদা বয়।
তাহারাই জড়বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব প্রেমিকের লইয়া শরণ।
আনুকূল্যে সেবা শিক্ষা করে জ্ঞানীজন॥
এবে রসরাজপদে নতি স্তুতি করি।
সমাপিনু সুসংবাদ বল হরি হরি॥
চারিভাগ করি প্রভু ত্রিযামা রাত্রিরে।
চতুর্থ উল্লাস এই কহেন বংশীরে॥
অতি গূঢ়তত্ত্বাত্মক অজ্ঞান বিনাশী।
স্বল্পাক্ষরযুক্ত পরিপূর্ণ গুণরাশী॥
সুধাসিক্ত অত্যাশ্চার্য খণ্ডন রহিত।
সকল লোকের হিতকর সুনিশ্চিত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এ হেন প্রভুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃতার্থ হইয়া প্রভু করেন রোদন॥
এ কথার অনুবন্ধ নিজ কড়চায়।
শ্রীবংশীর পৌত্র রাম স্থাপিয়া জানায়॥

শ্রীমদ্রামচন্দ্র প্রভুপাদেনোক্তম্—

শ্রুত্বা প্রভোর্বিশ্বজনীনমেত-
দ্বাক্যংসুধাসিক্তমখণ্ডনীয়ম্।
স্বল্পাক্ষরং ভূরিগুণৈর্গরিষ্ঠং
নিগূঢ়তত্ত্বাত্মকমজ্ঞতাচ্ছিৎ॥

রোদন সম্বরি প্রভু শ্রীবংশীবদন।
উন্মীলিত করি দিব্যযুগল নয়ন।
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু একত্র মিলন।
দেখিয়া আনন্দে প্রভু করে নিবেদন॥

শ্রীমদ্রামচন্দ্রপ্রভুপাদেনোক্তম্—

দৃষ্ট্বা সমুন্মীলিতদিব্যনেত্রঃ
স রাধিকংনন্দসুতং প্রভুং তম্।
একত্রমূর্ত্তিদ্বয়সন্নিবেশং
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ স এবমেনম্॥

প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব ধামতত্ত্ব আর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আপনা নিগূঢ় তত্ত্ব করিতে প্রচার।
অবতীর্ণ হইয়াছ নদীয়া মাঝার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদোপদেশে যৈছে নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই কার্য হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥

(শ্রীম. ভা. ১।১।১)

অধুনা সন্দেহ মোর হতেছে হৃদয়ে।
তাহার কারণ কহ করিয়া নিশ্চয়ে॥
প্রথমে দেখিনু তোমা গৌরাঙ্গ স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখ স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্তি তুয়া অঙ্গ আচ্ছাদিকা॥
তাহাতে প্রকট এক শ্রীবংশীবদন।
নানা ভাবে সুচঞ্চল তাহে শ্রীনয়ন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই মত দেখি তোমা লাগে চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তুয়া গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তন্মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
সর্ব্বভূতে ভাগবত ভাব দেখে যেই।
সেই ভাগবতোত্তম কহিলাম এই॥
ভাগবত মধ্যে এই ব্যাসের লিখন।
তোমার কাছেতে কহি শুন শ্রীবদন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
(শ্রীম. ভা. ১১।২।৪৫)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ॥
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবঃ সসৃজুঃ স্ম॥
(শ্রীম. ভা. ১০।৩৫।৯)

রাধাকৃষ্ণে তুয়া জানি মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফূরয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বংশী কহে প্রভু মোরে না কর চাতুরী।
মোর আগে নিজরূপ না করহ চুরি॥
যে পুরুষ নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জনম।
তাঁর মূল কারণ সহস্রশীর্ষ হন॥
তাঁহার কারণ যিঁহ শ্রীনন্দ-কুমার।
সেই তুমি নবদ্বীপে হইলা অবতার॥
ভক্তিশূন্য লোক সব অপবিত্র হৈলা।
বিবিধ বিধর্ম্ম সদা করিতে লাগিল॥
রসরাজ কৃষ্ণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
জীবদুঃখ দেখি হৈলা করুণ অন্তর॥
ভক্তিযোগ শিক্ষাগুরু আপনে হইবা।
কলির মলিন জীব পবিত্র করিবা॥
এ লাগি কলিতে লীলা অঙ্গীকার করি।
গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হৈলা তুমি হরি॥
যদি বল এই কর্ম্ম অংশ হৈতে হয়।
স্বয়ং আমি কি নিমিত্তে হইব উদয়॥
সর্ব্বত্র কহেন আমি নবমেঘ দ্যুতি।
কেন বা ধরিব আমি হেম পদ্মকান্তি॥
তাহার মর্ম্মার্থ মুক্তি করি নিবেদন।
পূর্ব্বে তুমি ব্রজে লীলা করিলা যখন॥
শত কোটি গোপী সঙ্গে করিলা বিহার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাধা যাঁর তুল্য নাহি আর॥
তোমাতে কতেক প্রেম রাধিকা করয়।
জানিতে তোমার যত্ন জ্ঞান নাহি হয়॥
নিজাঙ্গ মাধুর্য্য তুমি আপনে না জান।
কেমন মাধুর্য্য রাধা করে আস্বাদন॥
সে মাধুর্য্য দেখি রাধা কত পান সুখ।
এ তিন জানিতে তুমি হইলা উন্মুখ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বহু যত্নে এ তিন না হৈল আস্বাদন।
তেঁই রাধাভাব কান্তি করিলা ধারণ॥
সে ভাবে ভাবিত হঞা মাধুর্য্য আপন।
আস্বাদিয়া তিন কার্য্য করিবা সাধন॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তুয়া প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় করিবা ভুবন॥
সর্ব্বলোকে বলে কৃষ্ণ জীব নিস্তারিতে।
কৃপা করি অবতীর্ণ হইলা কলিতে॥
রাজাশকাদিত্য শাকে চৌদ্দশত শাত।
তাহে শচীগৃহে তুমি হইলা সাক্ষাৎ॥
ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী তিথি করি ধন্য।
নবগ্রহ সুপ্রসন্ন ছাড়িয়া বৈগুণ্য॥
উপরাগ ছলে হরিধ্বনি আগে করি।
অবতীর্ণ হৈলা তুমি নবদ্বীপে হরি॥
নিজ জন্ম পূর্ব্বে যত পার্ষদনিচয়।
তাঁ-সবার পৃথিবীতে করালে নিচয়॥
এই যে দেখিতে পাই অদ্বৈত আচার্য্য।
সাক্ষাৎ শঙ্কর ইহঁ জ্ঞাত সর্ব্ব কার্য্য॥
এই নিত্যানন্দ চন্দ্র অবধূত-বেশ।
সঙ্কর্ষণ ইহোঁ যাঁর অংশ হন শেষ॥
আর এই দেখি যে পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
নিশ্চয় জানিয়ে ইনি নারদ প্রকাশ॥
শ্রীকান্ত শ্রীপতি রাম তিন সহোদর।
বাল্যকাল হৈতে তাঁরা নিত্য সহচর॥
শ্রীআচার্য রত্ন হরিদাস শ্রীমুরারী।
গঙ্গাদাস গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
বিদ্যানিধি বাসুদেব আচার্য মুকুন্দ।
বক্রেশ্বর দামোদর শ্রীজগদানন্দ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীনৃসিংহ শুক্লাম্বর আদি ভক্তগণ।
বাল্য হইতে বন্ধু নবদ্বীপবাসী হন॥
নানা ভাব বিলাসের রসজ্ঞ প্রেমস্থান।
সকলে আইলা জগৎ করিবারে ত্রাণ॥
এই সব ভক্ত প্রভু তোমার সহায়।
যাঁদের দর্শনে জীব প্রেমরত্ন পায়॥
বংশীর বচন শুনি শ্রীশচীনন্দন।
দুই কর্ণে হাত দিয়া বিষ্ণু স্মরি কন॥
ওহে কৃষ্ণপ্রিয় বংশী একি কথা কহ।
আমি সে নন্দের সুত কিরূপে বলহ॥
শ্রীবংশী কহেন সর্ব্বজনান্তঃকরণ।
আকর্ষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ॥
আপনে আনন্দময় সর্ব্বলোকে তথি।
আনন্দিত করে একা কৃষ্ণের শকতি॥
ধনবন্ত জন যেন নির্ধন জনারে।
আপনার ধনে ধনি করিবারে পারে॥
এ হেতু তোমায় জানি নন্দের কুমার।
বাল্য হৈতে সর্ব্বচিত্ত কৈল চমৎকার॥
বাল্যে মার কোলে যবে খেল গৌরচন্দ্র।
সে খেলা দেখিয়া লোকে লভিত আনন্দ॥
আকৃতি প্রকৃতি স্নিগ্ধ মধুর বিদ্বান।
সকল সদ্‌গুণ প্রভু তোমা বিদ্যমান॥
যে দেখে সে নেত্র মনঃ নারে ফিরাইতে।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় সর্ব্বচিতে॥
শিশুরূপে হেন গুণে গুণী যিঁহ হন।
তাঁহারে ঈশ্বর না বলিবে কোন্ জন॥
তোমাতে অনন্ত গুণ সদা অধিষ্ঠান।
অতএব তুমি হও স্বয়ং ভগবান্॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভু কহে ওহে বংশী কি কথা বলিলে।
মোর বাল্যখেলা তুমি কেমনে জানিলে॥
বংশী কহে মার কাছে করিনু শ্রবণ।
তবে হাসি কহিলেন শ্রীশচী-নন্দন॥
মনুষ্যের কন্যা যিঁহ বিবাহ করিল।
বল দেখি সে কেমনে ঈশ্বর হইল॥
বংশী কহে বিবাহ করিলা সত্য হয়।
তব প্রিয়া মানুষের কন্যা কভু নয়॥
জগতে যখন হয় ঈশ্বরাবতার।
তার শক্তি লক্ষ্মী আসে উদ্দেশে তাঁহার॥
ঈশ্বর যেমন নর লক্ষ্মী তেন নারী।
তাঁহারে বিবাহ কৈলা দোষ না বিচারি॥
শাস্ত্রেতে কহেন দেবরূপে দেবী রমা।
মনুষ্যত্বে মানুষী হয়েন অনুত্তমা॥
সেই লক্ষ্মী অঙ্গীকরি তবে কতদিনে।
অন্তর্দ্ধান করাইলে কি ইচ্ছা কে জানে॥
লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান কৈলে সনাতন কন্যা।
পৃথিবীর অংশরূপা রূপে গুণে ধন্যা॥
তব লীলা ধামা তেঁই ভক্তি স্বরূপিণী।
সর্ব্বগুণে বরিয়সী আনন্দরূপিণী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁরে বিভা কৈলা ভগবান।
নবীন যৌবন তাঁর হয় বিদ্যমান॥
আপনেহ যুবা তবু তাঁহারে ছাড়িয়া।
জীবের পরম ধর্ম্ম শিক্ষার লাগিয়া॥
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থযাত্রা ব্যাজ করি।
জীব উদ্ধারিলে কৃপা করি গৌরহরি॥
শুনেছি তোমার জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ নাম।
সঙ্কর্ষণরূপে তিঁহ সর্ব্ব গুণধাম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বিবাহের যত্ন তাঁর পিতা মাতা কৈলা।
বিবাহ না করি তিঁহ সন্ন্যাসী হইলা॥
কতদিন তীর্থ ভ্রমিলেন পৃথিবীতে।
আপনার তেজঃ রাখি ঈশ্বর পুরীতে॥
অন্তর্দ্ধান কৈলা তিঁহ কি ভাবি অন্তর।
গৌর বিশ্বরূপ দোঁহে মহামহেশ্বর॥
তুমি নন্দসুত কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ভাগবত পদ্য ইথে আছয়ে প্রমাণ॥
চারিযুগে চারি বর্ণ করিয়া ধারণ।
যুগধর্ম্ম আদি প্রভু কর প্রকাশন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

(শ্রীম. ভা. ১০।৮।১৩)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

(শ্রীমদ্ভা. ১১।৫।৩২।৩৩)

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাব
দ্বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
(শ্রীমা. ভা. ১১।৫।৩৪)

গোপীভাব সঙ্গ বিনা রাই রসরাজ ।
কখন নাহিক মিলে কহে নাগরাজ ॥
কোটিকল্প করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন ।
তথাপি না হয় রাধা-কৃষ্ণ দরশন ॥
সেই লাগি জীবে গোপীভাবাদি শিখাতে ।
কৃপা করে অবতীর্ণ হৈল নদীয়াতে ॥
স্বয়ং ভগবান তুমি নন্দের নন্দন ।
ভক্তবেশ ধর ধর্ম্ম-শিক্ষার কারণ ॥
পরম মঙ্গল তুয়া কৃষ্ণ এই নাম ।
জীবের উদ্ধার লাগি গাও অবিরাম ॥
গোপী গোপী গোপী এই মন্ত্র কভু ।
পরম আনন্দে জপ কর মহাপ্রভু ॥
নাম রতিরস গোপীভাব আদি করি ।
এই অবতারে জানাইবে গৌরহরি ॥
তবাবতারের এই মূল প্রয়োজন ।
রাতুল চরণে মুঞি কৈলা নিবেদন ॥

তথাহি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াম্—

বিনা শ্রীগোপিকাসঙ্গং কল্পকোটিশতং পরম্ ।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোপীভাবপ্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ ॥
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম গায়ন্নুচ্চৈর্নিজস্থ চ ॥
গোপী গোপীতি গোপীতি জপন্নেব ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥

ইত্যাদি ॥

রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে হৈলা অবতার ॥
নিজ গূঢ়কার্য তব প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় করিবে ভুবন ॥
কৃপা করি মোরে যদি করিলা উদ্ধার।
এবে সে কপট কর কিবা ব্যবহার ॥
তবে হাসি কহে প্রভু ওহে শ্রীবদন।
অনঙ্গ-মঞ্জরী তুমি লীলার কারণ ॥

শ্রীমচ্ছকড়িদেবকৃতবেণুমাহাত্ম্যে—

বংশীং কৃষ্ণপ্রিয়াং রামামনঙ্গমঞ্জরীপরাম্
শ্রীকৃষ্ণসেবিকাং কৃষ্ণ-করস্থাং সরলাং শুভাম্ ।

তুয়া আগে মোর নাহি খাটে ভারিভূরি
তুয়া আগে মোর নাহি খাটিবে চাতুরা
সেই রসরাজ-রূপ দেখহ আমার।
গোপনে রাখিবে ইহা না কর প্রচার ॥
ইহা কহি প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই সে আশ্চর্য্য রূপ না হয় বর্ণন।
অনুভবে জানিবে রসিক ভক্তজন॥
রূপ দেখি বংশী হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে হিয়া পড়িলা ভূমিতে॥
তবে প্রভু হস্তস্পর্শে করেন চেতন।
পুনঃ গৌর দেখি প্রভু সুবিস্মিত হন॥
তবে আলিঙ্গিয়া প্রভু কৈলা আশ্বাসন।
তোমা বিনা মৎস্বরূপ কে করে দর্শন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব স্ব-রূপ দেখানু তোমারে॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
কৃষ্ণ বিনা রাধা নাহি স্পর্শে অন্যজন॥
রাই ভাবে সুভাবিত করি আত্ম মন।
স্বশ্যাম মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥
তব কাছে মোর কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম বলে জান সব মর্ম্ম॥
গোপনে রাখিহ কাঁহা না কর প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমিহ বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব উভয়েতে হই সমতুল॥
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশীবদন।
ব্রহ্মাকৃত স্তবে করে প্রভুর স্তবন॥
ভাগবতে সেই স্তব দেখহ বিস্তার।
বাহুল্য ভয়েতে এথা না কৈনু প্রচার।
স্তব সারি প্রভু পদে শ্রীবংশীবদন।
প্রণাম করেন মন্ত্র করি উচ্চারণ॥
রাসোৎসবে সমুৎসুক হঞা যেইজন।
রম্য বৃন্দাবনে শোভা পান সর্ব্বক্ষণ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীরাসমণ্ডলে সেই শ্রীরসিকেশ্বরে।
পরণাম করি মুঞি ধরণীতে প'ড়ে॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং—

বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোৎসবসমুৎসুকম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরম্॥

প্রভুরে প্রণাম করি শ্রীবংশীবদন।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কন॥
ওহে নাথ তুমি রাধাশ্যামাবতারাজ।
জগতের পতি গতি গুরু রসরাজ।
তোমার মহিমা প্রভু অনন্ত অপার।
কার সাধ্য আছে সে মহিমা বর্ণিবার॥
জগত-মঙ্গল এই তব উপদেশ।
শুনিয়া কৃতার্থ মুঞি হইনু বিশেষ॥
কর্ম্ম জ্ঞান আদি তম দূরেতে যাইল।
জাত্যাদির অভিমান সকল ঘুচিল॥
প্রেমময় চক্ষু মোর হইল এখন।
এতদিনে হৈল প্রভু সফল জনম॥

শ্রীমদ্বংশীবদনপ্রভুণৈবোক্তম্—

রাধা শ্যামাবতারাজ রসরাজ জগৎপতে।
মহিমানং প্রভো কস্তে মানসেঽপি সমঙ্কয়েৎ॥
তত্ত্বং যদ্ভবতাঽঽখ্যাতং তমোহরমনুত্তমম্।
তত্র কৃতাবভাসস্য নেত্রমুন্মীলিতং মম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ইহা কহি পুনর্ব্বার গৌর গুণধামে।
নিজ কৃত শ্লোক পড়ি করেন প্রণামে॥

নমো নমো মহাপ্রভু সর্ব্ব শক্তিমান্।
তোমার চরণপদ্মে অনন্ত প্রণাম॥

তব উপদেশামৃত সবে করু পান।
সর্ব্বজনে এই কৃপা কর ভগবান॥

গুরুরূপে তুমি এই উপদেশে দানে।
কৃতার্থ করিহ নাথ জগতের জনে॥

প্রভুকৃতশ্লোকঃ—

অচিন্ত্যশক্তয়ে তুভ্যং নমো নমো মহাপ্রভো।
অয়ং মহোপদেশস্তে সর্ব্বেষাং বিদধাতু শম্॥

জগতে করহ প্রভু কৃপার প্রচার।
কর্ম্ম জ্ঞানী আদি জীব হউক উদ্ধার॥
তব এই স্বরূপের কৃপা বিনা প্রভু।
ন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে কভু॥

বহু জন্মার্জিত পুণ্য আছে যে জনার।
সেহ যদি পাদপদ্ম না সেবে তোমার॥
তাহার নাহিক হবে যুগল দর্শন।
পার্ব্বতীর প্রতি এই শিবের বচন॥

তোমার কৃপায় নিত্য বৃন্দাবন ধামে।
সখীরূপে বাস হয় রাধাকৃষ্ণ-স্থানে॥

সখীভাবে সখীরূপা গুর্ব্বাশ্রয় বিনু।
রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে এই সে কহিনু॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তথাহি অনন্তসংহিতায়াম্—

গৌরমূর্ত্তে র্ভগবতঃ পাদসেবাং বিনা সতি
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
সখীভাবেন নিবসেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

ইহা কহি পুনর্ব্বার বংশী গুণধাম।
ব্রহ্মারে প্রণামে করে প্রভুরে প্রণাম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

(শ্রীম. ভা. ১০।১৪।১)

তবে প্রভু শ্রীবংশীর ধরি দুই হাত।
হাসিয়া মধুরস্বরে কন এই বাত॥
নিজের ভজন ব্রজগোপী অনুসার।
জানাইতে হৈনু আমি গৌরাঙ্গাবতার॥
তেঁই কহি মো স্বরূপ না কর প্রকাশ।
তোমার কাছেতে এই কহিনু নির্য্যাস॥
এইরূপে একরাত্রি প্রভু বংশী সঙ্গে।
গোঙাইলা মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
নিগূঢ় ব্রজের রস লীলাতত্ত্ব যত।
বংশীর নিকটে প্রভু কৈলা যথামত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি॥
কেহ যেন পৌতা কাঁহা পায় এক খনি॥
ক্রমে উঠাইতে সেই ধাতূত্তম পায়
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
শান্ত তামা দাস্য কাঁসা সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোণা শৃঙ্গার রত্ন চিন্তামনি॥
করমের ফলে মাত্র তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিফলে রূপালাভ জানি॥
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিফলে সোণালাভ মানি॥
সুবিশুদ্ধা ভক্তিপ্রেম পীরীতের ফলে।
রত্ন চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥
খনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥
এ সব কথার ভাব বুঝে বিজ্ঞজন।
উষ্ট্রসম অবিজ্ঞতে না বুঝে কথন॥
এ সব কথার আর নাহি প্রয়োজন।
পরেতে হইল যাহা করহ শ্রবণ॥
প্রভুর নিকট শিক্ষা লভিয়া বদন।
প্রভুর প্রণাম করি গেলা স্বভবন॥
দুই দিন পরে পুনঃ প্রভুর পাশেতে।
শ্রীবংশীবদন আসে বিষণ্ণমনেতে॥
সেই দিন শ্রীবংশীর পাশে শ্রীনিবাস।
হাসিয়া বিদায় চান করিতে সন্ন্যাস॥
বিদায়ের কালে প্রভু কহেন বদনে।
গৃহে রহি ভজ তুমি শ্রীনন্দ-নন্দনে॥
তোমা হৈতে রসরাজ কৃষ্ণের ভজন।
শিক্ষালাভ করিবেক বহু বহু জন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

রসরাজাকৃষ্টচিত্ত করিবারে জনে।
তুমি প্রভু এই আমি জানি মনে মনে॥
তুয়া স্ফুটধ্বনি যার কর্ণে প্রবেশেয়।
তখনি তাহার চিত্ত কৃষ্ণাকৃষ্ট হয়॥
রসরাজ কৃষ্ণাকৃষ্ট চিত্ত করিবারে।
শ্রীবংশী হয়েন প্রভু বিদিত সংসারে॥
কৃষ্ণাকৃষ্ট করিবারে প্রভুত্ব তোমার।
অনাদি অনন্তরূপে ভুবনে বিস্তার॥
কৃষ্ণ ভজাইতে তুমি প্রভু সবাকার।
পুরাণ শাস্ত্রেতে ইহা আছে সুপ্রচার॥
মোর বাক্যে রহি গৃহে কলি জীবগণে।
কৃষ্ণাকৃষ্ট করি কর প্রভুত্ব রক্ষণে॥
রসরাজ ভজাইতে ঠাকুরালী তোর।
যত আছে তার আমি নাহি পাই ওর।
তবাশ্রয় বিনু রসরাজ-পদাশ্রয়।
কাহার নাহিক হয় কহিনু নিশ্চয়॥
এ লাগি রসজ্ঞ ভক্ত কর্ণাছিদ্ররোকে।
তুয়া লিঙ্গ ধরে নিত্য জানে সর্ব্বলোকে॥
প্রভুর বচন শুনি কহে শ্রীবদন।
আমার প্রভুত্ব প্রভু নাহি প্রয়োজন॥
তোমার দাসের দাস হৈতে মুঞি চাই।
সেই সে আমার নাথ জানিহ বড়াই॥
এই বর দেহ মোরে জীবন নিমাই।
তোমার দাসের দাস যেন হতে পাই॥
তোমার দাসের দাস যেদিন হইব।
সেদিন প্রভুত্ব মোর হইল জানিব॥
তোমার দাসের দাস হঞা জীবগণে।
যবে তুয়া গৌর নাম করা'ব কীর্ত্তনে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ ব'লে জীবগণ।
যখন করিবে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
তখন জানিব মোর হৈল ঠাকুরাই
তখন জানিব মোর বড়ই বড়াই॥
প্রভুর বচন শুনি কন মহাপ্রভু।
ওহে বংশী ঐছে বাত না বলিহ কভু॥
আমারে গোপন তুমি সতত করিবে।
প্রকাশিলে আসা মোর বিফল হইবে॥
মোর নাম গন্ধ ছাড়ি হইয়া সতৃষ্ণ।
সর্ব্বজীবে ভজাইবে রসরাজ কৃষ্ণ॥
রসরাজ কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ জানাইতে মোর এই অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন।
চারিযুগে জয়যুক্ত জানি সর্ব্বক্ষন॥

শ্রীমুখবচনম্—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

গৌরাঙ্গচাঁদের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রেমে পুলকিত হঞা কহে শ্রীবদন॥
শ্রীকৃষ্ণভজন আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
বিনুহি কাহার গতি না হয় কখন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

যে কৃষ্ণ সে তুমি প্রভু যে তুমি সে কৃষ্ণ।
মোরে ভাণ্ডাইছ বুঝি দেখি অপকৃষ্ট॥
অচিন্ত্য মহিমা তত্ত্ব তুয়া বেদে গায়।
এ হেতু সকল জানি সম্ভব তোমায়॥
তবে মহাপ্রভু কন ওহে শ্রীবদন।
মোর এই বাক্য প্রভু না কর লঙ্ঘন॥
যতদিন করিব মু প্রকট বিহার।
ততদিন নাহি মোর করিবা প্রচার॥
অপ্রকট হৈলে আমি যাহা ইচ্ছা হয়।
তাহাই করিহ তুমি কহিনু নিশ্চয়॥
প্রভুর বচন শুনি কহেন বদন।
আজ্ঞা বলবান এই বেদের লিখন॥
তবে মহাপ্রভু কন প্রভু শ্রীবদনে।
তোমা হৈতে ভক্তিযোগ হইবে রক্ষণে॥
তুয়া বংশে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
ভজন বিমুখ নাহি হবে কদাচন॥
তব বংশে সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ বলরাম।
প্রেমেতে রহিবে বাঁধা কহিনু সন্ধান॥
তব বংশ হৈতে রসরাজের ভজন।
ভাগ্যবান বহুজীব করিবে শিক্ষণ॥
তুয়া সঙ্গে পুনঃ আমি কোন গুপ্তস্থানে।
করিব ব্রজের লীলা কহিনু সন্ধানে॥

প্রভুবাক্য শুনি কন শ্রীবংশীবদন।
তোমার বিচ্ছেদে কিসে রহিবে জীবন॥

প্রভু কন ওহে বংশী তুমি মোর প্রাণ।
মোর কথা রাখ তুমি না করিহ আন॥

তোমা হৈতে হবে মোর অনেক আনন্দ।
মোর বাক্য ধর মোরে না বাসিহ মন্দ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তুমি গৌড়দেশে পুনঃ করিবে বিহার।
তোমা হৈতে হবে বহু পতিত উদ্ধার॥
তোমা হৈতে হবে বহু বৈষ্ণব-সেবন।
তোমা হৈতে পশুতেও পাবে প্রেমধন॥
তুয়া প্রেম লেহা আমি ছাড়িতে নারিব।
কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে সদাই রহিব।
যথা তুয়া সঙ্গে মোর হইবে বিহার।
তথা বংশ যতদিন রহিবে তোমার॥
ততদিন তথা আমি বিরাজ করিব।
তোমার বংশের অপরাধ না লইব॥
গদাই নিতাই সঙ্গে রহিবে সদাই।
ক্ষেত্রে র'ব আমি সবে দেখিবেক যাই॥
কিছুদিন পরে আমি মাধব ভবনে।
বারেক মিলিব আসি তোমা সবা সনে॥
ধন্য সে কুলীয়া গ্রাম মাধব ভবন।
দেবার হইবে যথাপরাধ ভঞ্জন॥
ছকড়ির মুল নাম শ্রীমাধব দাস।
ছকড়ি মাধব দাস লোকেতে প্রকাশ॥
একথা শুনিয়া বংশী কৈল অঙ্গীকার।
তবে গোরাচাঁদ কহে শুন কহি আর॥
অবধূত নিত্যানন্দ আর গদাধর।
নাড়াদ্বৈত নরহরি আদি ভক্তবর॥
ইঁহারা রহিলা গৌড়ে জীব উদ্ধারিতে।
তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চিতে॥
এ সবার সঙ্গে সদা প্রেমের উল্লাসে।
গোঙাইবা দিবানিশি কহিনু বিশেষে॥
এত বলি আলিঙ্গিয়া করিয়া চুম্বন।
কহিলেন চিন্তা নাই শ্রীবংশীবদন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে সহিত তোমার।
করিব বিবিধ লীলা মোর চমৎকার॥
সেই লাগি তোমারে বিবাহ করিবারে।
আজ্ঞা দিয়াছিনু এই কহিনু তোমারে॥
জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ-গর্ভে তুমি পুনর্ব্বার।
আবির্ভাব হবে এই আজ্ঞা যে আমার॥
যেই জন্মে তুয়া সঙ্গে গৌড়ে কোন স্থানে।
করিব ব্রজের লীলা কহিনু সন্ধানে॥
এবে এই কথা তুমি না কহ কাহারে।
দুই কর ধরি তুয়া কহি বারেবারে॥
আজ্ঞা বলবান বংশী বলিয়া তখন।
গৌরাঙ্গচরণে পুনঃ করে নিবেদন॥
ওহে নাথ তিন বর মাগি তুয়া ঠাঁই।
জনমে জনমে যেন তুয়া গুণ গাই॥
মোর বংশে যেন কেহ তোমার চরণ।
ভজন-বিমুখ নাহি হয় কদাচন॥
কলিপাপ তাপাচ্ছন্ন নর-নারীগণ।
শুদ্ধ যেন হয় করি তোমার কীর্ত্তন॥
এই তিন বর প্রভু মাগি তব ঠাঁই।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন গোসাঁই॥
বর দিয়া কহে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
আর এক কথা বংশী করহ শ্রবণ॥
মাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়া রহিলা গৃহেতে।
এ দুয়ের রক্ষা কর বিশেষরূপেতে॥
তোমার সঙ্গেতে সদা রহিবে ঈশান।
কহিলাম এই আমি তুয়া বিদ্যমান॥
এতেক কহিয়া প্রভু শ্রীশচী-নন্দন।
বংশীর বদন চাহি করেন রোদন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভুর রোদন হেরি প্রভুর নয়ন।
অবিরত জলধারা করে বরিষণ॥
রোদন সম্বরি তবে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
বংশীরে প্রবোধ দিয়া করেন বিদায়॥
বিদায়ের কালে বংশী গৌর ভগবানে।
চরণ যুগল ধরি করেন প্রণামে॥

প্রণাম মন্ত্রঃ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

(পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ড ৪৮।২০৪
বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৬৫)

প্রণাম করিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যান আপন ভবন॥
যাইতে যাইতে মনে করেন চিন্তন।
এতদিনে হারাইনু শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ॥
ওরে নিরদয় বিধি কি কাজ করিলি।
দিয়া গৌরাঙ্গের পদ কি দোষে হরিলি॥
গোরা বিনু গৌড়দেশ হবে অন্ধকার।
মূর্খ বিধি হেন জ্ঞান না হ'ল তোমার॥
প্রেমহাট মাত্র এই বসাইল গোরা।
অপূর্ণাবস্থায় তাহা ভেঙ্গে দিলি ছোঁড়া॥

তথাহি দশমস্কন্ধে—

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিয়ুনঙক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১০।৩৯।১৯

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এইরূপ খেদ সহ শ্রীবংশীবদন।
মাধব ভবনে গিয়া দিলেন দর্শন॥
মাধব ভবন হয় বংশীর ভবন।
কুলীন ব্রাহ্মণে জানে তাহার কারণ॥
তার পর সেই রাত্রে গৌর ভগবান।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক হৈতে করি গাত্রোত্থান॥
নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণ।
পার্শ্ব উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণ॥
বক্ষঃস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হৈল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥
বাহিরে আসিয়া প্রভু দাঁড়ায়ে অঙ্গনে।
যথাবিধি রাত্রি বাস করেন বর্জ্জনে॥
তবে কর বান্ধ করি বিষ্ণু ভগবানে।
করিলেন পরণাম অষ্টাঙ্গ বিধানে॥
বিষ্ণুরে প্রণাম করি শচীর কুমার।
বাহির হলেন খুলি বাহিরের দ্বার॥
অন্তর্দ্ধার উদ্ঘাটন অনাদি রূপেতে।
প্রভুরে আছয়ে বেদ কহে পুরাণেতে॥
বাহিরে আসিয়া জন্মভূমিরে নাতায়।
পরণাম করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
তবে প্রভু শ্রীকাঞ্চন নগরাভিমুখে।
সন্ন্যাসী হইতে চলিলেন মনসুখে॥
প্রভুর প্রস্থান কথা শ্রীবংশীবদন।
নিজ কৃত এই পদে করিলা লিখন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পদম্—

শয়ন-মন্দিরে, গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
উঠিলা রজনীশেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া,
আইলা জাহ্নবীতীরে॥
দুই কর জুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিলা নীরে।
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শ্রীশচী-নন্দন,
চড়ি নিজ মনরথে॥
প্রভুর গমন, করিলে শ্রবণ,
পাষাণ গলিয়া যায়।
পশু পাখী যত, কাঁদে অবিরত,
বংশী করে হায় হায়॥

*　　*　　*

ক্রমে সেই কালরাত্রি লয়োন্মুখা হৈল॥
চমকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি জাগিল॥
জাগিয়া দেখেন সতী নাহি প্রাণনাথ।
দ্বার উদ্ঘাটন দেখি শিরে হানে হাত॥

তথাহি পদম্—

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকিয়া উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিরে মারে করাঘাত॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এ মোর প্রভুর, সোণার নুপুর,
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া,
জিতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারের তরে।
কহয়ে লোচন, করিয়া রোদন,
না দেখিয়া বিশ্বম্ভরে॥

* * *

তবে সতী বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে।
ডাকিয়া জাগান ঠাকুরাণীকে ত্বরিতে॥
রোদনের সহ শুনি স্ববধূর ভাষ।
জাগিয়া উঠিলা মাতা হইয়া হতাশ॥
দ্বার উদ্ঘাটিয়া মাতা বাহিরে আসিয়া।
কি হ'ল কি হ'ল বলে বধূরে ধরিয়া॥
শচীর বচন শুনি কন বিষ্ণুপ্রিয়া।
পলাঞাছে তব পুত্র মোদের ত্যজিয়া॥

তদাহি পদম্—

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি।
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিলা, মাগো মা সে কোথা গেলা।
মোর মুণ্ডে বজর পড়িয়া॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সে মোর জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি তু-নয়নে।
শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা।
আয়ুদর কেশে ধায়, বসন না রহে গায়।
শুনিয়া বধুর হেন কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি।
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সনে, পড়িয়া নিজ অঙ্গনে।
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
শুনি নদীয়ার লোক, হৃদয়ে পাইয়া শোক।
শচীগৃহে অতি বেগে যায়।
তথা যায়া সব জনে, শুনিলেন যে শ্রবণে।
পলায়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥

* * *

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়া গেলে,
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মোরে অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ,
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা-সবার প্রাণে।
চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
কি আর জীবনে মোর আশ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বধুর মুখেতে এই শুনিয়া উত্তর।
বেগে যাঞা প্রবেশিলা তনয়ের ঘর॥
ঘরে গিয়া দেখে মাতা নাহিক নিমাই।
অমনি অঙ্গনে আসি পড়ে আছড়াই॥
লোকমুখে শুনিয়াছিলেন শচী আই।
সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবে নিমাই॥
সেই কথা মনে করি মিশ্রের ঘরণী।
বধূর সহিত কাঁদে লোটায়ে ধরণী॥
দুয়ের রোদনধ্বনি শুনিয়া সকলে।
ব্যস্ত হঞা শচীগৃহে দৌড়াদৌড়ি চলে॥
শচীগৃহে যাঞা সবে করেন শ্রবণ।
অলক্ষিতে পলায়েছে শচীর নন্দন॥
লোকে জিজ্ঞাসেন কোথা যাইল নিমাই।
শচী কন যথা সেই ভারতী গোসাঁই॥
তবে সবে পারঘাটে দৌড়িয়া যাইল।
নেয়েরে ডাকিয়া তথা কহিতে লাগিল॥
ওহে নেয়ে পার হঞা গেছে কি নিমাই।
নেয়ে কহে ভোরে ভোরে যাইল গোসাঁই॥
তবে সবে কপালেতে করি করাঘাত।
জাহ্নবীরে ডাক দিয়া কহে একবাত॥
ওরে দেবি নিরদয়া হইয়া যেমন।
নিমাঞে করিলি পার সন্ন্যাস কারণ॥
তেঁই আজ হৈতে তোর নিরদয়া নাম।
অবনী ভরিঞা লোক করিবেক গান॥
আর তোর এ ঘাটের নাম আজ হৈতে।
নিরদয় ঘাট হৈল জানিহ নিশ্চিতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সেই কালে নারীগণ বলিয়া উঠিল।
দেখ গঙ্গা আহ্লাদেতে উথলি পড়িল॥
মনে নাহি জানো বোধ হীনা নারী লোকে।
উথলি পড়িল গঙ্গা গৌরাঙ্গের শোকে॥
তবে কত জন পার হঞা মন দুঃখে।
নিমাঞে ধরিতে ধায় কাটোয়াভিমুখে॥
ভাগীরথী তীর হৈতে তবে সব লোক।
গৃহেতে ফিরিয়া আসি করে নানা শোক॥
কুলীয়ানগরে প্রভু শ্রীবংশীবদন।
শুনিলেন পলাঞাছে শ্রীশচী-নন্দন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে ভক্তগণ সনে।
ত্বরা করি যান প্রভু শচীর ভবনে॥
শাশুড়ী বধূর তথা দেখিয়া রোদন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যান শ্রীবদন॥
এই কথা নহে মোর স্ববুদ্ধি রচিত।
প্রভুর নিজের পদে হইনু বিদিত॥

পদম্—

আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলকা তিলক সাজ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে,
নয়নে খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিব, শ্রীবাস মন্দিরে,
ভকত চাতক লঞা।
আর না নাচিব, আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দু-ভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন একু ঠাঁই॥
নিমাই করিঞা, ফুকরি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া,
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর, না দেখি কেমনে,
রহিব নদিয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়॥
শাশুড়ী বধুর, রোদন শুনিতে,
বংশী গড়াগড়ি যায়॥

* * *

তবে নন্দায়ের ভাই রামাঞি ঠাকুর।
বদনে কহেন শূন্য হ'ল নদেপুর॥
ওহে প্রভু আর নাহি র'ব নদীয়ায়।
যাইব যেথানে গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
রামাঞির কথা শুনি কহেন গোসাঞি।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি পণ্ডিত রামাঞি॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় দাস তুমি সর্ব্বকাল।
প্রভুর জল-সেবায় তুয়া মতি ভাল॥

তথাহি শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

পয়োদবারিদৌ প্রাগ্‌যৌনিরসংস্কারিণৌ।
তাবদ্যভৃত্যৌ রামায়িৰ্নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ॥

এখনি যাইয়া তুমি মিল প্রভু সনে।
প্রভু সঙ্গে রহি জল করিবে সেবনে॥
মন্দবুদ্ধি দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ আমারে।
অনুমতি করিলেন রহিতে সংসারে॥
নহিলে তোমার সনে যাইয়া এখনি।
দেখিতাম কি করিছে গোরা দ্বিজমণি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

ইহা শুনি রামাঞি বংশীরে নমস্করি।
মিলিতে চলিলা যথা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে প্রভু বংশীদাস শাশুড়ী বধূরে।
প্রবোধিয়া করিলেন ঈশাণ ঠাকুরে॥
মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায়।
সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়॥
প্রভুর বচন শুনি কহিল ঈশাণ।
আজ্ঞা বলবান এই বেদের বিধান॥
তবে শ্রীবংশীর কর ধরি কন আই।
তোরে কি বলিয়া গেছে আমার নিমাই॥
শ্রীবংশী কহেন মাগো নাহি কাঁদ আর।
সকল বলিয়া গেছে নিমাই তোমার॥
প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশাণ বদন।
করিতে লাগিলা উভয়ের সুসেবন॥
শ্রোতাগণ পদে মোর এই নিবেদন।
প্রভুর সন্ন্যাস নাহি করিব বর্ণন॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ শ্রীশচী-নন্দন।
এ লাগি না করি তাঁর মস্তক মুণ্ডন॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নদীয়া বিহার কৈল বেদ গুহ্যতর॥
তহি মধ্যে বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি করিল।
তহি মধ্যে পূর্ব্বদেশ প্রভৃতি যাইল॥
আর যে চব্বিশ বর্ষ সন্ন্যাস করিয়া।
দক্ষিণাদি ভ্রমিলেন ভক্তি প্রচারিয়া॥
তহি মধ্যে একবার দেশে আগমন।
এ সব বর্ণিলা শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন॥
কিছুদিন পরে তবে আচার্য্য ঠাকুর।
দরশনে আসিলেন নবদ্বীপপুর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীবংশীবদনে দেখি প্রভু প্রণমিল।
উঠাঞা বদনানন্দ কোলেতে ধরিল॥
শ্রীনিবাস ঠাকুরের হেরিয়া বদন।
রোদন করেন প্রভু শ্রীবংশীবদন॥
তবে শ্রীনিবাসে লঞা ঠাকুর বদন।
মিশ্রের আলয়ে হর্ষে করেন গমন॥
আচার্য্য ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণে।
প্রণাম করিয়া তবে করেন রোদনে॥
এ সব কথার আর নাহি প্রয়োজন।
এবে যাহা কহি তাহা শুন ভক্তগণ॥
চল্লিশাষ্ট বর্ষ প্রভু শচীর কুমার।
নিজেচ্ছায় করিলেন প্রকট বিহার॥
চল্লিশাষ্ট বর্ষ পূর্ণে ঠাকুর নিমাই।
অপ্রকট হন টোটা গোপীনাথে যাই॥
প্রকটাপ্রকট দুই লীলা নিত্য হয়।
বেদাগম শাস্ত্রে এই করিলা নিশ্চয়॥
প্রভুর প্রকট লীলা বৃন্দাবন দাস।
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিলা প্রকাশ॥
অপ্রকট লীলা যত জানে ভক্তগণ।
তেঁই শাস্ত্রে এই কথা না কৈলা বর্ণন॥
অদ্যাবধি করে লীলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
রসিক ভকতগণে দেখিবারে পায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকট দারুণ সংবাদ।
শুনিয়া বদনাদির হইল বিষাদ॥
গৌরাঙ্গ বিরহে যত ভক্তের মণ্ডলী।
কাঁদিতে লাগিলা হঞা আকুলী ব্যাকুলী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কাঁদে সদা সর্ব্বক্ষণে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দুইজনে অন্ন পান করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে অনুক্ষণ॥
তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন দুইজনে।
মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিল মোরে স্তন॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি॥
প্রভুর এ কথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুই জনে উঠেন কাঁদিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে ডাকিয়া কামার।
সেই নিম্ববৃক্ষ কাটে চট্টের কুমার॥
তবে ডাক দিয়া প্রভু কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও করে॥
ভাস্কর কাঁদিয়া কয় মোর শক্তি নাই।
প্রভু কন দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই॥
তবে ত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্তি নির্ম্মাণ॥
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া॥
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে।
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে॥
তবে বস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর।
প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গসুন্দর॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে।
সেই ত পরাণনাথে পানু দরশনে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাঞা গৌরাঙ্গসুন্দরে।
দরশন করি দেবী ভাবেন অন্তরে॥
সেই ত পরাণনাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি কামবাণে দহিয়া মরিনু॥
দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্ব ঠাঁই পত্র দিল চট্টের কুমার॥
নিরূপিত দিনে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত॥
প্রচ্ছন্নভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন॥
প্রতিষ্ঠা সারিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করান মহাপ্রসাদ ভোজন॥
বিল্বগ্রামবাসি যত ভট্টাচার্য্যগণ।
প্রভুর জ্যেয়াতি মহা তেজিয়ান হন॥
পরিহাস করি তাঁরা বংশীরে কহয়ে।
তুমি কৃষ্ণদাস হৈলা মোদের অন্বয়ে॥
বংশী কহে কৃষ্ণদাস হইতে নারিনু।
সেই খেদে দিবানিশি জ্বলিয়া মরিনু॥
তবে যদি তোমা সবাকার কৃপা হয়।
তা হলে কৃষ্ণের দাস হইব নিশ্চয়॥
ভট্টাচার্য্যগণ শুনি বংশীর বচন।
হায় হায় করি সবে করেন ক্রন্দন॥
ওহে বংশী তোমা হৈতে কুলীনের কুল।
কৃতার্থ হইল তার নাহি কিছু ভুল॥
সাক্ষাত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ চট্ট মহাশয়।
গোপীনাথ সেবা তাঁর তুয়া গৃহে হয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তুমিহ প্রাণবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলে।
আবার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে॥
সে রাত্রি রহিয়া ভট্টাচার্য্য ভক্তগণ।
গোরার সম্মুখে করে শ্রীহরিকীর্ত্তন॥
রাত্রি পোহাইলে সবে নিজ নিজ ঘরে।
বংশীরে সম্ভাষি চলে আনন্দ অন্তরে॥
তবে প্রভু শ্রীযাদব মিশ্রের নন্দনে।
নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে॥
ভাগ্যবান যাদব-নন্দন মহাশয়।
প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য়॥
প্রতিদিন পূজাকালে শ্রীবংশীবদন।
প্রভুর চরণে করে তুলসী অর্পণ॥
কিছুদিন পরে প্রভু শ্রীবংশীবদন।
দক্ষিণ প্রভৃতি দেশ করেন ভ্রমণ॥
ভ্রমণের ছলে জানি চট্টের নন্দন।
প্রকাশ করেন রসরাজের ভজন॥
সেইকালে নিজ শাখা করেন প্রকাশ।
তাহাদের নাম কহি করিয়া নির্য্যাস॥
শ্রীজগদানন্দ আর গোকুল মোহন।
মনোহর শ্যামদাস আদির গণন॥
শাখাদি প্রকাশি প্রভু আসি নিজ ঘরে।
পূজেন প্রভুরে নিত্য আনন্দ অন্তরে॥
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী।
তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার।
বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠ মণিহার॥
কভু শ্রীবংশীর শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহেতে।
বড় খেদ উঠে জানি হৃদয় মাঝেতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই মতে কিছুদিন অতীত হইল।
একদিন স্বপ্নে গোরা বংশীরে কহিল॥
ওহে বংশী এই লীলা কর সম্বরণ।
ভুলিয়া গেছ কি মোর সে সব বচন॥
স্বপ্নেতে প্রভুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জাগিয়া মনেতে ভাবে শ্রীবংশীবদন॥
এমন দয়াল প্রভু না দেখি ভুবনে।
ভুলিলেও নাহি ভুলে নিজ ভৃত্যজনে॥
রজনী প্রভাত হৈলে পীড়া করি ছল।
দুই পুত্র ডাকি প্রভু কহেন সকল॥
প্রভু কন ওরে পুত্র নিতাই চৈতন্য।
ত্রিমূর্ত্তির সেবা কর হইয়া অনন্য॥
পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র করিলে বিচার।
সিদ্ধ হয় কৃষ্ণ-মূর্ত্তি চিন্ময় আকার॥
রসরাজ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি অপ্রাকৃত হয়।
তোমাদের কাছে এই কহিনু নিশ্চয়॥
তবে প্রভু কন আমি অদ্য নিশামুখে।
এ দেহ ছাড়িব দেখি নাহি পাও দুঃখে॥
প্রভুর বচন শুনি চৈতন্য নিতাই।
কান্দিতে লাগিল কাতরেতে দুই ভাই॥
তবে বৈদ্যগণে ডাক দিয়া আনাইল।
দেখিয়া প্রভুর ধাতু বৈদ্যবা কহিল॥
এখনি প্রভুরে লঞা যাও গঙ্গাতীরে।
ইহা শুনি দুই পুত্র ভাসে আঁখি-নীরে॥
সেইকালে গোসাঞির পুত্র-বধুগণ
প্রভুর চরণে পড়ি করেন রোদন॥
জেষ্ঠ্যপুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধ্বীসতী।
কাঁদিতে লাগিলা বহু করিয়া বিনতি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোসাঞি কহেন মাগো কেন কাঁদ তুমি।
তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব সে আমি॥
তুয়া প্রেমে বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার।
মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার॥
তবে সবে আসি করি শ্রীহরিকীর্ত্তন।
প্রভুরে লইয়া যান জাহ্নবী সদন॥
ভাগীরথী তীরে যাঞা প্রভু শ্রীবদন।
গঙ্গারে করিলা বহু প্রণতি স্তবন॥
তবে প্রভু ইষ্টমন্ত্র করিয়া স্মরণ।
করিলেন এই সব নাম সঙ্কীর্ত্তন।

নাম সঙ্কীর্ত্তনম্—

হা গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর পতিতপাবন।
হা গদাধরের প্রাণ শ্রীশচীনন্দন॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হা প্রাণবল্লভ রসরাজ গোপীনাথ।
কৃপা করি এ বংশীরে লহ নিজ সাথ॥

* * *

এই সব নাম প্রভু করিয়া কীর্ত্তন।
গ্রহণের কালে কৈল লীলা সম্বরণ॥
ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান করিয়া দর্শন।
ধন্য ধন্য ধন্য প্রভু বলে সব জন॥
গৌরাঙ্গ বিরহে যৈছে সন্তাপ সবার।
প্রভুর বিরহে তৈছে এই যে প্রচার॥
ভক্ত ভ্রম ঘুচাইতে শ্রীপ্রভুর নামে।
কহিব শ্রীবংশীবিলাসাদির প্রমাণে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীবংশীবদন বংশী আর. বংশীদাস।
শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চম নাম গায় কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী শ্রীঠাকুর বংশীদাস।
গণোদ্দেশ আদি গ্রন্থে আছয়ে প্রকাশ॥
গণোদ্দেশ দীপিকাদি দেখা নাই যার।
শ্রীবংশী প্রভুর তত্ত্ব অজ্ঞাত তাহার॥

তথাহি শ্রীমদ্‌গৌরগণোদ্দেশদীপিকাদৌ—

বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাঽঽসীৎ সা বংশীদাসঠক্কুরঃ।
বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাঽঽসীৎ সা বংশীবদনঃ প্রভু॥

না দেখিয়া গণোদ্দেশ আদির প্রমাণ।
প্রভু বংশীদাসে কেহ কেহ কহে আন॥
সেই সব অদর্শীর বাক্যে কিবা হয়।
বিজ্ঞের বর্ণন জানি বিজ্ঞেতে মানয়॥
কৃষ্ণ বংশী শ্রীঠাকুর বংশীদাস প্রভু।
শ্রীশ্রীপাট কুলীয়ায় মিথ্যা নহে কভু॥
প্রভু বংশী কিবা বস্তু নাহি জানে যারা।
অন্য রূপে বর্ণি হয় অপরাধী তারা॥
পাঁচ নাম ধরি প্রভু শ্রীবংশীবদনে।
কৃতাঞ্জলি হঞা মুঞি করি নিবেদনে॥
ওহে প্রভু তুয়া ঠাঁই অপরাধী যারা।
তারা যেন তুয়া পদ নাহি হয় হারা॥
তুয়া পদ হারা হৈলে কৃষ্ণহারা হয়।
অতএব তুয়া পদ ভক্তের আশ্রয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কৃষ্ণপ্রিয় বংশী শ্রীবংশীবদনানন্দ।
রাধিকার প্রাণরূপ সর্ব্বানন্দ কন্দ॥
সরলা বলিয়া ব্রজে যেঁহ সখী ছিল।
তেঁহ শ্রীবংশীবদনানন্দে প্রবেশিল॥
এই হেতু কেহ শ্রীবংশীবদনানন্দে।
সরলার আবির্ভাব বলি সদা বন্দে॥
শ্রীপাঠস্বরের শ্রীঠাকুর মুরারিরে।
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস কেহ ঈরে॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী নহে ঠাকুর মুরারি।
সত্য কি না বিজ্ঞবাক্য দেখহ বিচারি॥
বিজ্ঞ-বাক্যে কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস।
শ্রীশ্রীপাট কুলীয়ায় যাঁহার আবাস॥
তবে কহি শ্রীবংশীর পুনরাবির্ভাব।
যাহাতে হইবে সেই প্রাপ্তি বস্তুলাভ॥
শ্রীবংশীর পুত্র চৈতন্যের পত্নী সতী।
গোবিন্দ-সেবায় রত অতি বুদ্ধিমতী॥
গোসাঞি বংশীর শিষ্যা মহাভাগ্যবতী।
যাঁর গর্ভে জনমিলা রাম প্রাণপতি॥
গর্ভবাস মাত্র এই অনুবাদ হয়।
নহিলে নিত্য সিদ্ধতে দোষ পরশয়॥
নরবত লীলা হয় নরানুকরণ।
এই ছলে আস্বাদয় কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
সাধু সেবাদির লাগি প্রভুর আদেশে।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিনু বিশেষে॥
এই ত কহিনু পুনর্জ্জন্ম বিবরণ।
এমত জানিহ নিতায়ের আচরণ॥
অদ্বৈত বংশীর জানি এমত আখ্যান।
ভক্তিস্রোত রক্ষা আর আজ্ঞা বলবান॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পণ্ডিত প্রভুর এই মত বিবরণ।
সর্ব্বত্রেতে এই মত কহিনু কারণ॥
নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
শ্রীবংশীবদন তৈছে প্রভুরাম গায়॥
শুন শুন ভক্তগণ মোর নিবেদন।
রামচন্দ্র প্রভু যৈছে হৈলা প্রকটন॥
শ্রীবংশী বদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্য।
পরম উদার যিঁহ পণ্ডিতাগ্রগণ্য॥
চৈতন্য গোসাঞি বিনা নাহি জানে আর।
সদাই চৈতন্যলীলা অন্তরে যাহার॥
একদিন তাঁর ঘরে জাহ্নবা আইল।
দেবীকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল॥
বসিতে আসন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসে।
তাঁর পত্নী হেনকালে এল তাঁর পাশে॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে কৈলা বহু দয়া।
বস্তুতত্ত্ব কথা কহে করি নানা মায়া॥
মাগো তোর দুই পুত্র হবে সর্ব্বোত্তম।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে যদি কর সমর্পণ॥
আমি জন্মবন্ধ্যা মোর পুত্র কন্যা নাই।
তেঁই তোর পুত্র এক ভিক্ষা মুঞি চাই॥
পালিত রূপেতে মাগো তোর পুত্রে মুই।
গ্রহণ করিতে চাই দিবি কি না তুই॥
ঠাকুরাণী কহে মাগো কৃপা কর মোরে।
দুই পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব তোরে॥
তবে কহিলেন প্রভু বংশীর নন্দন।
তোমায় অদেয় মোর নাহি কিছু ধন॥
জাহ্নবা কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান।
তুয়া দুই পুত্র হবে ইথে নাহি আন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এত বলি গেলা মাতা আপন ভবন।
কত দিনে হৈল তাঁর গর্ভের লক্ষণ॥
জাহ্নবার স্পর্শে আর দেবীর সৌভাগ্যে।
এই এক হেতু বংশী জন্মে তাঁর গর্ভে॥
আর হেতু প্রভু আজ্ঞা নিজ স্বীকারেতে।
জনম লভেন প্রভু পুত্রের দ্বারেতে॥
দশ মাস দশ দিনে প্রসব সময়।
সকলের হৃদে হৈল আনন্দ উদয়॥
সরস ফাল্গুন মাস শুক্ল সপ্তমীতে।
বসন্ত বাতাসে বৃক্ষ আদি পুলকিতে॥
কোকিল পঞ্চম গায় ভ্রমর ঝঙ্কার।
বাল বৃদ্ধ যুবা মনে আনন্দ অপার॥
জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া।
প্রেমেতে গঙ্গার ধারা যায় উথলিয়া॥
চৈতন্যদাসের মনে প্রেম উথলিল।
রাস পঞ্চাধ্যায় শ্লোক পড়িতে লাগিল॥
সেইকালে আবির্ভূত হইল ঠাকুর।
সকল লোকের হৈল আনন্দ প্রচুর॥

তথাহি শ্রীবংশীবিলাসে—

জয় জয় করে লোক, পাশরিলা দুঃখ শোক,
প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত।
সবে হাসে নাচে গায়, কতেক আনন্দ তায়,
হরিধ্বনি শুনি চারুভীত॥
অপরূপ চৈতন্যকুমার।
প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গকান্তি হেম মণি,
জগমোহনিয়া রূপ যাঁর॥ ধ্রু॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শুনিয়া চৈতন্য দাসে, হৈলানন্দ পরকাশে,
দেখিল বালক-মুখ-শোভা।
আপনাকে ধন্য মানে, নানা ধন করে দানে,
আনন্দ দেখিতে মন লোভা॥
কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে, নিমন্ত্রণ করি আনে,
এল সবে হাতে দুর্ব্বাধান।
সবাই আশীষ করে, দ্বিজগণে বেদ পড়ে,
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ॥
হরিদ্রা সহিত দধি, ঢালে সবে নিরবধি,
গন্ধতৈল কুম্‌কুমাদি যত।
নানা বেশ ভূষা কত, বিলাইছে কত শত,
মহোৎসব করে এই মত॥
নানা যন্ত্রে বাজে কত, বাদ্য বোল অপ্রমিত,
শুনিতে কর্ণেতে লাগে তালা।
কত শত জন গায়, নৃত্যকরী নাচে তায়,
কেহ করতালি দেয় ভালা॥
দিবা নিশি এই মত, তাহা বা কহিব কত,
সবে করে আনন্দ উল্লাস।
বিধিমত ক্রীয়া যত, কৈলা মন অভিমত,
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ॥
জাহ্নবা গোসাঞি শুনি, পরম আনন্দ মানি,
আসিলেন চৈতন্যের বাসে।
দেখিল বালক শোভা, কাম জিনি মন-লোভা,
দশ দিক রূপে পরকাশে॥
নানা স্বর্ণ অলঙ্কার, চিত্রবাস মুক্তাহার,
দিলেন বালকে পরাইতে।
যথাযোগ্য সমাধান, বাড়াঞা সবার মান;
ব্রাহ্মণ-ভোজন এই মতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বীরচন্দ্রে কোলে লঞা, বসুধা আইল ধাঞা,
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী।
বস্ত্র গুপ্ত যানে চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি,
আইলেন সব ঠাকুরাণী ॥
দেখিয়া বালক ঠাম, সবে করে অনুমান,
সেই বংশীবদন প্রকাশ।
করিতে বিবিধ লীলা, পুনঃ প্রভু প্রকটিলা,
এ রাজবল্লভ করে আশ ॥

তবে প্রভু চৈতন্যের মনের হরিষে।
দুই চক্ষে অবিরত ধারা যে বরিষে ॥
ঠাকুরাণীগণে দিয়া বসন ভূষণ।
যথাযোগ্য পূজিলেন বংশীর নন্দন ॥
তবে সবে নিজাবাসে করিলা গমন।
তার পর শুন সবে করি নিবেদন ॥
পুত্রমুখ দেখি পিতা মাতার আনন্দ।
পিতা মাতা মুখ চাহি হাসে মন্দ মন্দ ॥
কৃষ্ণনাম শুনি শিশু পুলকিত হয়।
তাহা দেখি সকলেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় ॥
কোলে করি কেহ যদি করেন চুম্বন।
চুম্বন করিতে অশ্রু ঝরয় নয়ন ॥
একদিন এক মহা সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বালক দেখিয়া ॥
গোসাঁঞি তোমার পুত্র দুর্লভ সবার।
এই পুত্র হৈতে হবে মঙ্গল অপার ॥
এ শিশুর কিবা নাম রাখিলা গোসাঁই।
গোসাঞি কহেন নাম রাখা হয় নাই ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

সর্ব্বজ্ঞ কহেন জানিলাম পূর্ব্বাপর।
শিশুর চরিত্র নহে জীবের গোচর॥
এই শিশু সর্ব্ব চিত্তে করিবে রমণ।
অতএব রাম নাম করিল করণ॥
প্রেমে লোক গদাধরে কহয়ে গদাই।
আর প্রভু নিত্যানন্দে কহয়ে নিতাই॥
সেইরূপ এই রামে কহিবে রামাই।
তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু গোসাঁই॥
তবে তুষ্ট হঞা প্রভু দিলা নানা ধন।
ধন পাঞা সে সর্ব্বজ্ঞ যায় স্বভবন॥
যাইবার কালে তবে প্রভুরে কহিলা।
তব পিতা প্রভু বংশী পুন জনমিলা॥
তত্ত্ব কহি সে সর্ব্বজ্ঞ গেলা স্বভবন।
সপত্নী সহিত প্রভু হৈলানন্দমন॥

যথা রাগঃ—

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সম, গোপিকার মনোরম,
মুরলী আছিল যেহ ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে, ছকড়ি চট্টের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় মাঝে॥
ভুবনেতে অনুপাম, শ্রীবংশীবদন নাম,
প্রকাশিলা হঞা দ্বিজমণি।
কতদিন বিহরিলা, করিলা বিবিধ লীলা,
অন্তর্দ্ধান হইলা আপনি॥
তাঁহার নন্দন দুই, চৈতন্য নিতাই এই,
চৈতন্যনন্দন ঘরে আসি।
পুনরপি জনমিলা, দ্বিজে ভক্তি শিখাইলা,
রামচন্দ্র নাম পরকাশি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দয়ার ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর,
তুয়া বিনু আর নাহি গতি।
প্রেমদাস অভাগারে, কৃপা কর এই বারে,
তিলেক রহুক তুহুঁ খ্যাতি॥

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইল যখন।
শিশু সঙ্গে নানা খেলা খেলেন তখন॥
ক্রমেতে পৌগণ্ড আদি বয়স হইল।
যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল॥
অল্প উপদেশে মাত্র সকল বিদ্যায়।
সুনিপুণ হইলেন প্রভু রাম রায়॥
শ্রীউপনয়ন তবে দিলা বিধিমত।
নাহি মোর সাধ্য কিছু বর্ণিবারে তত॥
জাহ্নবার যাতায়াত চৈতন্য ভবনে।
দেখি দেখি যান কভু রামাঞি বদনে॥
কৈশোর বয়স যবে গোসাঞি রামাই।
শ্রীশচীনন্দন নামে হৈল এক ভাই॥
সাক্ষাৎ শচী নন্দন শ্রীশচীনন্দন।
অদ্যাপি মহিমা যাঁর গায় সাধুগণ॥
শচীর জনম হৈতে জাহ্নবা আসিয়া।
কহিতে লাগিলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিয়া॥
পূর্ব্বে কহিয়াছ জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব তোরে।
এবে কেন মায়া করি নাহি দি'ছ মোরে॥
ঠাকুর কহেন পূর্ব্বে হঞাছি স্বীকার।
এহ সত্য কিন্তু এই প্রার্থনা আমার॥
কিছুদিন পরে পুত্র দিব আপনায়।
ইহা শুনি সুখে দেবী নিজ গৃহে যায়॥
তবে কিছুদিন পরে নিত্যানন্দ প্রিয়া।
চৈতন্যের গৃহে আইলা প্রসন্না হৈয়া॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জাহ্নবার আগমন করিয়া দর্শন।
পত্নী সহ হৈলা প্রভু আনন্দে মগন॥
জাহ্নবা কহেন অদ্য দিন সর্ব্বোত্তম।
মোর রামে মোর কোলে করহ অর্পণ॥
সেই কালে বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের ঘরে।
আগমন করিলেন আনন্দ অন্তরে॥
বসিতে আসন দিয়া কহেন চৈতন্য।
তুয়া আগমনে মোর গৃহ হৈল ধন্য॥
জাহ্নবা গোসাঞি হৈলা আনন্দ উল্লাস।
সবাকার হৃদে হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
দুই পুত্র লঞা তবে চট্ট মহাশয়।
দোঁহার চরণে দিলা হঞা প্রেমময়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কহে তুমি মহাভাগ্যবান।
এই দুই পুত্র চন্দ্র সূর্য্যের সমান॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে তুয়া পুত্র দুই।
তোমার নিকটে এই কহিলাম মুই॥
তব এই দুই পুত্র বহু বহু জীবে।
নিস্তার করিবে ইহা মনেতে জানিবে॥
তবে শ্রীজাহ্নবা কন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়।
চৈতন্য হঞাছে মুগ্ধ পুত্রের মায়ায়॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দিবে কৈলা অঙ্গীকার।
এবে পুত্র নাহি দেয় এ কোন বিচার॥
ঠাকুর কহেন মুঞি চৈতন্যের দাস।
ধর্ম্ম হানি হয় পাছে এই মনে ত্রাস॥
ঈশ্বরী কহেন মনে সন্দেহ কি কাজ।
স্বীকার করিয়া মিথ্যা কর কেন ব্যাজ॥
অনঙ্গমঞ্জরী পূর্ব্বে রাই সহোদরী।
ইদানী জাহ্নবা নাম কহিনু বিবরি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নিত্যানন্দ শক্তি ইথে না কর সন্দেহ।
নিত্যানন্দ আর মোর প্রভু এক দেহ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যদাস।
কহিতে লাগিলা কিছু হইয়া উল্লাস॥
আমি অজ্ঞ কিবা জানি নিত্যানন্দ তত্ত্ব।
পবিত্র করিলা মোরে শুনাঞা মহত্ত্ব॥
এত বলি ভূমে পড়ি ধরণী লোটায়।
ঘন ঘন বলে মুখে নিত্যানন্দ রায়॥
পুলকে পূরল অঙ্গ নেত্রে বহে জল।
প্রেমোন্মাদ বাঢ়ি গেল হইলা বিকল॥
ঠাকুর নিতাই বলি করেন ফুৎকার।
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
ঠাকুরাণী প্রেমানন্দে করেন রোদন।
তাহা দেখি রামাঞের সহাস্যবদন॥
আনন্দাশ্রু বহে নেত্রে পুলকিত অঙ্গ।
কদম্ব কিশোর অঙ্গ রসের তরঙ্গ॥
শ্রীশচী-নন্দন যিঁহ কোলের নন্দন।
তিঁহ প্রেমাবেশে করে সঘনে রোদন॥
এইরূপে সবে মিলি প্রেমে গড়ি যায়।
দেখি দুই শ্রীঈশ্বরী করে হায় হায়॥
তবে প্রভু শ্রীচৈতন্য হঞানন্দ মন।
দুই পুত্র জাহ্নবারে করিলা অর্পণ॥
স্তুতি নতি করি বহু করিল রোদন।
কি করিতে পারি মুঞি তাহার বর্ণন॥
রামাঞি পড়িলা জাহ্নবার পদতলে।
ভাসিল চরণ দুটি নয়নের জলে॥
জাহ্নবা করিলা পৃষ্ঠে হস্ত সমর্পণ।
আশ্বাস-বচনে রামে করেন চেতন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

নয়নের নীরে রামে করিলা সিঞ্চন।
তবে দুই হস্ত ধরি কহেন বচন॥
তুমি মোর প্রাণধন তুমি সে জীবন।
যৈছে বীরচন্দ্র মোর তুমি সে তেমন॥
বীর রাম এক এই কভু ভিন্ন নয়।
তোমারে কহিনু বাপ করিয়া নিশ্চয়॥
এত বলি ঈশ্বরীর অনুজ্ঞা লইয়া।
রামে নাম মন্ত্র দিলা প্রসন্না হইয়া॥
তবে কহে শ্রীচৈতন্যদাস মহাশয়।
দীক্ষামন্ত্র বিধিমতে করিবারে হয়॥
জাহ্নবা কহেন বিধি গুরুর ইচ্ছায়।
এই ত বিধান আগমাদি শাস্ত্রে কয়॥

তথাহি তত্ত্বসারে—

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপঃ ক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছয়াহহপ্তে তু সদ্গুরৌ॥

শ্লোক শুনি শ্রীচৈতন্যদাস প্রভু কয়।
সত্য সত্য এই কথা মিথ্যা কভু নয়॥
তবে শ্রীজাহ্নবাদেবী আনন্দ অন্তরে।
প্রভু রামচন্দ্রে শক্তি সঞ্চারণ করে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে রামাঞি সুন্দর।
তুয়া সম ভাগ্যবান নাহি পূর্ব্বাপর॥
প্রাকৃত মনুষ্য তুমি নহ বাছাধন।
সাক্ষাৎ প্রভুর প্রিয় শ্রীবংশীবদন॥
রামাঞি কহেন প্রভু কৃপা কর মোরে।
অধম পামর মুঞি কি বলিব তোরে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চৈতন্যবল্লভা তুমি জগৎ ঈশ্বরি।
তোমার দাসের দাস হৈতে বাঞ্ছা করি॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া কৈলা স্বগৃহে গমন।
তার পর শুন সবে করি নিবেদন॥
জাহ্নবা কহেন তবে শুন বাপু রাম।
মোর গৃহে চল এবে এথা কোন্ কাম॥
রামাঞি কহেন তবে শ্রীপদকমলে।
বিকাইনু জন্মে জন্মে লেহ পদতলে॥
এ কথা শুনিয়া দেবী আনন্দ লভিলা।
চৈতন্য গোসাঞে তবে কহিতে লাগিল॥
মুঞি রামে লঞা গৃহে করিব গমন।
গৃহকর্ম্ম কর তুমি লঞা নিজ জন॥
এ কথা শুনিয়া প্রভু বংশীর নন্দন।
শ্রীরামের মুখ চাঞা করেন রোদন॥
রামাঞি কহেন পিতা না কর রোদন।
না ভুলিব আমি তুয়া যুগল চরণ॥
গৃহে রহি সদা কর শ্রীকৃষ্ণস্মরণ।
কীর্ত্তন পূজন আর সাধুর সেবন॥
শচীর করহ যথাবিধি সুসংস্কার।
বিবাহাদি দিবে অধ্যয়নাদি বিচার॥
আমিহ আসিব তব চরণ দেখিতে।
তোমা ছাড়া কারো নহি কহিনু নিশ্চিতে॥
এত বলি গেলা প্রভু মাতা সন্নিধান।
কৃতাঞ্জলি হঞা কন তাঁর বিদ্যমান॥
আমিহ যাইব মাতা শ্রীপাট দেখিতে।
আমারে বিদায় দাও প্রফুল্লিত চিতে॥
এত কহি মা বাপেরে করিয়া প্রণাম।
জাহ্নবার কাছে গেলা গুণনিধি রাম॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তবে শ্রীজাহ্নবাদেবী রামচন্দ্রে কন।
ওরে বাপ শিবিকাতে কর আরোহণ॥
জাহ্নবার পদে তবে করিয়া প্রণাম।
শিবিকায় উঠিলেন শ্রীরাম সুঠাম॥
জাহ্নবা গোসাঞি তবে ভিন্ন শিবিকায়।
আরোহণ করিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
হরি হরি ধ্বনি করে সকল বৈষ্ণব।
নানাযন্ত্র বাজে ঘোর শিঙ্গার শবদ॥
বৈষ্ণব সকল নৃত্য করে আর গায়।
দেখিবারে কুলীয়ার লোক সব ধায়॥
শিবিকা-বাহকগণ শিবিকা লইয়া।
স্কন্ধেতে করিয়া ধায় আনন্দ হইয়া॥
এইরূপে চলি যান নগরে নগরে।
দেখিয়া সকল লোক হরি হরি করে॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় রামচন্দ্র সর্ব্বানন্দ কন্দ॥
ইহা কহি সব লোক হাসে নাচে গায়।
ভার্য্যা সহ শ্রীচৈতন্য করে হায় হায়॥
শিবিকা-বাহকগণ ছাড়িলে নগর।
ফিরিয়া সকল লোক যায় নিজ ঘর॥
জাহ্নবীর ধারে ধারে যান বাহীগণ।
যানস্কন্ধে প্রেমানন্দে করে যে গমন॥
গঙ্গার তীরেতে এক উত্তম উদ্যান।
তথায় মধ্যাহ্নকালে নামাইল যান॥
সেইকালে এল তথা এক মহাজন।
ধনাঢ্য পরম জ্ঞানী সজ্জন ভূষণ॥
আসিয়া পড়িল রামাঞের পদতলে।
যোড়হাত করি কিছু ধীরে ধীরে বলে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিবেদন।
স্নান কর কিছু দ্রব্য করি আহরণ॥
ভাল ভাল বলি প্রভু করিলা গমন।
জাহ্নবার আগে গিয়া দিলা দরশন॥
রামাঞি কহেন প্রভু করি নিবেদন।
বিশ্রাম করুণ এথা স্থান মনোরম॥
একজন চাহে স্নান সামগ্রী আনিতে।
জাহ্নবা কহেন যাহা লয় ভব চিতে॥
আজ্ঞা পাঞা মহাজন কৃতার্থ মানিয়া।
আনিলেন নানা দ্রব্য সেবার লাগিয়া॥
স্নানাহ্নিক সারি তবে শ্রীজাহ্নবা রাম।
সেই সব দ্রব্য ভোগ ঠাকুরে লাগান॥
সঙ্গের বৈষ্ণব আদি স্নানাদি সারিল।
মাতায় প্রসাদ পেতে রামাঞি কহিল॥
রামের বাক্যেতে আর ভক্ত প্রার্থনায়।
প্রসাদ পাইল মাতা আনন্দ হিয়ায়॥
তবে বৈষ্ণবাদি সবে প্রসাদ অর্পিয়া।
শেষেতে খায়েন রাম আনন্দিত হৈয়া॥
প্রসাদ পাইয়া কিছু করিয়া বিশ্রাম।
মাতায় অগ্রেতে করি চলে প্রভু রাম॥
সঙ্গের সকল লোক সঙ্গেতে চলিল।
বেলা অবসানে শান্তিপুরে উত্তরিল॥
শ্রীশ্রীপাটে উত্তরিয়া অদ্বৈত ভবনে।
গেলেন জাহ্নবাদেবী লইয়া স্ব-গণে॥
অদ্বৈতনন্দন প্রভু শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
দেবীরে দর্শন করি হইল আনন্দ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিয়া স্তবন।
বসিতে দিলেন সবে উত্তম আসন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তবে শ্রীজাহ্নবা কহে প্রভুর নন্দনে।
মোর আর এক পুত্র কর দরশনে॥
অচ্যুত কহেন কেবা চিনিতে না পারি।
জাহ্নবা কহেন মনে দেখহ বিচারি॥
প্রভু শ্রীরামাঞি তবে অচ্যুতে নমিলা।
অচ্যুত কহেন বাপু কি কার্য্য করিলা॥
রামাঞি কহেন তুমি বয়োধিক হও।
আমার প্রণাম তবে কেন নাহি লও॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ রামে প্রণাম করিরা।
কোলাকুলি করিলেন আনন্দিত হৈয়া॥
অচ্যুত কহেন বাপু দেহ পরিচয়।
রাম কহে প্রভু বংশী পিতামহ হয়॥
আমার জনক প্রভু শ্রীচৈতন্যদাস।
পাটুলীর চট্ট আখ্যা কহিনু নির্য্যাস॥
প্রভু শ্রীজাহ্নবা মোরে করুণা করিল।
আমারে পালিত পুত্র লঞা দীক্ষা দিল॥
পরিচয় পাঞা প্রভু অদ্বৈত-নন্দন।
নাচিতে লাগিলা রামে করি আলিঙ্গন॥
রাত্রিতে প্রসাদ তথা ভুঞ্জিয়া সকলে।
অদ্বৈত বিরহে ভাসে নয়নের জলে॥
রামাঞি কহেন বড় খেদ উঠে মনে।
প্রভু অদ্বৈতের পদ না হেরে নয়নে॥
মুঞি অতি ভাগ্যহীন পাপী দুরাচার।
ঠাকুরে দর্শন তেঁই নহিল আমার॥
রামাঞের খেদে সবে হঞা শোকাতুর।
বলে দেখা দাও প্রভু অদ্বৈত ঠাকুর॥
সেইকালে আবির্ভাব হইয়া গোসাঞি।
কহিলেন ধন্য ধন্য ধন্য হে রামাঞি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তোমা হৈতে বহু জীব হইবে উদ্ধার।
তোমা হৈতে ব্রজলীলা হইবে প্রচার॥
তোমা হৈতে সাধুসেবা অনেক হইবে।
তোমা হৈতে পশুতেও আনন্দ পাইবে॥
সেই বংশী তুমি এবে হৈলা অবতার।
রসরাজ উপাসনা করিতে প্রচার॥
কৃষ্ণ বলরামরূপে শ্রীগৌর নিতাই।
তুয়াসহ বিহরিবে কোন গুপ্ত ঠাঁই॥
মুঞি সেইকালে তথা শঙ্কর রূপেতে।
রহিব প্রভুর আলয়ের দুয়ারেতে॥
প্রভুর প্রসাদ নিত্য করিব ভক্ষণ।
তোমারে কহিনু বাপ এই নিবেদন॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি অচ্যুতাদি করি।
রামাঞ্জের জয় দিয়া বলে হরি হরি॥
পরে সবে নিজ নিজ শয্যাতে শুইয়া।
সুখেতে যায়েন নিদ্রা শ্রীহরি স্মরিয়া॥
রজনী প্রভাত হৈলে সকলে উঠিয়া।
প্রাতঃকৃত্য আদি সব সম্পূর্ণ করিয়া॥
যাত্রা করিলেন শ্রীশ্রীপাট খড়দায়।
অচ্যুতাদি ভক্তগণ করে হায় হায়॥
শান্তিপুর ছাড়ি অ্যালা যশোড়া পাটেতে।
তথা হৈতে অ্যালা সবে সুখ সাগরেতে॥
তথা হৈতে শ্রীকাঁচড়া পাড়াতে আইলা।
তথা হৈতে খড়দহ পাটে উত্তরিলা॥
বীরচন্দ্র গঙ্গা আসি জাহ্নবা চরণে।
প্রণাম করিয়া করে অনেক স্তবনে॥
তবে বীররামে দেখা নয়নে নয়নে।
জিজ্ঞাসেন বীরচন্দ্র মধুর বচনে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কোথা হৈতে এলে তুয়া কোথা অবস্থান।
কাহার নন্দন বট কিবা তুয়া নাম॥
ঠাকুর কহেন নবদ্বীপে মোর বাস।
রামচন্দ্র মোর নাম জাহ্নবার দাস॥
শুনিয়া ঠাকুর বীর হাসিতে লাগিলা।
মনে জানিলেন মার এই এক লীলা॥
জাহ্নবা কহেন বীরচন্দ্র সন্নিধানে।
রামের বারতা কহি কর অবধানে॥
এই যে রামাঞি দেখ তোমার সমীপে।
ইহার লাগিয়া মুঞি গেনু নবদ্বীপে॥
দুই ভায়ে গলাগলি করহ মিলন।
পশ্চাতে কহিব মুঞি সব বিবরণ॥
বীরচন্দ্রে রামচন্দ্রে হৈল কোলাকুলি।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব নাচে হরি বলি॥
জাহ্নবা কহেন বাপু দিয়া পরিচয়।
সাবধানে শুন কহি করিয়া নিশ্চয়॥
প্রভুর আজ্ঞায় সেই শ্রীবংশীবদন।
কুলীয়ায় পুনর্ব্বার লভিলা জনম॥

তথাহি শ্রীগৌরগণনিরূপণে—

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্য সমাজ্ঞয়া।
আবির্ভূতঃ পুনর্গৌড়ে কথয়ামি ন সংশয়ঃ॥

শ্লোক শুনি প্রেমাবেশে শ্রীবীর গোসাঁই।
রামে আলিঙ্গন করি বলে ভাই ভাই॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দুই ভাই প্রেমাবেশে করেন রোদন।
নানা ভাবে দুহুঁ অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন॥
জাহ্নবার হস্ত স্পর্শে বাহ্য কিছু হৈলা।
গদগদস্বরে তবে কহিতে লাগিলা॥
এ হেন বান্ধব মিলে তোমার কৃপায়।
চরণ-যুগল দেহ আমার মাথায়॥
এত বলি দুই ভাই পড়িলা চরণে।
শ্রীচরণ দিয়া মাথে বলেন বচনে॥
শব্দ ব্রহ্মময় বেণু সংহিতায় কয়।
শ্রীবংশীবদন সেই বেণু সুনিশ্চয়॥
শব্দ ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ বেদের লিখন।
অতএব যেই বেণু সেই শ্রীবদন॥
যেই শ্রীবদন সেই এই রাম হয়।
তোমারে কহিনু বাপু করিয়া নিশ্চয়॥
এত কহি দুহুঁ হাত করিয়া ধারণ।
দোঁহাকার হাতে দোঁহা করিলা অর্পণ॥
তোমরা উভয়ে বাপু একাত্মা জানিবা।
উভয়েতে সমতুল করিয়া মানিবা॥
তোমাদের উভয়েরে যে ভিন্ন ভাবিবে।
সেই সে অশেষ দুঃখ নিশ্চয় পাইবে॥
তবে প্রভু রামচন্দ্র প্রভু বীরচন্দ্রে।
বড় ভাই বলি প্রণমিলা বড় ছন্দে॥
ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র রামে কোল দিয়া।
আনন্দে নাচেন ছোট ভাঞারে বলিয়া॥
শ্রীপাটে রহিয়া প্রভু রামাঞি ঠাকুর।
জাহ্নবার কাছে শিক্ষা করে তত্ত্বপূর॥
দুই ভায়ে নিত্য নিত্য শ্যামের ভবনে।
রসরাজ তত্ত্বামৃত করে আস্বাদনে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কুলীয়া নগরে প্রভু বংশীর নন্দন।
শচীনন্দনের দিলা শুভোপনয়ন॥
ন্যায় স্মৃতি ভাগবত আদি পড়াইয়া।
বিবাহ দিলেন মহা উৎসব করিয়া॥
তবে কিছুদিন পরে খড়দ হইতে।
পিতৃগৃহে এল রাম মাতার সহিতে॥
পূর্ব্বমত শ্রীচৈতন্য দাস মহাশয়।
জাহ্নবারে দেখি হৈল আনন্দ হৃদয়॥
রামের বদন হেরি পত্নীর সহিত।
ক্রন্দন করেন প্রভু হইয়া দুঃখীত॥
তবে মাতা রামানুজ শ্রীশচীনন্দনে।
শুভদিনে মন্ত্র দিলা পরসন্ন মনে॥
চৈতন্যের পত্নী তবে জাহ্নবা চরণে।
প্রণাম করিয়া এই করে নিবেদনে॥
ওগো দেবী রাম আর শ্রীশচীনন্দনে।
নিজ পুত্র জানি কৃপা কর সর্ব্বক্ষণে॥
তবে দেবী শুভদিনে শ্রীরামে লইয়া।
খড়দহে যাত্রা কৈলা শচীরে রাখিয়া॥
জাহ্নবা কৃপায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
রসরাজ কৃষ্ণপ্রেমে হইলা মগন॥
একদিন শ্রীশচীর সমাধ্যায়িগণ।
শচীরে বৈষ্ণব বলি করে সম্বোধন॥
ব্যঙ্গ সম্বোধন দেখি শ্রীশচীনন্দন।
এক শ্লোক করি কহে শুন বন্ধুগণ॥

তথাহি শ্রীবংশীবিলাসে—

প্রাণঃ কচ্ছগতোভ্রাতর্বমনাদিগতোঽপিবা।
তনোস্তদ্‌গৌরবং ত্যক্তা কুরুষ্ব হরিকীর্ত্তনম্॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কচ্ছ কিম্বা বমনাদি গত যে জীবন।
তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রান্তজন ॥
অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া।
শ্রীহরি কীর্ত্তন কর যতেক পড়ুয়া ॥
শচীর বচন শুনি পড়ুয়া সকল।
শ্রীহরি-কীর্ত্তন করে ভুবন মঙ্গল ॥
এথা খড়দহে প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
নর নারী এক করি শ্রীকৃষ্ণ ভজায় ॥
সেইকালে বীরচন্দ্র গোসাঞির সনে।
শ্রীরামের কোন্দল হয় ঐছে কারণে ॥
প্রভু রাম কহিলেন শুনহ গোসাঁই।
নারীর স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম কোন শাস্ত্রে নাই ॥
আপনি কহিলা কৃষ্ণদাসী হয় সবে ॥
সত্য বটে একত্রেতে সর্বনাশ হবে ॥
এইরূপে বীর সনে রামাঞি গোসাঁই।
যত বাদ করিলেন তার অন্ত নাই।
বাদের দুদিন পরে জাহ্নবার সনে।
দুই ভাই গেলা বোরাকুলী নিমন্ত্রণে ॥
বোরাকুলী হৈতে সবে আসি খড়দায়।
রাঢ়দেশ ভ্রমিবারে প্রভু রাম যায় ॥
শিঙ্গা খোন্তা আদি লঞা সহস্র বৈষ্ণব।
প্রভুর সঙ্গেতে ধায় করিয়া উৎসব ॥
নরযানে চড়ি প্রভু করেন গমন।
পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে যায় বিংশ জন ॥
তিন মাস রাঢ়দেশ করিয়া ভ্রমণ।
বহুজনে উদ্ধারিলা চৈতন্য-নন্দন ॥
তবে রাঢ় হৈতে প্রভু পূর্ব্বদেশ যায়।
তথা বহু জীবে উদ্ধারিলা রাম রায় ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাঁচ মাস পূর্ব্বদেশে করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীপাটে আসিয়া প্রভু দিলা দরশন॥
কিছুদিন শ্রীপাটেতে করিয়া বিহার।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা চট্টের কুমার॥
চাতুর্ম্মাস্য নীলাচলে করি অবস্থান।
ভক্ত সম্মীলন আদি করিলেন রাম॥
নবধা ভক্তির ব্যাখ্যা তথায় করিলা।
যাহা শুনি ভক্তগণ আশ্চর্য্য মানিলা॥
নীলাচল চন্দ্রমুখ হেরেন যখন।
তখনি হয়েন প্রভু প্রেমে অচেতন॥
এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য প্রেমানন্দ মনে।
ক্ষেত্রধামে রহিলেন ভক্তগণ সনে॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে প্রভু রামাঞি গোসাঁই।
বিদায় লইয়া যত বৈষ্ণবের ঠাঁই॥
সঙ্গীগণ সহ ক্রমে শ্রীপাটে আইলা।
আসিয়া জাহ্নবা বীরচন্দ্রে প্রণমিলা॥
তবে কিছুদিন প্রভু শ্রীপাটে রহিয়া।
ব্রজধামে যাত্রা কৈলা মাতাকে লইয়া॥
পূর্ব্বমত বৈষ্ণবাদি সঙ্গেতে চলিল।
নরযানে দুইজনে গমন করিল॥
শ্রীপরমেশ্বর দাস আদি ভক্তগণে।
নিয়োজিলা বীরচন্দ্র দুয়ের রক্ষণে॥
একাদশ মাস মধ্যে শ্রীব্রজমণ্ডলে।
প্রেমানন্দে পরবেশ করেন সকলে॥
যাইবার কালে রাম জাহ্নবা গোসাঁই।
যত জনে উদ্ধারিলা তার অন্ত নাই॥
ব্রজধামে পাঁচবর্ষ রহিয়া ঠাকুর।
মাতার সহিত ভ্রমিলেন মধুপুর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পাঁচবর্ষ পরে কামপূর্ণ কাম্যবনে।
দেবীর মিলন হৈল গোপীনাথ সনে॥
মাতার মিলন হেরি প্রভুরাম রায়।
দিবানিশি কাঁদে আর করে হায় হায়॥
একদিন নিশাযোগে স্বপ্নে কৃষ্ণরাম।
প্রভুরে কহেন কেন কাঁদ অবিরাম॥
যে কার্য্য লাগিয়া হৈলা পুনরাবির্ভাব।
সে কার্য্য করহ যদি চাও প্রীতিলাভ॥
গোরা অবতারে তুমি শ্রীবংশীরূপেতে।
আবির্ভাব হঞাছিলে কুলীয়া গ্রামেতে॥
সেকালে মোদের কাছে হঞাছ স্বীকার।
গৌড়েতে মোদের লীলা করিতে প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণ রামের কথা স্বপ্নেতে শুনিয়া।
জাগিয়া উঠিল প্রভু রোদন করিয়া॥
অরুণ উদয়কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে॥
স্নানকালে কৃষ্ণরাম শ্রীমূর্ত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়া লাগল॥
সেই দুই মূর্ত্তি বক্ষে করিয়া ধারণে।
উপনীত হৈলা প্রভু মদনমোহনে॥
তথা দুই বিগ্রহের অভিষেক করি।
মহামহোৎসব করিলেন ইচ্ছা ভরি॥
তবে স্বপ্ন-বিবরণ সকলের ঠাঁই।
কহিলেন প্রকাশিয়া রামাঞি গোসাঁই॥
স্বপ্ন-বিবরণ শুনি ব্রজবাসীগণ।
হায় কি হইল বলি করেন রোদন॥
দিন স্থির করি প্রভু ঠাকুর রামাঞি।
বিদায় মাগেন সব ব্রজবাসী ঠাঞি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কাম্যবনে গোপীনাথ-মন্দিরে যাইয়া।
মা'র কাছে বিদায় চাহেন কান্দিয়া॥
জাহ্নবা কহেন বাপ না কাঁদহ তুমি।
অপ্রকটে তুয়া গৃহে রহিব সে আমি॥
কৃষ্ণরামে লঞা তুমি যাহ গৌড়দেশে।
প্রকট করগা সেবা কহিনু বিশেষে॥
জাহ্নবার আজ্ঞা পাঞা চৈতন্য-নন্দন।
প্রণাম করিয়া আল্যা মদনমোহন॥
তবে শুভদিনে কৃষ্ণ বলরামে লঞা।
ব্রজ হৈতে যাত্রা কৈলা আনন্দিত হঞা॥
এক নরযানোপরি কাণাঞি বলাই।
আর নরযানোপরি রামাঞি গোসাই॥
ব্রজের বাহিরে আসি প্রভু রামচন্দ্র।
নরযানে উঠিলেন হইয়া আনন্দ॥
ঠাকুরের সঙ্গী যত মহান্ত বৈষ্ণব।
প্রেমানন্দে করে সবে হরি হরি রব॥
ব্রজধামে যত শিষ্য করিলা গোসাঁঞি।
তাহারা সকলে কান্দে ধরণী লোটাঞি॥
আর যত ব্রজবাসী বিরহে প্রভুর।
কাঁদে আর কহে শূন্য হৈল ব্রজপুর॥
সকল জনেরে প্রভু সুশান্ত করিয়া।
বিদায় হয়েন প্রভু জাহ্নবা স্মরিয়া॥
দুই দোলা স্কন্ধে করি বাহকের গণ।
কৃষ্ণ রাম রাম জয় বলে ঘন ঘন॥
সঙ্গের বৈষ্ণব শিঙ্গা খোন্তাদি লইয়া।
যানের অগ্রেতে ধায় রামজয় দিয়া॥
ছয়মাস মধ্যে প্রভু শ্রীগৌড়ভূমিতে।
প্রবেশ করিলা সঙ্গী বৈষ্ণব সহিতে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

অম্বিকার পশ্চিমেতে দুই ক্রোশ পরে।
এক মহারণ্য যাহে ব্যাঘ্র বাস করে॥
নদীর দক্ষিণতীরে সেই বন হয়।
সে নদীর নাম শ্রীবালুকাময়ী কয়॥
সেই মহারণ্যে প্রভু রমাঙ্ঘ্রি গোসাঁই।
উত্তরিলা সঙ্গে লঞা কাণাঙ্ঘ্রি বলাই॥
স্নানাহ্নিক করি সেই পবিত্রা নদীতে।
উঠিতে চাহেন প্রভু স্ব-গণ সহিতে॥
কৃষ্ণরাম কহিলেন আর না যাইব।
এই বনে রহি মোরা বিহার করিব॥
এই সে মোদের হয় অতি প্রিয়স্থান।
ইহার বারতা জানে যত ভাগ্যবান॥
মোরা দুই গৌর-নিত্যানন্দাবতারেতে।
এই বনে বসি যাই কুলীন গ্রামেতে॥
সেইকালে কহিলাম সঙ্গী ভক্তগণে।
কৃষ্ণলীলা স্থানযোগ্য হেরি এই বনে॥
শ্রীকৃষ্ণ রামের বাক্য শুনিয়া শ্রীরাম।
ভাবিলেন এতদিনে পূর্ণ হৈল কাম॥
তবে সঙ্গী ভক্ত যাঞা শ্রীরাধানগরে।
বনে কৃষ্ণরাম অ্যালা কহিলা সবারে॥
শ্রীরাধানগরবাসী কায়স্থাদি সবে।
বনেতে তখনি অ্যালা মনের উৎসবে॥
অরণ্যে আসিয়া সবে কৃষ্ণরাম রামে।
দণ্ডবৎ পতিত হঞা করিলা প্রণামে॥
তবে সবে ডাক দিয়া আনে কাঠুরিয়া।
তারা আসি বনে স্থান দিলেক করিয়া॥
বনমধ্যে পঞ্চবটী ছিল মহাকায়।
পশ্চিমে বকুলারণ্য অতি শোভা তায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

উভয়ের মাঝখানে কাঠুরিয়াগণে।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থান করিলা যতনে॥
পত্রের কুটীর দিলা করিয়া নির্ম্মাণ।
তবে প্রভু বসাইলা তাহে কৃষ্ণরাম॥
শ্রীরাধানগর আদি বাসী যত জনে।
প্রত্যহ সেবার দ্রব্য করে আনয়নে॥
এক মহাকায় ব্যাঘ্র ছিল সেই বনে।
কুটীরের কাছে আ্যালা করিয়া গর্জ্জনে॥
ব্যাঘ্র দেখি লোক সব করে হায় হায়।
বলে প্রভু রক্ষা কর বুঝি প্রাণ যায়॥
গোসাঞি কহেন সবে কিছু ভয় নাই।
অবশ্য করিবে রক্ষা কাণাঞি বলাই॥
তবে প্রভু শার্দ্দুলের কাছেতে যাইয়া।
গায়ে হাত দিয়া কন বিনয় করিয়া॥
জীবহিংসা ছাড় বাপ কহ কৃষ্ণনাম।
পশুজন্ম ঘুচে যাবে পাবে পরধাম॥
প্রভুর শ্রীকর স্পর্শ আর কৃষ্ণনাম।
পাইয়া প্রেমেতে ব্যাঘ্র নাচে অবিরাম॥
তবে ব্যাঘ্র গোসাঞের নতি স্তুতি কৈল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥
তাহার পরেতে ব্যাঘ্র প্রভুর চরণে।
করযোড় হঞা এই করে নিবেদনে॥
যদি মোরে কৃপা ক'রে করিলা উদ্ধার।
তবে প্রভু তুই ভিক্ষা মাগি আমি আর॥
প্রত্যহ প্রসাদ কিছু করিবে প্রদান।
মোর নামে নগরের রাখিবেক নাম॥
তথাস্তু বলিয়া প্রভু স্বীকার হইল।
নগরের নাম বাঘ্নাপাড়া রক্ষা কৈল॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তবে মহাকায় ব্যাঘ্র প্রভুর সম্মুখে।
নামের সহিত দেহত্যাগ কৈল সুখে॥
প্রভুর মহিমা আর ব্যাঘ্রের নিস্তার।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার॥
প্রভুর মহিমা সর্ব্বদেশ ব্যাপ্ত হৈল।
অনেক দেশের লোক দর্শনে আইল॥
একদিন স্বপ্নযোগে পার্ব্বতীরমণ।
প্রভুরে কহেন মোরে ভুল কি কারণ॥
তবে প্রভু প্রাতঃকালে করি গাত্রোত্থান।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করিয়া আহ্বান॥
প্রভুর দুয়ারে বিল্ব অরণ্য মাঝেতে।
শিবার্চ্চন করায়েন প্রফুল্ল মনেতে॥
পূজিতে পূজিতে সেই অদ্বৈত শঙ্কর।
শিবাসহ উঠিলেন প্রভুর গোচর॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আর প্রভুরাম।
কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হঞা করেন প্রণাম॥
মধ্যাহ্নে রামাজ্ঞি প্রভু কৃষ্ণ নৈবেদ্যান্ন।
শঙ্করে দিলেন জানি ভক্ত অগ্রগণ্য॥

একাদশস্কন্ধস্থ ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিনাধৃতম্—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনন্ত্যায় কল্পতে॥

(শ্রীম০ ভা০ ১১।১১।৪০)

তবে প্রভু রামচন্দ্র ব্রজ অনুসার।
শঙ্করের নাম রাখিলেন গোপীশ্বর॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কিছুদিন পরে এক ক্ষত্রিয় আসিয়া।
প্রভুদের মন্দিরাদি দিল নির্ম্মাইয়া॥
তারপর এক ভক্ত কায়স্থ আসিয়া।
মন্দির পশ্চিমে দিলা পুষ্কর্ণী করিয়া॥
প্রতিষ্ঠার কালে প্রভু দেবী যমুনায়।
আনয়ন করিলেন স্তবের দ্বারায়॥
দেখিয়া আশ্চর্য হৈল সকল সুধীর।
যমুনা রাখিল নাম সেই পুষ্কর্ণীর॥
একদিন রামদাস নামে সাধূত্তম।
খড়দহ যাইলেন দর্শন কারণ॥
বীরচন্দ্র প্রভুপদে করিলা প্রণাম।
প্রভু জিজ্ঞাসেন কহ তোমার কি নাম॥
কোথা হৈতে অ্যালা কহ সব সমাচার।
তিঁহ কহে রামদাস নাম যে আমার॥
শ্রীশ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া হইতে আইনু।
তাহাঁ দশদিন রহি আনন্দ পাইনু॥
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু পুছেন তাঁহারে।
কাহাঁ বাঘ্নাপাড়া পাট কহ ত আমারে॥
তিঁহ কহে অম্বিকার পশ্চিমেতে হয়।
প্রেমপূর্ণ পাট সেই কহিনু নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র প্রভু নামে এক মহাজন।
শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়ার করিলা পত্তন॥
কৃষ্ণ বলরাম তথা সদা শোভা পায়।
অসংখ্য বৈষ্ণব দীন প্রসাদান্ন খায়॥
এতেক শুনিল্লা যদি প্রভু বীরচন্দ্র।
নাড়া নাড়া নাড়া বলি ডাকে মন্দ মন্দ॥
নাড়াগণ অ্যালা করি সিংহের গর্জ্জন।
শ্রীবীর বলাই শব্দে ভেদিল গগন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

বীরচন্দ্র কহে সবে কর এক কাম।
ত্বরা করি যাহ যাঁহা বাগ্নাপাড়া গ্রাম॥
কোন জনা আসি করে বৈষ্ণব-সেবন।
তোমরা যাইয়া তারে কর বিড়ম্বন॥
অসময় গিয়া সবে মাগিবে প্রসাদ।
দিতে না পারিলে তার ঘটিবে প্রমাদ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত মন।
বার শত নাড়া তথা করিলা গমন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি সবে নিদ্রা যায়।
হেনকালে উত্তরিলা শ্রীবাগ্নাপাড়ায়॥
সিঙ্গার শবদ ঘন হুঙ্কার গর্জ্জনে।
শুনিয়া গোসাঞি বড় ভয় প্যালা মনে॥
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ডাকে।
গোসাঞি ভাবেন আজি পড়িল বিপাকে॥
ত্বরা করি প্রভু তা সবার কাছে গিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি বিনয় করিয়া॥
এত রাত্রে কি নিমিত্ত গমন সবার।
আজ্ঞা কর কিবা কার্য্য আছয়ে আমার॥
এতেক শুনিয়া সবে কহেন বচন।
ক্ষুধার্ত্ত আছি যে মোরা করাও ভোজন॥
আম্রের ব্যঞ্জন সহ দেহ শ্রীপ্রসাদ।
শুনিয়া ঠাকুর ভাবে ঘটিল প্রমাদ॥
পৌষ মাসে আম্র নাহি হয় কদাচন।
কেমনে করিব মুঞি আম্রের ব্যঞ্জন॥
তবে প্রভু নাড়াগণে ডাক দিয়া কন।
কোথা হৈতে সবাকার হৈল আগমন॥
নাড়াগণ কহে খড়দহেতে আলয়।
শুনিয়া গোসাঞি কহে বুঝিনু নিশ্চয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তবে প্রভু নাড়াগণে আসনে বসাঞা।
জাহ্নবা স্মরণ করে ব্যাকুল হইঞা॥
ওহে কৃষ্ণ রাম নিদ্রা যাও মহা সুখে।
অতিথি দ্বারেতে বসি পায় মহাদুঃখে॥
প্রভুর কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শ্রীজাহ্নবা কৃষ্ণ রাম কহেন তখন॥
কিসের ভাবনা রাম করিতেছ মনে।
কিসের অভাব আছে তোমার ভবনে॥
বার শত জন কথা দূরেতে রহুক।
লক্ষ লক্ষ নাড়া আসি ভোজন করুক॥
ইহা শুনি পূজারী সকলে প্রভু কন।
ডাল ভাত পাক শীঘ্র চড়াও এখন॥
বকুলারণ্যেতে যাঞা তবে প্রভু কন।
হে বকুল আম্র ভিক্ষা করহ অর্পণ॥
প্রভুর বাক্যেতে আর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
বকুল হইতে আম্র পড়ে বৃষ্টি প্রায়॥
বকুল গাছে আম্র ব্যাম্রের নিস্তারে।
প্রভুর অতুল কীর্ত্তি প্রভাব বিস্তারে॥
দাসগণে সেই আম্র একত্র করিয়া।
পর্ব্বত প্রমাণ কৈল রাম জয় দিয়া॥
জাহ্নবা কৃপায় সব পূজারি ঠাকুর।
ডাল ভাত পাক কৈল আনন্দে প্রচুর॥
তবে সেই আম্রে করে ব্যঞ্জন রন্ধন।
ভোগ দিয়া নাড়াগণে করায় ভোজন॥
দীয়তাং ভুজ্যতাং রাম দাস সবে কয়।
শুনিয়া বীরের নাড়া হেটমাথা হয়॥
তবে বীর নাড়াগণ প্রেমানন্দে কয়।
যৈছে বীর তৈছে রাম জানিনু নিশ্চয়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এই মতে নাড়াদের ভোজন হইল।
ছুর্ব্বাসা হইতে যেন পাণ্ডবে রাখিল॥
শ্রীবীরচন্দ্রের নাড়া প্রভাব অপার।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে মাগে পরিহার॥
আচমন করি সবে উঠে ক্ষিতি ধরি।
মুখ প্রক্ষালন সারি শুলা শয্যোপরি॥
প্রাতে উঠি শ্রীমঙ্গল আরতি দেখিয়া।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কৈল স্তবাদি করিয়া॥
ছুই দিন রহি পাটে বীর নাড়াগণ।
বিদায় হইল রামে করিয়া বন্দন॥
বিদায়ের কালে প্রভু বীর নাড়াগণে।
বীরচন্দ্রে পত্র দিলা করিয়া লিখনে॥
সংস্কৃত ভাষায় পত্র দিলেন লিখিয়া।
যাহা পাঠ করে বীর আনন্দিত হৈয়া॥
ছুই নাম ধারী প্রভু নিত্যানন্দ-স্থত।
বীরভদ্র বীরচন্দ্র চরিত্র অদ্ভুত॥
পত্র লঞা নাড়াগণ খড়দ আইল।
বীরচন্দ্রে পত্র দিয়া প্রণাম করিল॥
নাড়াগণ কহে প্রভু তারে জান নাই।
তুয়া ছোট ভাই সেই শ্রীপ্রভু রামাই॥
যাঁরে পাঠাইলা তুমি শ্রীমতী সহিত।
তিঁহ আসি গৌড়দেশে হৈলা উপনীত॥
তবে পত্র খুলি প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
পত্র পাঠ করিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
পত্র পাঠ করি নিত্যানন্দ-স্থত বীর।
ভাই সহ মিলিবারে হইলা অস্থির॥
পরদিন প্রাতঃকালে
বাঘ্নাপাড়া যাত্রা কৈলা প্রেমানন্দ হঞা॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তৃতীয় দিবসে প্রভু মধ্যাহ্নকালেতে।
শ্রীপাটেতে উত্তরিলা প্রফুল্লমনেতে॥
শিঙ্গার শবদ শুনি লোক সব ধায়।
যাঞা দেখে আসিলেন বীরচন্দ্র রায়॥
ক্রমে সিংহদ্বারে উপনীত বীরচন্দ্র।
দেখিয়া প্রভুর হৈল পরম আনন্দ॥
নরযান হৈতে প্রভু ভূমে দাণ্ডাইলা।
প্রভু রামচন্দ্র যাঞা প্রণাম করিলা॥
ধরি তুলি কোলে লৈল বীরচন্দ্র রায়।
দোঁহার নয়নে প্রেমধারা বহি যায়॥
সাত্বিক ভাবেতে দুই প্রভু আগেয়ান।
কতক্ষণে স্থির হঞা ভিতরেতে যান॥
পদ প্রক্ষালন করি মন্দিরের তলে।
মন্দিরে উঠিলা দরশন কুতূহলে॥
ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র কৃষ্ণ বলরামে।
দরশন করি করে অষ্টাঙ্গ প্রণামে॥
তবে দিব্যাসনে বসি বীরচন্দ্র রায়।
প্রভুর প্রসাদ পান আনন্দ হিয়ায়॥
প্রসাদ পাইয়া বীর ভক্তচূড়ামণি।
ঠাকুরে কহেন ধন্য ভক্ত গুণমণি॥
পরে আর আর জন প্রসাদ পাইল।
প্রসাদ পাইয়া সবে ধন্য ধন্য কৈল॥
এই মত দিবা গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
আরত্রিক মহোৎসবে সবে মাতোয়াল॥
রামের প্রভাব দেখি গৌড়ের ঈশ্বর।
তুষ্ট হঞা ঘড়ি পাঞা দেন মনোহর॥
আরত্রিক কালে নিত্য সে ঘড়ি বাজায়।
যাহার শবদ তিন ক্রোশাবধি যায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আরত্রিক দেখি বীর হৈল প্রেমোন্মাদ।
কভু হাসে কভু কাঁদে দৈন্য পরিবাদ॥
কতক্ষণ পরে তিঁহ সুস্থির হইল।
যথাকালে ভোগসারি সেবা সাঙ্গ কৈল॥
বীর কহে খড়দহে যৈছে রাধাশ্যাম।
বাঘ্নাপাড়া গ্রামে তৈছে কৃষ্ণবলরাম॥
তবে বীরচন্দ্র আদি ভক্তবৃন্দগণ।
পরম আনন্দে কৈলা প্রসাদ ভোজন॥
আচমন করি প্রভু বসিলা আসনে।
ব্রজবার্ত্তা জিজ্ঞাসেন চৈতন্যনন্দনে॥
রামচন্দ্র প্রভু কন ব্রজের কুশল।
মাতার বিহনে কিন্তু অন্তর বিকল॥
বীরচন্দ্র প্রভু কন মোদের ভাগ্যেতে।
মাতা না ফিরিল গৌড়ে জানিহ মনেতে॥
ইহা কহি দুই প্রভু হা মাতঃ বলিয়া।
কান্দতে লাগিলা অতি বিলাপ করিয়া॥
কতক্ষণ পরে দুই ভাই স্থির হৈল।
তবে ইষ্ট গোষ্ঠী কথা কহিতে লাগিল॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি রসামৃত সিন্ধু।
দুই গ্রন্থ বীর অগ্রে দিলা রাম ইন্দু॥
গ্রন্থ খুলি বীরচন্দ্র হৈল চমৎকার।
বলে রূপ বিনা হেন শক্তি আছে কার॥
এই মতে কিছুদিন শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়॥
নিজগণ সহ রহিলেন বীর রায়॥
তবে প্রভু খড়দহে করিলা গমন।
মধ্যে মধ্যে শ্রীবাঘ্নাপাড়ায় আগমন॥
একদিন প্রভু রাম মনেতে ভাবিল।
যুগল দর্শন মোর ভাগ্যে না ঘটিল॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

আক্ষেপ করিয়া কন কৃষ্ণদাস প্রতি।
ব্রজে যাঞা আন তুমি রাধিকা রেবতী॥
সেই দিন স্বপ্নে প্রভু কৃষ্ণ বলরাম।
কহিলেন অরে অরে রাম গুণধাম॥
কেন মিছা খেদ করি হও ক্ষুব্ধমতি।
কল্য আসিবেন তব রাধিকা রেবতী॥
ক্রমে সেই শুভ রাত্রি প্রভাতা হইল।
মধ্যাহ্নকালেতে দুই বৈষ্ণব আইল।
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভু কহেন তখন।
কোথা হৈতে কহ সাধু হৈল আগমন॥
দুই সাধু কহিলেন শুনহ গোসাঁই।
ব্রজ হৈতে আইলাম মোরা দুই ভাই॥
প্রভু কন তোমার বক্ষে কিবা হয়।
দুই সাধু কহে রাধা রেবতী আছয়॥
কেহ কেহ কহিলেন শ্রীক্ষেত্র হইতে।
দুই সাধু আসি দুই দেবীর সহিতে॥
ইহা শুনি প্রভু রাম কাঁদিতে লাগিল।
দুই সাধু দুই দেবী সম্মুখে ধরিল॥
তবে প্রভু শুভদিনে দুই ঠাকুরাণী।
প্রতিষ্ঠা করিলা আপনারে ধন্য মানি॥
কৃষ্ণ বামে রাই' রাম বামেতে রেবতী।
জগমোহনিয়া রূপে শোভিলেন অতি॥
দ্বিতীয় যাত্রায় প্রভু বীরচন্দ্র রায়।
যুগল দেখেন আসি শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়॥
যুগল দেখিয়া প্রভু প্রেমে হঞা মত্ত।
বলে রাম ধন্য ধন্য তোমার মহত্ত্ব॥
তোমা হৈতে গৌড়ে হৈল গুপ্ত বৃন্দাবন।
তোমা হৈতে পাবে বহুজন প্রেমধন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভুর বচন শুনি কহিল রামাই।
মো সম অধম প্রভু জগ-মাঝে নাই॥
বীর কহে শ্রীমতীর কৃপা তোমা প্রতি।
অতিশয় অরে ভাই জানিনু সম্প্রতি॥
শ্রীরাগ কর্পূর এই মঞ্জরী যুগল।
প্রবেশিল তোতে লীলা করিতে সফল॥
রাগ মঞ্জরী গুণে তোতে সর্ব্বক্ষণ।
অনুরাগ করিবেক সদা সর্ব্বক্ষণ॥
কর্পূর মঞ্জরী গুণে সর্ব্বজন ভাই।
মাতিবে শীতল হবে আসি তুয়া ঠাঁই॥
অনঙ্গ মঞ্জরী তুমি রাই প্রিয়তমা।
তবাপেক্ষা কেবা বল আছয়ে উত্তমা॥
শ্রীমতীর প্রিয় শাখা আমি তুমি গঙ্গা।
অতএব আমাদের সদা জোর ডঙ্কা॥
নন্দায়ীর বড় ভাই রামাঞি পণ্ডিত।
প্রভুর জল-সেবক সকলে বিদিত॥
চৈতন্য প্রভুর সেহ শাখায় গণন।
নির্ণয় করিলা এই মহাজনগণ॥
বিষম ভ্রমেতে পড়ি কোন দুরাচারে।
চৈতন্যের প্রিয় শাখা বলয়ে তোমারে॥
শ্রীচৈতন্য গেলা যবে করিয়া সন্ন্যাস।
যাইল রামাঞি তাঁর সঙ্গে হঞা দাস॥
সে রামাঞি তুমি এই যে জন বলয়।
সে বড় পড়িলা ভ্রমে কহিনু নিশ্চয়॥
মোরা দুই ভাই আর ভগ্নী গঙ্গাদেবী।
তিন জনে শ্রীমতীর শ্রীচরণ সেবি॥
হেনমতে ইষ্টালাপে বীরচন্দ্র রায়।
চারিমাস রহিলেন শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

দুইদোল প্রকাশিয়া প্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে।
শ্রীপাট খড়দ গেলা মনের উল্লাসে॥
শ্রীবীরের উপদেশে তবে রাম রায়।
কুলীয়া পাঠান ভৃত্য আনিতে ভ্রাতায়॥
ভৃত্য যাঞা শ্রীশচীনন্দনে পত্রি দিল।
পত্রিকা পড়িয়া শচী কান্দিতে লাগিল॥
কান্দি কন পিতা মাতা এস একবার।
দেশেতে এসেছে প্রভু অগ্রজ আমার॥
তবে প্রভু ভৃত্যসনে শ্রীপাটে আসিয়া।
প্রভুর চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া॥
তুলি কোলে ধরি প্রভু শ্রীশচীনন্দনে।
জিজ্ঞাসেন পিতা মাতা আছেন কেমনে॥
শচী কন ব্রজধাম হইয়াছে লাভ।
ইহা শুনি কাঁদে প্রভু করিয়া বিলাপ॥
তবে প্রভু উৎসবাদি পিতৃ মাতৃ কৃত্য
করিলেন যথামত শাস্ত্র নিরূপিত॥
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়োত্তম।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম অদ্বৈত-নন্দন॥
তিঁহ আসি মহোৎসবে অধ্যক্ষ হইল।
সর্ব্বজনে প্রেমময় বাক্যেতে তুষিল॥
মহোৎসব পরে সবে হইয়া বিদায়।
নিজ নিজ স্থানে গেলা আনন্দ হিয়ায়॥
তবে প্রভু কহিলেন শ্রীশচীনন্দনে।
কুলীয়ার বাস ভাই করিয়া বর্জনে॥
পরিবার সহ তুমি এথায় আসিয়া।
বাস করি সেবা কর মো প্রীতি লাগিয়া।
প্রভু আজ্ঞা শুনি কন শ্রীশচীনন্দন।
মো পাপী হইতে সেবা হবে কি রক্ষণ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

প্রভু কন ইহা তুমি কভু না ভাবিবা।
তুয়া সেবা কৃষ্ণ রাম অবশ্য লইয়া॥
তবে শুভদিনে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
প্রভুরে প্রণমি কৈলা কুলীয়া গমন॥
দশদিন রহি তথা সকলে তুষিয়া।
শ্রীপাটে করেন যাত্রা পুত্রাদি লইয়া॥
শ্রীপ্রাণবল্লভ আর রাধা গোপীনাথে।
শ্রীশচী গোসাঞি প্রভু লন নিজ সাথে॥
অপরাহ্লকালে আসি শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়।
সবা সহ উপস্থিত হৈলা শচী রায়॥
ভার্য্যা পুত্রসহ প্রভু শচী গুণধাম।
প্রভুর চরণে পড়ি করেন প্রণাম॥
শ্রীশচীর তিন পুত্র প্রভুব কিঙ্কর।
তিনের মহিমা জানি বিজ্ঞের গোচর॥
শ্রীরাজবল্লভ শ্রীবল্লভ শ্রীকেশব।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাদ্ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ভব॥
শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পণ।
তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্য-নন্দন॥
কড়চানঙ্গমঞ্জরী সম্পূটিকা নাম।
পাষণ্ড-দলন আর অতি অনুপাম॥
শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশী-বিলাস।
বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল।
শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল।
তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া।
গৌরাঙ্গ বিজয় শচী বর্ণে হৃষ্ট হৈয়া॥
সপ্তদশ বর্ষ প্রভু রাম ভক্তরাজ।
ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র লঞা করেন বিরাজ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

তহি মধ্যে শিষ্য করি শাখা বিস্তারিলা।
তহি মধ্যে বহুজীব নিস্তার করিলা॥
তহি মধ্যে প্রচারিলা রসরাজ-তত্ত্ব।
তহি মধ্যে প্রকাশিলা প্রীতির মহত্ত্ব॥
বহু শাখা বিস্তারিলা গুণনিধি রাম।
তার মধ্যে মুখ্য সকলের কহিলাম॥
শ্রীরাজবল্লভ আদি প্রভু তিন জন।
বংশ মর্য্যাদাতে হন শাখা মুখ্যতম॥
ঠাকুর শ্রীহরিদাস বাস পানাকরে।
প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহো তিলকার্দ্ধ ধরে॥
ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস মহাভাগ্যবান।
কায়স্থ-কুলেতে জন্ম ভক্তের প্রধান॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর।
নিবাস শ্রীশালডাঙ্গা মনস্থবপুর॥
ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি।
ঠাকুর বৈরাগী আর নিবাস উজনী॥
ধামাশের রামচন্দ্র তপোবনে বাস।
অষ্টম ঠাকুর হরি ভুবনে প্রকাশ॥
এই অষ্ট শাখা রসরাজ তত্ত্বাচার্য্য।
ইহাদের বাক্য সদা বৈষ্ণবের ধার্য্য॥

তথাহি কবীন্দ্রস্য কাব্যে—

শ্রীরাজবল্লভোদেবঠক্কুরো হরিরেব চ।
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ॥
ঠক্কুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈব চ।
রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখা হ্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

এ সব শাখার শিষ্য আদি অনুসার।
ভুবনে হইল বহু প্রশাখা বিস্তার ॥
সুবর্ণবণিকরাজ মোক্ষণাদি আর।
অনেক মহিমা প্রভু করিলা বিস্তার ॥
এবে কহি গোসাঞির অন্তর্দ্ধান কথা।
যে কথা কহিতে বড় মনে পাই ব্যথা ॥
একদিন শচীরে কহেন রাম রায়।
এ দেহ ছাড়িব মুঞি কহিনু তোমায় ॥
কৃষ্ণ বলরামে দেহ যুগল বারাম।
মহোৎসব কর আজি পূর্ণ হৌক কাম ॥
আজ্ঞামাত্র উৎসবের হৈল আয়োজন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অ্যালা পাঞা নিমন্ত্রণ ॥
নগর কীর্তনে তবে সবে বাহিরায়।
শিঙ্গা সদ্দা আদি লঞা বহু ভৃত্য ধায় ॥
প্রেমানন্দে মহোৎসব সম্পূর্ণ হইল।
সবা ঠাঁই প্রভু রাম বিদায় লইল ॥
বসন্ত কালের রাত্রি চন্দ্রের উদয়।
যুগল বারামে রামকৃষ্ণ বিরাজয় ॥
সম্মুখ প্রাঙ্গণে প্রভু হঞা যোড়করে।
দাঁড়াইয়া শ্লোক পড়ে আনন্দে অন্তরে ॥
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের স্তুতি শ্লোক পড়ে।
অবিরত দুই নেত্রে প্রেমধারা ঝরে

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবেণোক্তঞ্চ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম-
দর্শনান্ মর্ম্মহতাং করতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু পড়িলা ভূমিতে।
হা রাধা হা কৃষ্ণ বলি লাগিলা ডাকিতে॥
হা হা ললিতাদি কোথা শ্রীরূপমঞ্জরী।
লবঙ্গ মঞ্জরী কাঁহা অনঙ্গ মঞ্জরী॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কাঁহা প্রভু দয়াময়।
নিত্যানন্দ প্রভু কাঁহা সদয় হৃদয়॥
রাধাকৃষ্ণ রসরাজ কহিতে কহিতে।
বৃন্দাবনপ্রাপ্তি হৈল নামের সহিতে॥
মাঘ মাস কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া তিথিতে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু অর্দ্ধ যামিনীতে॥
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নতে জনম লভিলা।
পঞ্চদশ পঞ্চে প্রভু লীলা সম্বরিলা॥
ইহা মধ্যে যে যে লীলা করিলা গোসাঁই।
সংক্ষেপ করিয়া তাহা গ্রন্থ মধ্যে গাই॥
ক্রম ভঙ্গে ছন্দ ভঙ্গে অপরাধ যাহা।
কৃপা করি সাধুগণ ক্ষমিবেন তাহা॥
রসাভাস আদি দোষ যা কিছু দেখিবে।
মোরে অনুগ্রহ করি তখনি শুধিবে॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
জয় রসরাজ জয় শ্রীরাসমণ্ডল।
জয় হরেকৃষ্ণ নাম ভুবনমঙ্গল॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

জয় জয় শ্রীশ্রীপাট বাগ্নাপাড়াগ্রাম।
যথায় বিরাজে সদা কৃষ্ণ বলরাম॥

গ্রন্থকৃতা শ্রীশ্রীপাট বাগ্নাপাড়াস্তোত্রম্—

কালিন্দী স্বয়মেব যত্র যমুনারূপেণ সন্তিষ্ঠতে,
তত্তীরে বসতশ্চ যত্র সততং শ্রীরামকৃষ্ণৌ স্বয়ম্।
শ্রীগোপেশ্বরনামকো হরিপরঃ সাক্ষাৎ স বিশ্বেশ্বরঃ,
আরাদ্বিষ্ণুনিকেতনস্থ নিয়তং যত্র স্থিতঃ শূলবান্॥
শার্দ্দূলং বিকটং প্রবেদিতবতা স্পর্শেন তত্ত্বোচ্চয়ং,
রামেণ প্রভুণা সদা হরিগতপ্রাণেন সংস্থাপিতাম্।
কাশীকৃষ্ণপুরীসমানমহিমাং সদ্ভক্তসন্তর্পিণীং
বন্দে তাং নিখিলাঘমোচনকরীং ভক্তপ্রসিদ্ধাং পুরীম্॥

গুরু নিত্যসিদ্ধ প্রভৃতির বাসস্থানে।
শ্রীশ্রীপাট বলি ব্যাখ্যা করেন পুরাণে॥
শ্রীবংশী-বিলাস শ্রীশ্রীবংশী-লীলামৃত।
রামের কড়চা আর কেশব-সঙ্গীত॥
গৌরাঙ্গ বিজয় আদি গ্রন্থ অনুসার।
পদাবলী সাধুবাক্য করিয়া বিচার॥
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ করিয়া বর্ণন।
রসরাজ ভক্তে ভেট করিনু অর্পণ॥
আনন্দাহ্লাদিনী এক রসরাজ হয়।
আনন্দার্থে কৃষ্ণ হ্লাদিন্যর্থে রাধা কয়॥
একাদশী কৃষ্ণাষ্টমী পূর্ণিমা তিথিতে॥
বংশী-শিক্ষা পড়ে যেই ভক্তির সহিতে॥
রসরাজ কৃষ্ণকৃপা হবে তার প্রতি।
অতএব পড় গ্রন্থ করিয়া ভকতি॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গ্রন্থ বরণিয়া দিনু শ্রীগুরুর করে
গ্রন্থ পড়ি প্রভু মোরে কন ক্রোধভরে ॥
অরে অরে প্রেমা তুই কৈলি সর্ব্বনাশ।
নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব করিলি প্রকাশ ॥
তবে আমি কহিলাম, দিয়া আচ্ছাদন।
লিখিয়াছি বংশী-শিক্ষা করুন দর্শন ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
শ্রীচরণ মোর মাথে দিলেন তুলিয়া ॥
শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে ॥
লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে।
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে ॥
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষাগ্রন্থ করিনু বর্ণন।
নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ ॥

ভক্তবৃন্দে নমস্করি, কিছু বিজ্ঞাপন করি,
গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ শ্রীপ্রপিতামহ, শ্রীকুল নগরে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা ॥
কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ প্যালা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ গোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীপাদপদ্মনিষ্ঠ ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥
ভক্তগণ শ্রীচরণে, মোর এই নিবেদনে,
সবে আশীর্ব্বাদ কর মোরে।
চৈতন্য বলিব মুখে, চৈতন্য বর্ণিব সুখে,
তাঁরে ভজি জন্ম জন্মান্তরে॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, বিষয় আশ্রয় সদ্ম,
তাহা গতি জীবনে মরণে।
প্রভু শ্রীল রামচন্দ্র, জাহ্নবা চরণ দ্বন্দ্ব,
সগণ চৈতন্য থাক মনে॥
কালসর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃত হীন নর,
অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
প্রেমদাস অগেয়ানে,, প্রেমামৃত দেহ দানে,
কৃপা কর আত্মসাথ করি॥

গ্রন্থকারস্য—

রসরাজ নমস্তুভ্যং ভক্তেভ্যশ্চ নমস্তব।
যেষাং পাদরজো নিত্যং শিরসাধারয়াম্যহং॥

নিগূঢ় ভজনতত্ত্বে লোভ যার হয়।
সে যেন শ্রীবংশীশিক্ষা আশ্রয় করয়॥
বংশীশিক্ষাশ্রয় যার না হইল সংসারে।
নিগূঢ় ভজন সেই জানিতে না পারে॥
ওহে প্রভু রামকৃষ্ণ রামের জীবন।
এ পুরুষোত্তম মিশ্রে কর কৃপেক্ষণ॥
ক্ষেত্রে যাঞা কৃষাণেরে দিলে দরশন।
মোর হৃদি ক্ষেত্রে এস গোকুলরঞ্জন॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীগুরু শ্রীরসরাজ আর তাঁর ভক্ত।
এ তিনের পাদপদ্মে হঞা অনুরক্ত॥
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ সর্ব্ব গ্রন্থসার।
বর্ণনা করিল প্রেমদাস দুরাচার॥

ইতি শ্রীমদ্বংশীশিক্ষায়াং শ্রীশ্রীপট্টোৎপত্তির্নাম চতুর্থোল্লাসঃ॥
সমাপ্তাচেয়ং বংশী-শিক্ষা।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

মহাকবি কর্ণপুর কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'-এর—গ্রন্থকার শ্রীপ্রেমদাস কৃত লৌকিক ভাষায় পদ্যানুবাদ গ্রন্থ, বঙ্গভূমি কার্য্যালয় নং ৯, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীনাথ দে দ্বারা বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক'-এর ৪০৩-৪০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত গ্রন্থকার শ্রীপ্রেমদাসের আত্ম পরিচয়।

অথ প্রেমদাসের আত্ম পরিচয়।

ভক্তবৃন্দে নমস্করি, কিছু বিজ্ঞাপণ করি,
প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কুল নগর গ্রামে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্তমান হৈলা॥
কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র শ্রীল গঙ্গাদাস খ্যান॥
তার ছয় পুত্র ছিলা, তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম নিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিলা বিষ্ণু বলি,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥
যবে ষোল বর্ষ বয়, তবে হৈল ভাগ্যোদয়,
গিয়াছিনু মথুরা মণ্ডলে।
তীর্থ ভ্রমি হর্ষ মনে, গেলাম কাম্যক বনে,
শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দিরে॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

গোঁসাই কৃষ্ণ চরণ, সেবার অধ্যক্ষ হন,
গোবিন্দ পূজক সেবা করে।
তাঁরা মোরে দেখি অতি, প্রীতি করি মোর প্রতি,
পাক সেবা সমর্পিল মোরে ॥
গোবিন্দের পাক ক্রিয়া, করি আনন্দিত হইয়া,
ব্রজ ছিনু কতক বৎসর।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজে গেলা, মোরে সঙ্গে লৈয়া আইলা,
মোরে স্নেহ বিস্তর তাঁহার ॥
একদিন স্বপ্নান্তরে, গেলুঁ আমি শান্তিপুরে,
শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাই মন্দিরে।
পূর্ব্বে দ্বারী চতুঃসাল, কৃষ্ণের মন্দির ভাল,
কাল বারো স্তম্ভ শোভা করে ॥
অগ্নিকোণ স্তম্ভ মূলে, পবিত্র আসন করে,
আছেন পশ্চিম মুখে বসি।
দেখিল অদ্বৈতচন্দ্রে, পুথি হাতে পরানন্দে,
চিক্কণ শ্যামল রূপ রাশি ॥
পীতবর্ণ পট্যাম্বর, পরিধান মনোহর,
পীত দীর্ঘ পত্র ভাগবত।
দেখেন প্রসন্ন মুখে হেন কালে আমি সুখে,
অষ্টাঙ্গ করিয়া হৈলু নত ॥
আমা দেখি তুষ্ট হৈলা, ব্রজ বার্তা জিজ্ঞাসিলা,
কহিলাঙ সকল সাক্ষাতে।
শুনি অতি প্রীত হঞা, ভাগবত মোরে দিয়া,
পীতাম্বর ফোতা দিলা মাথে ॥
এই দেখি নিদ্রা ভঙ্গ, দেখিতে না পাইনু রঙ্গ,
মনে মনে কান্দিয়া বিস্তর।
অদ্বৈতের কৃপাভরে, ভাগবত অর্থ মোরে,
কিছু কিছু স্ফূরয়ে অন্তর ॥
কতদিনে এই রূপে, স্বপ্নে গেলুঁ নবদ্বীপে,
প্রভু নিত্যানন্দ বসিয়াছে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে, হাস্য মুখ শশোধরে,
বিস্তর মহান্ত কাছে কাছে ॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে, পাদ পদ্ম সেবিবারে,
ইচ্ছা হৈল তাঁর পাশে গেনু।
নিত্যানন্দ হাস্য মুখ, কহিল দক্ষিণে দেখ,
আজ্ঞা পাঞা দক্ষিণে চাহিনু ॥
বসিয়াছে গৌরচন্দ্র, প্রসারি চরণদ্বন্দ্ব,
হৈমান্তিক কৈশোর বয়স।
কৃষ্ণনাম বলে সুখে, বসিয়া পশ্চিম মুখে,
এক ভক্ত অঙ্গে দিয়া ঠেস ॥
শ্রীচরণ সেবা কর, নিত্যানন্দ আজ্ঞা হৈল,
বসি কৈলুঁ পদ সম্বাহন।
পাদপদ্ম স্পর্শ করি, শ্রীরূপ মাধুরি হেরি,
সুখে সিক্ত হৈল তনু মনঃ ॥
স্বপ্ন দেখি এইমত, চৈতন্য আবিষ্ট চিত,
চৈতন্য চরিত বর্ণি সুখে।
নাহি ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, তভু মনঃ সুখ পান,
শ্রীচৈতন্য নাম বলে মুখে ॥
স্থির চর জীবগণ, তার বুদ্ধি প্রবর্ত্তন,
করি কর্ম্ম করান ঈশ্বর।
না হই আমি স্বচ্ছন্দ, যে বোলান গৌরচন্দ্র,
যে যে করান সে কর্ত্তব্য মোর ॥

তথাহি।

সর্ব্বাভিষ্ট প্রদং শশ্বদ্ভক্ত ভৃঙ্গগনৈর্বৃতং।
শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজং বন্দেপ্রেম-রসাশ্রয়ং ॥

অতএব ভক্তগণ. মোর এই নিবেদন,
সবে আশীর্বাদ কর মোরে।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

চৈতন্য বলিব মুখে, চৈতন্য বর্ণিব সুখে,
তারে ভজি জন্ম-জন্মান্তরে ॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, সেই সে কেবল সত্য,
সেই গতি জীবনে মরণে।
প্রভু শ্রীল রামচন্দ্র, জাহ্নবা চরণ দ্বন্দ,
সগন চৈতন্য থাক মনে ॥
কালসর্প ভয়ঙ্কর; প্রেমামৃত হীন নর,
অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
প্রেমদাস আগেযান, প্রেমামৃত দেহ দান,
কৃপাকর আত্মসাথ করি ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

॥ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুচরণকমলেভ্যোঽর্পিতমস্তু ॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩, ১৫, ১৯, ২১ এবং ২৩	বন্ধ্য	বন্দৌঁ
৩	৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭ এবং ২১	বন্ধ্য	বন্দৌঁ
৮	২০	ইদন্তু	ইদং তু
৯	১	মর্ত্তিময়ী	মূর্ত্তিময়ী
১০	১৭	আত্মরাম	আত্মারাম
১১	১৮	শ্রীমদ্ধলায়ুধকৃত কবি-রহস্যে	শ্রীমদ্ হলায়ুধধৃত গণে চ
১২	৯ পংক্তির পরে যোগ হইবে।		(শ্রীমদ্ভা. ১০।৩০।২৮)
১৬	৫ পংক্তির পরে যোগ হইবে।		(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৩।৪৭-৪৮)
১৭	১৪	তথাপরা	তথাঽপরা
১৭	১৮	যহ	হয়
১৭	২২	সংশ্রয়ো	সংস্থিতৌ
২২	৯	হোয়াব	হোয়ব
২৩	১৩	শ্রীশ্যামাসুন্দর	শ্রীশ্যামসুন্দর
২৫	১৭	গুহ্যদ্গুহ্যতরং	গুহ্যাদ্গুহ্যতরং
২৫	অন্তিম	৬৯।৬।৭।৮	৬৯।৬।৭-৮
২৬	২২	সৌরভাক্রান্ত	সৌরভাশ্রান্ত
২৭	১০	সৌরভাক্রান্ত	সৌরভাশ্রান্ত
২৭	৭	পরধাম	পরংধাম
২৭	২১	পদ্ধপুরাণ	পদ্মপুরাণে

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	২১	খণ্ড	খণ্ডে
২৮	২১	গোকুলং	গোকুলম্
২৯	৮	চৈত্রবনং	ছত্রবনং
৩৩	১৪	সেহ	সেই
৩৪	২৬	তথ্য ॥	তথা ।
৩৬	৯	যজ জ্ঞানমদ্বয়ং	যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্
৩৬	১৬	ব্রহ্মায়ুষাঽপি	ব্রহ্মায়ুষাঽপি
৩৬	২০	পুরাণান্মরেঽপি	পুরাণান্তরেঽপি
৩৭	১৩	বাহ্যাভ্যম্মরের	বাহ্যাভ্যন্তরের
৩৮	তৃতীয় পংক্তির চতুর্থ পংক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, দ্বিতীয় পংক্তির সহিত নয়। দ্বিতীয় পংক্তি পর্যন্ত এক পদ সমাপ্ত হইতেছে।		
৩৮	১০	শ্বরূপ	স্বরূপ
৪০	১৯	ভ্রাতৃব্যমেনংতদ্মদভ্রবীর্য্য	ভ্রাতৃব্যমেনং তদদভ্রবীর্য্য
৪৩	২১	তক্রাপি	তথাপি
৪৪	অন্তিম	শ্রীরাসমণ্ডলেশ্বর	শ্রীরাসমণ্ডলেশ্বরী
৪৬-৪৭	শীর্ষস্থান	তৃতীয়োল্লাসঃ	দ্বিতীয়োল্লাসঃ
৪৭	১৩	রুশ্মিণী	রুক্মিণী
৪৮	৪	পদ্মাদুপ্তন্না	পদ্মাদুৎপন্না
৬০	অন্তিম	ক্রাড়া	ক্রীড়া
৬৩	১	করুণানিন্ধুং	করুণাসিন্ধুং
৬৩	৪	শ্রীহরেনামদাতারং	শ্রীহরের্নামদাতারং
৮২	৭	শ্যামপর বোধই	শ্যাম পরবোধই
৮৪	১৩	সমর্থা	সামর্থ্য
৮৫	৬	হিত্বাৎ	হিত্বা
৮৫	৬	য	যৎ
৮৫	১৮	স্বয়োষিতাং	স্বয্যোষিতাং
৮৬	৩	স্বজনমাচর্য্যপথে	স্বজনমার্য্যপথং
৮৬	অন্তিম	জেহ	সেহ

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	১	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
৮৭	২	জারামিব	জারাণামিব
৯০	৮	বিধান	বিধানে
৯১	২৩	পরচরচার	পরচরচায়
৯২	১০	বহিল	বাহিল
৯৪	২২	লব্ধা...	লব্ধা···
৯৯	১৩	তদ্বাম্	তদ্ধাম
১০০	১৯	দেবী	দেবি
১০২	৭	মঞ্চনীরে	মঞ্জুনীরে
১০২	২৬	বাজারে	বাজাবে
১০৫	২	নূপূর	নূপুর
১০৭	১০	কাঙ্গনে	কাঞ্চনে
১১৬	১০	সবাজ	সবীজ
১২৩	৫	বেদাধুক্ত	বেদাদ্যুক্ত
১২৬	১৩	শ্রীভাগবগ্দীতায়া	শ্রীভগবদ্গীতায়াং
১৩৮	১৫	ত্বিষাঽকৃষ্ণং	ত্বিষাকৃষ্ণং
১৪২	৪	রাসোসবৎ	রাসোৎসব
১৪৩	১৫	ন্দাবনে	বৃন্দাবনে
১৪৪	১০	সন্মুথায়	সন্মুখায়
১৪৫	৬	চিন্তামনি	চিন্তামণি
১৪৫	২০	প্রভুর	প্রভুরে
১৪৬	৩	প্রবেশেয়	প্রবেশয়
১৪৭	১৬	···দবাগ্নি···	···দাবাগ্নি···
১৪৭	১৮	পূর্ণামৃতস্বাদনং	পূর্ণামৃতাস্বাদনং
১৫৮	৪	নদিয়া	নদীয়া
১৫৯	৪	করিলেন	কহিলেন
১৬৪	২২	বৈদ্ধবা	বৌদ্ধরা
১৭৯	৮	ভব	তব
১৮০	৯	করিবা	করিয়া
২০১	২	লইয়া	লইবা

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh.

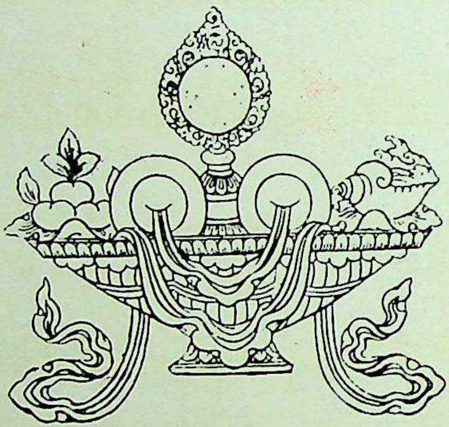

COSMO PUBLICATIONS NEW DELHI-110002.